CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 30 March, 2024 ■ আগরতলা ৩০ মার্চ ২০২৪ ইং ■ ১৬ চৈত্র, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

মান্দাইয়ে নির্বাচনী জনসভায়

নির্বাচনে ৩৭০ নম্বরকেই লক্ষ্যমাত্রা হিসাবে স্থির করেছে বিজেপি ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ মার্চ ।। সংবিধানের ৩৭০ নম্বর ধারাকে অবলুপ্ত করে জম্মু ও কাশ্মীরের সমস্যার সমাধান করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই কারণেই লোকসভা নির্বাচনে ৩৭০ নম্বরকেই ভারতীয় জনতা পার্টির একক লক্ষ্যমাত্রা হিসেবে স্থির করেছে। আজ মান্দাইয়ে নির্বাচনী জনসভায় একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডাঃ) মানিক সাহা।

এদিন তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী ত্রিপুরাকে হীরা মডেল দিয়েছেন। নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে উত্তরপূর্বাঞ্চলে অনেক উন্নতি হয়েছে। যা বিগত সরকার ত্রিপুরার জন্য করতে পারেনি। তাঁর কটাক্ষ , ৩৫ বছরের শাসন কালে বিগত সরকার সমস্যা জিইয়ে রেখে সরকার পরিচালনা করত। কিন্তু বিজেপি সরকার সমস্যা সমাধানের মধ্য দিয়ে সরকার পরিচালনা করছে। প্রধানমন্ত্রী রাজ্যের মহিলাদের স্বশক্তিকরণে উপর জোর দিয়েছেন। মহিলাদের ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণের ব্যবস্থা তিনি করেছেন। আগামীদিনেও বিজেপি সরকার মানুষের কল্যানে কাজ করে যাবে।

তাঁর দাবি, সংবিধানের ৩৭০ নম্বর ধারাকে অবলুপ্ত করে জম্মু ও কাশ্মীরের সমস্যার সমাধান করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। যা এর আগে কোনো প্রধানমন্ত্রী করে দেখাতে পারেননি। এই কারণেই ৩৭০ নম্বরকে সম্মান জানানোর জন্য আসন্ন লোকসভা নির্বাচন ৩৭০ নম্বরকেই ভারতীয় জনতা পার্টির একক লক্ষ্যমাত্রা হিসেবে স্থির করেছে। আর জোট শরিকদের মিলিয়ে সেই লক্ষ্যমাত্রা ৪০০ এর উপরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

হুড খোলা গাড়িতে প্রচারে মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ মার্চ।। লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রতিদিনই রাজ্যের শাসকদলের প্রার্থীদের সমর্থনে নির্বাচনী প্রচারে অংশগ্রহন করছেন মুখ্যমন্ত্রী। আজও এর ব্যতিক্রম হয়নি। এদিন জিরানীয়ার ব্রীজ চৌমুহনী থেকে এক বাইক রেলিতে অংশগ্রহন করেছেন তিনি। পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনের বিজেপি প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেব-এর সমর্থনে হুড খোলা গাড়িতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে আহত দুই মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঞ্চনপুর, ২৯ মার্চ ।। জমি সংক্রান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত উত্তর জেলার কাঞ্চনপুর মহকুমার নেতাজি নগর এলাকা। হামলায় মহিলা সহ দুজন গুরুতরভাবে আহত হয়ে বর্তমানে উত্তর জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এ ব্যাপারে মামলা গৃহীত হয়েছে।। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভ উত্তেজনা বিরাজ করছে।

জমির সীমানা নিয়ে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে এক মহিলাসহ দুইজন গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। আহত দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাদের উত্তর জেলার ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার সঙ্গে জড়িত মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে। মহিলার উপর এধরনের জঘন্যতম ঘটনার খবর কাঞ্চনপুর মহকুমায় ছড়িয়ে পড়তেই অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহনের দাবি উঠেছে।

জানা গেছে কাঞ্চনপুর মহকুমার নেতাজী নগর এলাকায় শংকর পাল ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সিমনায় জনসভায়

কমিউনিস্টরা ভারতীয় রীতিনীতি কিছুই জানে না ঃ বিপ্লব দেব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ মার্চ।। কমিউনিস্টরা ভারতীয় রীতিনীতি কিছুই জানে না। কারণ, তারা চীন ও রাশিয়া থেকে ত্রিপুরায় এসেছে। আজ মোহনপুরের সিমনায় জনসমাবেশের সিপিএমকে তীর্যক ভাষায় বিঁধলেন পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনের প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেব। এদিন তিনি পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনের প্রার্থী কৃতি সিং দেববর্মাকে দিদি বলে সম্বোধন করেছেন। এদিন তিনি বলেন ভারতীয় রীতিনীতি অনুযায়ী মেয়েরা বিয়ে পর শ্বশুরবাড়ি থেকে বাপের বাড়িতে বেড়াতে আসে। আমার বোন কৃতি সিং ত্রিপুরায় বাপের বাড়িতে বেড়াতে এসেছেন। কিন্তু কমিউনিস্টরা কখনো ভারতীয় রীতিনীতি জানে না। কারণ তারা চীন ও রাশিয়া থেকে ত্রিপুরায় এসেছে।

এদিন তিনি আরও বলেন, এতবছর দেশের নরেন্দ্র মোদীর ছিল না বলে ত্রিপুরায় ২৫ বছর রাজত্ব করেছে সিপিএম। তা না হলে তাদের কবেই জামান জব্দ হত। ২০ বছর ত্রিপুরা শাসন করেও রাজ্যের জনজাতিদের জন্য কিছুই করেনি। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জামাতা বলে চোর !

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৯ মার্চ।। শ্বশুর বাড়িতে চুরি করতে গিয়ে জনতার হাতে আটক জামাতা। গতকাল রাতে তেলিয়ামুড়া থানাধীন চামপ্লাই এলাকায় ওই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছাড়িয়েছে। পরবর্তী সময়ে তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, তেলিয়ামুড়া থানাধীন চামপ্লাই এলাকার বাসিন্দার রনধির রায়ের মেয়ের সাথে হাওয়াইবাড়ি এলাকার সুখরঞ্জন রায় নামের ব্যক্তির সাথে বিগত কিছু বছর পূর্বে বিয়ে হয়েছিল। পরবর্তীতে সুখরঞ্জন বৃহস্পতিবার রাতে শশুরের অনুপস্থিতিতে চামপ্লাই এলাকায় নিজ শ্বশুরবাড়িতে ঘরের দরজা ভেঙ্গে বিভিন্ন মূল্যবান জিনিসপত্র চুরি করে নিয়ে যাবার সময় এলাকাবাসীদের নজরে আসে। এলাকাবাসীদের নজরে আসলে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কোন প্রতিশ্রুতি পূরণ করেনি ডাবল ইঞ্জিন সরকার ঃ আশীষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ মার্চ ।। শুক্রবার কিল্লা বাজারে নির্বাচনী প্রচারে ঝড় তুললেন পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনের ইন্ডিয়া ব্লকের প্রার্থী আশীষ কুমার সাহা। এদিন প্রার্থীর সমর্থনে কিল্লা বাজার এলাকায় এক নির্বাচনী প্রচার অনুষ্ঠিত হয়েছে। দলীয় কর্মী সমর্থকদের নিয়ে এলাকায় এক মিছিল সংঘটিত করে কিল্লা বাজারে এলাকায় এক পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

এই সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনের ইন্ডিয়া ব্লকের প্রার্থী আশীষ কুমার সাহা বলেন, বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর বেশ কিছু প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। রাজ্যে ও কেন্দ্রে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় থাকা সত্ত্বেও তাদের প্রতিশ্রুতি গুলি পূরণ করেনি বলে অভিযোগ করেছেন আশীষ কুমার সাহা। তিনি বলেন, মানুষ বুঝতে পেরেছে জনগণের উন্নয়নে কাজ করছে না এই সরকার। রাজ্যে কাজের অভাব খাদ্যের অভাবে সাধারণ মানুষ দিশেহারা। গণতন্ত্র ভুন্ঠিত। তাই গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের দাবিতে ইন্ডিয়া ব্লকের পক্ষে ভোট

পাহাড় দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন ইন্ডিয়া জোটের প্রার্থী রাজেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ২৯ মার্চ ।। পূর্ব ত্রিপুরা উপজাতি সংরক্ষিত আসনে ইন্ডিয়া জোটের প্রার্থী রাজেন্দ্র রিয়াং ধলাই জেলার কমলপুরের বিভিন্ন এলাকায় সভা সমাবেশ অব্যাহত রেখেছেন।

আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে পূর্ব ত্রিপুরা উপজাতি সংরক্ষিত আসনে ইন্ডিয়া মঞ্চের বামফ্রন্ট প্রার্থী রাজেন্দ্র রিয়াং কমলপুর মহকুমার সানাইয়া রিয়াং পাড়া, সাইকার, সন্তশিয়া, মহাদেব বাজার, কানাইলাল হালাম পাড়া, কামরাঙ্গা, হালহালি পার্টি অফিস, বিষ্ণুপুর, কমলপুর পার্টি অফিসসহ এই সানগুলিতে দিনভর নির্বাচনী সভা, ভোটারদের সঙ্গে পরিচিতি কর্মসূচী হয়।

প্রার্থী রাজেন্দ্র রিয়াং এর সঙ্গে ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক অঞ্জন দাস ও প্রাক্তন এম ডি সি বদরবোম হালামসহ অন্যান্য কর্মীরা।

রাজেন্দ্র রিয়াং শাসক দলের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে বলেন বিজেপি ,আইপিএফটি, তিপ্রা মথা এই দলগুলি তাদের জন্মলগ্ন থেকেই জনগণের সঙ্গে প্রতারনা করে আসছে। এই বিশ্বাসঘাতক দলগুলি ছলচাতুরি করে যে নাটক মঞ্চস্থ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভোট বয়কটের ডাক জনজাতিদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ মার্চ ।। ফের নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তে ভোট বয়কট করার ডাক দিয়েছেন জনজাতি অংশের সাধারন নাগরিক। এমনই জানালেন চরিলাম ব্লকের ধারিয়াখোল ভিলেজের জনজাতিদের।

কিছুদিন আগেই শিলাবৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের সাধারন মানুষ। তবে সরকারি তরফে ক্ষতিগ্রস্থদের সাহায্য করা হয়। কিন্তু এই টাকা যথেষ্ট নয় বলে দাবি জনজাতিদের।

তাদের দাবি, শিলাবৃষ্টিতে তাদের ঘরের টিনের সম্পূর্ন নষ্ট হয়ে গেছে। নতুন টিন কেনার জন্য সরকারের তরফে মাত্র ৪ হাজার টাকা প্রদান করা হয়। এই টাকা দিয়ে টিন কেনা সম্ভব নয়। তাই যেন সরকার নিজেই তাদের টিন কিনে দেয়। নাহলে তারা ভোট বয়কট করবে।

ভোটের মুখে বিরোধী শিবিরে বড়সড় ভাঙ্গন, ২৪৩৫ ভোটার বিজেপিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ মার্চ ।। লোকসভা নির্বাচনের আগে শাসক দলের উদ্যোগে এক মেগা যোগদান সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে শুক্রবার বামুটিয়া মণ্ডলের উদ্যোগে। এদিনের এই সভায় ৫৫৬ পরিবারের ২১৭০ জন ভোটার কংগ্রেস ও সিপিআইএম দল ত্যাগ করে বিজেপি দলে যোগদান করেছেন বলে জানিয়েছেন প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য। এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনের প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেব, প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য সহ অন্যান্যরা। এদিনের এই জনসভায় দলীয় কর্মী সমর্থকদের উপস্থিত ছিল লক্ষনীয়।

এদিণের এই সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিপ্লব কুমার দেব বলেন, লোকসভায় বিধানসভা নির্বাচন থেকে কম ভোট পড়ে। এটি কমিউনিস্টদের ষড়যন্ত্র। তারা ক্ষমতার লোভে মানুষকে বিভ্রান্ত করেন বলে অভিযোগ করেন তিনি। তাই সব ধরণের ভয়ভীতি উপেক্ষা করে এবারের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির পক্ষে ভোট দান করার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

এদিকে আজ বিকেলে বড়দোয়ালী মণ্ডলের নির্বাচনী কার্যালয়ে মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে এক যোগদান সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেখানে ৯৮ পরিবারের ২৬৫ জন ভোটার বিজেপি দলে সামিল হয়েছেন। তাদের হাতে দলীয় পতাকা দিয়ে তাদের দলে বরণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

এগিকে, লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে মোহনপুর বিধানসভা এলাকায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জঙ্গল থেকে উদ্ধার বধূর লাশ

স্ত্রীকে হত্যার অভিযোগে আটক স্বামী

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৯ মার্চ ।। উপজাতি গৃহবধূ হত্যার রহস্য উন্মোচন! নিজ স্ত্রীকে গলা টিপে হত্যা করে বাড়ির পেছনের জঙ্গলে ফেলে দেওয়ার স্বীকারোক্তি দিলেন খোদ স্বামী! অর্ধনগ্ন মৃত অবস্থায় উদ্ধার উপজাতি ওই গৃহবধূ''কে গলা টিপে হত্যা করেছে এই স্বীকারোক্তি দিলেন ওই গৃহবধূর স্বামী সূর্যরাম রিয়াং। এলাকা সূত্রে অভিযোগ, তেলিয়ামুড়া থানাধীন জারুইলংবাড়ি এলাকা থেকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার গৃহবধূ''কে তার নিজ স্বামী হত্যা করেছে। এই ঘটনায় পুলিশের হাতে আটক অভিযুক্ত স্বামী। উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার রাতে তেলিয়ামুড়া থানাধীন জারুইলংবাড়ি এলাকায় একটি জঙ্গলে একই এলাকার বাসিন্দা শান্তি দেববর্মা(৩৫) নামের এক উপজাতি গৃহবধূর অর্ধনগ্ন মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছিল। পরবর্তীতে পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমে স্ত্রী''কে হত্যা করার সন্দেহে ওই মৃত গৃহবধূর স্বামী সূর্যরাম রিয়াং''কে আটক করে তেলিয়ামুড়া থানায় নিয়ে আসে। অভিযুক্ত স্বামী সূর্যরাম রিয়াং সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জানায়, স্ত্রী মদ খেয়ে ঘরের রান্না না করায় স্ত্রী''র উপর ক্ষুব্ধ হয়ে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নিজের স্ত্রীকে গলা টিপে হত্যা করেছে সে। কিভাবে নিজের স্ত্রীকে হত্যা করে বাড়ির পেছনের জঙ্গলে স্ত্রীর মৃতদেহটি''কে নিয়ে ফেলে দেয় এই ব্যাপারেও সংবাদ মাধ্যমের সামনে হত্যার ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরে অভিযুক্ত স্বামী সূর্যরাম রিয়াং। জানিয়েছে অভিযুক্ত স্বামী সূর্যরাম রিয়াং।

অভিযুক্ত স্বামী

আবারও বাংলাদেশী আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৯ মার্চ ।। লোকসভা নির্বাচনের মুখে তিন বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করেছে ৪৩ নং ব্যাটেলিয়ন সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জওয়ানরা। ধৃতদের কাছ থেকে পাওয়া যায় ভুয়ো অনেক প্রয়োজনীয় নথিপত্র, পাশাপাশি এই বাংলাদেশি নাগরিকদের সাথে পাচার বানিজ্য কার্যে যুক্ত এক ভারতীয় নাগরিককেও আটক করেছে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জওয়ানরা। স্বভাবতই এই ঘটনায় জনমনে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়।

নির্বাচনের প্রাক্কালে অবৈধভাবে বাংলাদেশীদের আনাগোনাকে কেন্দ্র করে সন্দেহের দানা বাঁধছে জনমনে। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ৪৩ নং ব্যাটালিয়ন বিএসএফ জওয়ানরা উৎ পেতে বসে থাকে রাজনগর পিআর বাড়ি থানাধীন সমরেন্দ্রনগর ভারত বাংলা সীমান্তবর্তী এলাকায়। ঘন্টাখানেক অপেক্ষার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্ট্রং রুম এবং ভোট গণনা কেন্দ্র পরিদর্শনে কেন্দ্রীয় অবজারভার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ মার্চ ।। উমাকান্ত একাডেমির স্ট্রং রুম এবং ভোট গণনা কেন্দ্রের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও খতিয়ে দেখলেন নির্বাচন কমিশনের কেন্দ্রীয় অবজারভার বিভেক এল ভিমানোয়ার। এদিন উনার সঙ্গে ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ডক্টর বিশাল কুমার। এদিন কেন্দ্রীয় অবজারভার স্ট্রং রুম ও ভোট গননা কেন্দ্রটি ঘুরে দেখা যাবতীয় প্রস্তুতি খতিয়ে দেখেছেন। পরিদর্শন শেষে তিনি বলেন, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সামাজিক অবক্ষয় !

ছেলের নির্যাতনের শিকার হয়ে রাস্তায় ঠাঁই নিলেন বৃদ্ধা মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৯ মার্চ।। ছেলে ও ছেলের বউ এর অত্যাচারে রাস্তায় এক বৃদ্ধ মা। বৃহস্পতিবার রাতে বিশ্রামগঞ্জ থানার অন্তর্গত চরিলাম পরিমল চৌমুনী এলাকায় এমনই ঘটনা পরিলক্ষিত হল। পুত্র এবং পুত্রবধূর শারীরিক মানসিক নির্যাতনের ফলে বাড়ি ছেড়ে বের হয়ে আশ্রয়ের খোঁজে এক বৃদ্ধা মা উদয়পুর থেকে অজানা পথে হাঁটতে হাঁটতে চলে আসেন চরিলাম পরিমল চৌমুহনি এলাকায়।

বৃহস্পতিবার রাতে বৃদ্ধা মহিলার এই অবস্থা দেখে ওই এলাকার এক ব্যবসায়ী শান্তনু ভৌমিক এই অসহায় বৃদ্ধা মহিলাকে কিছু জিজ্ঞাসা করতেই নিজের পুত্র এবং পুত্রবধূর অমানবিক নির্যাতনের কথা বলতে বলতে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। পরে ব্যবসায়ী সান্তনু ভৌমিক বৃদ্ধা মহিলার চরম কাহিনীর কথা শুনে ওই মহিলাকে নিজের দোকানে বসিয়ে খাবার দেন। এত রাতে এই বৃদ্ধা মহিলাকে নিয়ে কি করবেন সেই দুশ্চিন্তায় শান্তনু ভৌমিক বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশকে খবর দেয়।

পুলিশের সামনেও কাঁদতে কাঁদতে নিজের আদরের সন্তান লক্ষণ দাস এবং পুত্রবধূর অমানবিক নির্যাতনের কথা তুলে ধরেন। মহিলার এই চরম কাহিনীর কথা শুনে পুলিশও রীতিমত বাকরুদ্ধ হয়ে পড়ে। পরে পুলিশ এই অসহায় বৃদ্ধা মহিলাকে বিশ্রামগঞ্জ থানায় নিয়ে যায়। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৭০ ◻ সংখ্যা ১৭০ ◻ ৩০ মার্চ ২০২৪ ইং ◻ ১৬ চৈত্র ◻ শনিবার ◻ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

ভারতে সুরক্ষিত সংখ্যালঘুরা

সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের জনগণকে নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলির টানা হ্যাচরা যেন নিত্যদিনের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভোটব্যাঙ্ক স্ফীত করাই এর মূল উদ্দেশ্য। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারকে হিন্দুত্ববাদী বলিয়া অনেক রাজনৈতিক দল আখ্যায়িত করলেও এই তকমা খারিজ করিবার জন্য বিজেপির প্রচেষ্টার কোন ঘাটতি নাই। সংখ্যালঘু জনগনের কল্যাণ সাধন করিবার মধ্য দিয়াই বিরোধীদের যোগ্য জবাব দেবার চেষ্টা চালাইতেছে কেন্দ্রের বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকার। নানা সমীক্ষার মধ্য দিয়া তাহার প্রমাণ মিলিতেছে। নির্বাচনে জয় পরাজয়ের ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু ভোট নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করিতেছে বিভিন্ন রাজ্যে। বিষয়টি সঠিকভাবে অনুধাবন করিতে পারিতেছে বিজেপি সহ প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল। সেই কারণেই সংখ্যালঘুদের নিয়া মায়া কান্নার কোন খামতি রাখিতে চাহিতেছে না কোন রাজনৈতিক দল। বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকারের গত নয় বছরে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উন্নয়নে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইয়াছে। বিভিন্ন রাজ্যের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জনগণ ইহার সুফল ভোগ করিতেছেন। শিক্ষা চাকুরী সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুদের জন্য বাড়তি সুবিধা প্রদান করিতেছে সরকার।

সংখ্যালঘুদের সুযোগ-সুবিধার দিকে বেশি করিয়া নজর দেওয়া জরুরি। দলমত নির্বিশেষে প্রায় সব সরকারই এরকম মত পোষণ করে। তবে, বর্তমান মোদি সরকারের বিরুদ্ধে ক্রমাগত সংখ্যালঘু বিদ্বেষের অভিযোগ ওঠে। কিন্তু বাস্তব পরিসংখ্যানও কি একই কথা বলিতেছে? সম্প্রতি সংখ্যালঘুদের উন্নয়নের তথ্য দিয়াই সে প্রশ্নের উত্তর দিলেন এক বিজেপি নেতা। তাহা মোদির আমলে সংখ্যালঘুদের বিকাশের কোন তথ্য তুলিয়া আনিলেন তিনি? সংখ্যালঘুদের প্রতি অবিচার করিতেছে কেন্দ্র। এমন অভিযোগে প্রায় একযোগেই সরব হন বিরোধীরা। তাঁহাদের সব অভিযোগ যে অমূলক, তাহা নয়। তবে, এর পালটা হিসাবে একেবারে অন্য তথ্যও যে আছে, তাই-ই এবার স্পষ্ট করিয়া দিলেন বিজেপি নেতা তথা গেরুয়া শিবিরের সংখ্যালঘু সেলের জাতীয় সাধারণ সম্পাদিক সুফি এম কে চিস্তি। তাঁহার দাবি, মোদির আমলেই সংখ্যালঘুরা সবথেকে বেশি সুবিধা পাইয়াছে।'প্রায় ১০ বছরের মেয়াদে মোদি সরকারের সঙ্গে সংখ্যালঘুদের রসায়নে অনেকটাই বদল আসিয়াছে। সাম্প্রতিক এক সমীক্ষাও সে ইঙ্গিত দিয়াছিল। বিজেপি মানেই যে সংখ্যালঘু বিদ্বেষী দল, এমন একরৈখিক বিরোধিতার বয়ানকে সন্দেহের মুখে দাঁড় করিয়াছিল এই সমীক্ষা। সিএসডিএস লোকনীতি-র বিশেষ এই সমীক্ষা জানাইয়াছিল, ৪৪ শতাংশ মুসলিম ধর্মাবলম্বী মনে করেন, অর্থনৈতিক অবস্থা মোটের উপর একই রকম আছে। নতুন নীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে মোদির ভূমিকা নিয়াও সেখানে তারিফ করিয়াছেন মুসলিমরা। এক্ষেত্রেও হিন্দুদের তুলনায় মুসলিমদের তরফে বেশি ভোট পাইয়াছেন মোদি। যেখানে ১১ শতাংশ হিন্দু মোদির পক্ষে, সেখানে মুসলিমদের সমর্থন ১৪ শতাংশ। হিন্দুদের থেকেও বেশি শতাংশ মুসলিমরা মোদিকে সেরা বক্তা হিসাবে মনে করেন। তাঁহাদের মতে মোদির মতো সুবক্তা সারা দেশে আর নাই। মোদির কথার জাদুতে যেমন মুগ্ধ ২৪ শতাংশ হিন্দু, তেমনই মুগ্ধ ২৯ শতাংশ মুসলিম। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসাবে মুসলিম সম্প্রদায়ের মনের কথাই এখানে উঠিয়া আসিয়াছে। একই ইঙ্গিত করিয়াছেন এই বিজেপি নেতাও। তাঁহারও দাবি, মুসলিমরা তো বটেই, সামগ্রিক ভাবে সংখ্যালঘুরা সবথেকে বেশি উপকৃত হইয়াছেন মোদির জমানাতেই। তথ্য দিয়া তিনি জানাইয়াছেন, ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ২০১৪ সালে সরকারি চাকুরে ছিলেন ৪.৫ শতাংশ। সেখানে বর্তমানে সেই হার বাড়িয়া হইয়াছে ১০.৫ শতাংশ। অর্থাৎ সরকারি চাকরিতে সংখ্যালঘুরা যে অনেকটাই অগ্রসর হইয়াছেন, এমনটাই মত নেতার। পাশাপাশি তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে, সাধারণ মানুষের জন্য যে জনকল্যাণমূলক প্রকল্প আনিয়াছে মোদি সরকার, তাহার সুবিধা পাইয়াছেন সংখ্যালঘুরা। উন্নয়নের নিরিখে অন্তত সরকার কোনও রকম ভাগাভাগিকে যে প্রশ্রয় দেয়নি, তাহা স্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন তিনি।

মান্ডিতে জোরদার প্রচারে কঙ্গনা, অভিনেত্রী বললেন বিজেপির জন্য উন্নয়নই প্রধান ইস্যু

মান্ডি, ২৯ মার্চ (হি.স.): হিমাচল প্রদেশের মান্ডিতে জোরদার প্রচার করলেন ভূমিকন্যা তথা এই লোকসভা আসনের বিজেপি প্রার্থী কঙ্গনা রানাউত। শুক্রবার হুড খোলা গাড়িতে চেপে মান্ডিতে রোড-শো করেছেন কঙ্গনা, তাঁকে একঝলক দেখার জন্য রাস্তার দুদিকে উপস্থিতি ছিল বিপুল সংখ্যক মানুষের। সকলের উদ্দেশ্যে হাত নাড়েন, দুই হাত জড়ো করে প্রণামও করেন কঙ্গনা।

মান্ডির বিজেপি প্রার্থী তথা অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাউত এদিন বলেছেন, 'আপনারা এখানে বিপুল মানুষের সমাগম দেখতে পাচ্ছেন। এখানে অনেক মানুষ এসেছে। তাঁরা সকলেই গর্বিত যে মান্ডির মেয়ে, মান্ডির জাতীয়তাবাদী কণ্ঠ এই নির্বাচনে প্রতিনিধিত্ব করবে...বিজেপির কাছে উন্নয়নই প্রধান ইস্যু...মান্ডির মানুষ তাদের হৃদয়ে যা আছে তা দেখাবেন।'

কেজরিওয়ালকে তোপ হরদীপের, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দুষলেন এএপি প্রধানকে

নয়াদিল্লি, ২৯ মার্চ (হি.স.): দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা হরদীপ সিং পুরী। পাশাপাশি বিরোধীদের আইএনডিআই জোটে সামিল হওয়ার জন্য কেজরিওয়ালের সমালোচনায় সরব হয়েছেন তিনি। শুক্রবার দিল্লিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে হরদীপ সিং পুরী বলেছেন, 'যখন দিল্লিতে নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হতো, তখন তাঁরা (দিল্লি সরকার) খড় পোড়ানোর জন্য পঞ্জাবকে দোষারোপ করত, এখন তাঁদের সরকার পঞ্জাবে, তখন তাঁরা কাকে দোষ দিয়েছিল?' কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী আরও বলেছেন, 'যখন তিনি (অরবিন্দ কেজরিওয়াল) রাজনীতিতে যোগ দিয়েছিলেন, তখন বলেছিলেন তাঁরা দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেছেন, এখন তাঁরা কার সঙ্গে যোগ দিয়েছে?- সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দল...দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে ৯ বার সমন জারি করা হলেও তিনি সাড়া দেননি। অরবিন্দ কেজরিওয়ালের কথা ছাড়ুন, তাঁর সময় সীমিত।'

দুর্নীতি মামলায় প্রফুল্ল প্যাটেলকে 'ক্লিনচিট' সিবিআইয়ের

নয়াদিল্লি, ২৯ মার্চ (হি. স.): মহারাষ্ট্রের এনসিপি নেতা প্রফুল্ল প্যাটেলকে দুর্নীতির মামলায় ক্লিনচিট দিল সিবিআই। বিরোধীদের অভিযোগ, এনডিএ জোটে যোগ দেওয়ার পুরস্কার পেলেন প্রফুল্ল।

ইউপিএ আমলে কেন্দ্রের অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রী ছিলেন প্রফুল্ল প্যাটেল। তাঁর বিরুদ্ধে তৎকালীন সরকারি বিমান সংস্থা এয়ার ইন্ডিয়ার লাভজনক রুট বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়া এবং বিশেষ এজেন্সি মারফত বিমান কেনার বিনিময়ে আর্থিক সুবিধা নেওয়ার অভিযোগে মামলা ঠুকেছিল সিবিআই। সেই মামলার সূত্র ধরে তদন্তে নামে ইডিও। গত ১৯ মার্চ সিবিআই দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালতে প্রফুল্লকে ক্লিনচিট দিয়ে নথিপত্র জমা করে। মনে করা হচ্ছে, মূল মামলায় সিবিআই ক্লিনচিট দিয়ে দেওয়ায় এখন ইডির মামলা প্রত্যাহার সময়ের অপেক্ষামাত্র।

উল্লেখ্য, মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী তথা ন্যাশনাল কংগ্রেস পার্টির (এনসিপি) নেতা অজিত পওয়ারের সঙ্গে 'বিদ্রোহ' ঘোষণা করে মাস কয়েক আগেই এনডিএ জোটে শামিল হয়েছিলেন প্রফুল্ল পটেল।

'ভারত মাতা কি জয়' স্লোগান তৈরি করেছিলেন যে মুসলমান স্বাধীনতা সংগ্রামী

অমিতাভ ভট্টশালী

'ভারত মাতা কি জয়' এই স্লোগান দেশের হিন্দুত্ববাদী রাজনীতিবিদ আর নেতা-কর্মীদের মুখে নিয়মিতই শোনা যায়। কিন্তু ইতিহাসবিদদের একাংশ বলছেন এই স্লোগান প্রথম দিয়েছিলেন এক মুসলমান স্বাধীনতা সংগ্রামী, ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে, ১৮৫৭ সালে।

তবে সম্প্রতি ভারতে এমন অনেক ঘটনা সামনে এসেছে, যেখানে মুসলমান ব্যক্তিদের প্রশ্ন করা হয় যে তারা কেন 'ভারত মাতা কি জয়' স্লোগান দিতে রাজি হন না!

বিগত কয়েক বছরে মুসলমানদের ''গণপিটুনি''র যে সব ঘটনা হয়েছে, তার বেশ কয়েকটিতে শোনা গেছে হিন্দুত্ববাদীরা জোর করে 'ভারত মাতা কি জয়' বলানোর চেষ্টা করেছে গণপিটুনির শিকার হওয়া মুসলমান ব্যক্তিটিকে।

স্লোগানটি যে একজন মুসলমান স্বাধীনতা সংগ্রামীর তৈরি করা, এই বিষয়টি ইতিহাসবিদদের একাংশ স্বীকার করলেও তা সাধারণ মানুষের সামনে এসেছে কেরালার মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নের একটি ভাষণের সূত্রে।

সংবাদ সংস্থা পিটিআই মি. বিজয়নের দেওয়া সোমবারের ওই ভাষণ উদ্ধৃত করে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।

সেখানে মি. বিজয়ন বলেছেন, ''সংঘ পরিবারের নেতারা এখানে এসে সামনে বসে থাকা মানুষদের 'ভারত মাতা কি জয়' স্লোগান দিতে বলেন। তারা কি জানেন এই স্লোগানটা কে তৈরি করেছিলেন? আমি জানি না সংঘ পরিবার জানে কি না যে তার নাম আজিমুল্লাহ খান।'' ইতিহাস বলছে ১৮৫৭-র প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ, যাকে অনেকে সিপাহি বিদ্রোহ বলেও উল্লেখ করেন, তার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সংগঠক ছিলেন আজিমুল্লাহ খান।

ইতিহাসবিদ ও লেখক সৈয়দ উবায়েদুর রহমান বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন, ''আজিমুল্লাহ খানই যে ''মাদর-এ-ওয়াতন হিন্দুস্তান'' জিন্দাবাদ স্লোগানটি দিয়েছিলেন, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই।'

ইতিহাসবিদরা বলছেন, আজিমুল্লাহ খানের দেওয়া ওই স্লোগানটিরই অনুবাদ হল 'ভারত মাতা কি জয়'।

ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের অন্যতম মূল পরিকল্পনাকারী ছিলেন আজিমুল্লাহ খান - হাতে আঁকা প্রতীকী চিত্র তবে ইসলামি ধর্মশাস্ত্র বিশেষজ্ঞ মুহম্মদ কামরুজ্জামান বলছিলেন, 'মাদর-এ-ওয়াতন হিন্দুস্তান জিন্দাবাদ' শব্দ-বন্ধের সঠিক অনুবাদ হল মাতৃভূমি ভারতবর্ষ জিন্দাবাদ। কেরালার মুখ্যমন্ত্রী মি. বিজয়ন আরও বলেছেন যে কূটনীতিবিদ আবিদ হাসান সাফরানি যেমন 'জয় হিন্দ' স্লোগানটির প্রবর্তক, তেমনই মুহম্মদ ইকবাল লিখেছিলেন বিখ্যাত দেশাত্মবোধক গান 'সারে জাহাঁসে আচ্ছা হিন্দুস্তান হামারা'।

কে ছিলেন আজিমুল্লাহ খান?

সৈয়দ উবায়েদুর রহমানের সংকলিত গ্রন্থ 'বায়োগ্রাফিকাল এনসাইক্লোপিডিয়া অফ ইন্ডিয়ান মুসলিম ফ্রিডম ফাইটার্স'-এ আজিমুল্লাহ খানকে নিয়ে একটি আলাদা পরিচ্ছেদই রয়েছে।

সেখানে লেখা হয়েছে, ''আজিমুল্লাহ খান ১৮৫৭-র বিদ্রোহের অন্যতম শীর্ষ নেতা ছিলেন। ইংরেজি ও ফরাসি-সহ বেশ কয়েকটি বিদেশি ভাষায় তিনি পারদর্শী ছিলেন, যে জ্ঞান অন্য অনেক স্বাধীনতা সংগ্রামীর ছিল না।''

'শীর্ষ ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা চালাতেন তিনি। ভারতের অনেকে যখন মনে করতেন যে ব্রিটিশ বাহিনী অপরাজেয়, তখন তিনি তুরস্ক আর ক্রিমিয়ায় গিয়ে, ইউরোপ ভ্রমণ করে দেখেছিলেন ব্রিটিশ সেনাবাহিনী সেখানে পরাজিত হচ্ছে।' ''প্রয়াত পেশোয়া দ্বিতীয় বাজি রাওয়ের দত্তক নেওয়া পুত্র নানা সাহেবের দেওয়ান ছিলেন তিনি, পরে তার প্রধানমন্ত্রী হন'', লিখেছেন সৈয়দ উবায়েদুর রহমান। পেশোয়ারা ছিলেন মারাঠা সাম্রাজ্যের রাজা। আবার হিন্দু জাতীয়তাবাদের জনক বলে যাকে মনে করা হয়, সেই বিনায়ক দামোদর সাভারকর তার বই 'দ্য ইন্ডিয়ান ওয়ার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ ১৮৫৭'- এ আজিমুল্লাহ খান সম্বন্ধে লিখেছেন, ''১৮৫৭-র বিদ্রোহের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রগুলির মধ্যে সব থেকে স্মরণীয় ব্যক্তিদের অন্যতম ছিলেন আজিমুল্লাহ খান। স্বাধীনতা যুদ্ধর ভাবনাটা যাদের মাথায় প্রথম এসেছিল তাদের মধ্যে আজিমুল্লাহকে বিশেষ জায়গা দিতেই হবে।' নানাসাহেব যেহেতু পেশোয়া দ্বিতীয় বাজি রাওয়ের দত্তক পুত্র ছিলেন, এই যুক্তিতে বাজি রাওয়ের মৃত্যুর পরে নানা সাহেবের পেনশন বন্ধ করে দেয় ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি।

মি. সাভারকর ছাড়াও অনেক ইতিহাসবিদই লিখেছেন যে উত্তরাধিকারের বিষয়গুলি মীমাংসা করতে নানাসাহেব ইংল্যান্ডে পাঠিয়েছিলেন আজিমুল্লাহ খানকে।

প্রায় বছর দুয়েক তিনি যুক্তরাজ্যে ছিলেন, যদিও পেনশন পুনরায় চালু করাতে পারেননি তিনি। দেশে ফিরে আসেনে ১৮৫৫ সালে।

ইংরেজি, ফরাসি-সহ বেশ কয়েকটি বিদেশি ভাষায় পারদর্শী হয়ে উঠলেও আজিমুল্লাহ খানের শিশু বয়সটা কেটেছিল চরম দারিদ্রের মধ্যে। ইতিহাসবিদরা লিখছেন, ১৮৩৭-৩৮ সালের দুর্ভিক্ষের সময়ে তাকে এবং তার মাকে উদ্ধার করা হয়। তাদের ঠাঁই হয় কানপুরের একটি খ্রিস্টান মিশনে।

একটা সময়ে ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের বাড়িতে কখনও ওয়েটার হিসাবে, কখনও বাবুর্চি হিসাবে কাজ করেছেন তিনি। সেখান থেকে তার ইংরেজি, ফরাসি শেখা বলে জানাচ্ছেন ইতিহাসবিদরা।

যুক্তরাজ্য ও ইউরোপ সফর সেরে ফেরার পথেই আজিমুল্লাহ খান তুরস্ক ও ক্রিমিয়াতে যান এবং দেশে ফিরে এসে নানাসাহেবকে পরামর্শ দেন বিদ্রোহ শুরু করার।

পত্রিকার মাধ্যমে স্বাধীনতার আহ্বান ইউরোপ থেকে ফিরে এসে 'পায়াম-এ আজাদি' নামে একটি পত্রিকা চালু করেন আজিমুল্লাহ খান। উর্দু, মারাঠি আর হিন্দিতে ছাপা হত পত্রিকাটি।

তিনি ইউরোপ থেকে একটা ছাপার যন্ত্র নিয়ে এসেছিলেন, সেই যন্ত্রেই ছাপা হত তার পত্রিকাটি।

উর্দু সাংবাদিকতার ইতিহাস এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের গবেষক আসাদ ফয়সাল ফারুকি বলছিলেন যে ওই পত্রিকার মধ্যে দিয়েই বিদ্রোহের কথা, স্বাধীনতার কথা ছড়িয়ে দিতে শুরু করেন আজিমুল্লাহ খান।

''তিনি স্বাধীনতার জন্য একই সঙ্গে মুসলমান, হিন্দু, শিখ --- সব সম্প্রদায়ের মানুষকেই বার বার তার পত্রিকার মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ করে গেছেন। যে গঙ্গা-যমুনা সংস্কৃতির কথা বলা হয়, তার লেখায় সেটাই বেরিয়ে এসেছে সব সময়ে'', বলছিলেন মি. ফারুকি।

প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ বা সিপাহী বিদ্রোহের যে মার্চিং সং, সেটিও তারই লেখা।

মি. ফারুকি পড়ে শোনাচ্ছিলেন সেই গানটি, যার শেষ দুটি লাইনে বোঝা যায় সব ধর্মের মানুষকে কীভাবে তিনি স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন : ''হিন্দু মুসলমান শিখ হামারা, ভাই ভাই প্যেয়ারা, ইয়েহ আজাদি কা ঝাণ্ডা, ইসে সালাম হামারা'' ... অর্থাৎ হিন্দু, মুসলমান শিখ সবাই ভাই-ভাই, এই স্বাধীনতার পতাকাকে আমাদের সালাম।'

সেই পর্যায়েই তার পত্রিকায় তিনি ''মাদর-এ-ওয়াতন'' স্লোগানটি লেখেন, এমনটাই বলছিলেন ইতিহাসবিদ ও লেখক সৈয়দ উবায়েদুর রহমান।

''এ নিয়ে কোনও দ্বিমত নেই যে এই স্লোগান তারই লেখা। তবে এই স্লোগানটাকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে হবে না। তার পত্রিকায় নিয়মিতই স্বাধীনতা যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করার জন্য ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার আহ্বান জানাতেন, এ ধরনের নানা স্লোগান লিখতেন তিনি'', বলছিলেন মি. রহমান।

তবে মি. খানই যে 'মাদর-এ-ওয়াতন হিন্দুস্তান জিন্দাবাদ' স্লোগানটি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন, এরকম প্রামাণ্য নথি পাওয়া যায়নি বলেও কেউ কেউ বলছেন।

আজিমুল্লাহ খান ১৮৫৭-র মূল পরিকল্পনাকারীদের অন্যতম ছিলেন বলেও মন্তব্য মি. রহমানের। বিদ্রোহ দমিত হওয়ার পরে আর বেশি দিন বাঁচেননি আজিমুল্লাহ খান। ১৮৫৯ সালে তার মৃত্যু হয় নেপালের তরাই অঞ্চলে। ব্রিটিশ সৈন্যদের হাত থেকে পালিয়ে বেড়ানোর সময়ে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। ইতিহাসবিদরা মনে করেন পালিয়ে বেড়ানোর কারণেই সম্ভবত তার চিকিৎসা ঠিক মতো হয় নি।

'মাদর-এ-ওয়াতন' ছাড়াও ...

ইতিহাসবিদ ও লেখক সৈয়দ উবায়েদুর রহমান বলছিলেন, ''মাদর-এ-ওয়াতন' ছাড়াও অন্য অনেক বিদ্রোহী স্লোগান আছে যেগুলো মুসলমান নেতাদের প্রবর্তন করা। তার কথায়, ''ইনকিলাব জিন্দাবাদ-এর প্রবর্তন করেছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম ও স্বাধীনতা সংগ্রামী মৌলানা হসরত মোহানি, কুইট ইন্ডিয়া বা ভারত ছাড়ো স্লোগান তৈরি করেছিলেন ইউসুফ মেহের আলি।তিনিই আবার প্রথম সাইমন গো ব্যাক স্লোগানও দিয়েছিলেন।এঁদের নাম তো কেউ করেই না।''

মি. রহমানের কথায়, ''১৮৫৭-র প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ হোক বা ১৯১০ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত --- পুরো সময়টাতেই হিন্দু-মুসলমান-শিখ --- সবাই একসঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়েছিল।'

'জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি পদে কতজন মুসলমান বসেছেন --- সেই তথ্য কেউ জানে? একজনের কথাই সবাই বলবে, আবুল কালাম আজাদের নাম জানে সবাই। কিন্তু মোট আট জন মুসলমান কংগ্রেস সভাপতি ছিলেন, সেটা কত জন জানেন?'' 'ভারত মাতা' যেভাবে রূপ পেল যে ভারত মাতাকে রাজনৈতিক স্লোগান হিসাবে, দেশাত্মবোধক স্লোগান হিসাবে হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলো প্রচার করে, সেই ভারত মাতার প্রসঙ্গ ১৮৬৬ সালের আগে পাওয়া যায় না। হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির গবেষক স্নিগ্ধেন্দু ভট্টাচার্য বলছেন, ''বাংলায় ১৮৬৬-তে ভারত মাতার রূপকল্প আসে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস নামে সম্ভবত ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের লেখা উনবিংশ পুরাণ-বইতে।'

'পরের বছরই হিন্দু মেলার সূচনায় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সৃষ্ট 'মলিন মুখচন্দ্র, মা ভারত তোমারি' গানটি শোনান।'

'আবার বিপিন চন্দ্র পালের লেখায় পাওয়া যায়, এই গানটি ১৮৭৩-সালে কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারত মাতা' নাটকে ব্যবহৃত হয়।'ভারত মাতার জয়', ঠিক এই ভাবে স্লোগানাকারে তা সেই সময়ের বাংলায় জনপ্রিয় হয়েছিল কিনা তা অবশ্য জানা যায় না। কারণ, ততদিনে বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দে মাতরম জনপ্রিয়তা পেয়ে গেছে। ''বাংলায় বা ভারতের অন্যত্র যেহেতু ১৮৬০ সালের আগে ভারত মাতা রূপকল্পের কোনো উল্লেখ বা প্রয়োগ দেখা যায় না, আজিমুল্লাহ খান যদি 'মাদর-এ-ওয়াতন হিন্দুস্তান জিন্দাবাদ'-এর প্রয়োগ করে থাকেন, তবে তিনিই এই উপমহাদেশে দেশমাতৃকা রূপকল্পের জনক', বলছেন স্নিগ্ধেন্দু ভট্টাচার্য। আবার ভারত মাতার প্রথম ছবি আঁকেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯০৫ সালে।

স্নিগ্ধেন্দু ভট্টাচার্য ব্যাখ্যা করছিলেন, ''ভারত মাতা কি জয় আর মাদর-এ-ওয়াতন হিন্দুস্তান আসলে এক হলেও হিন্দুত্ববাদীদের চোখে আলাদা।'' 'উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এই বাংলায় ভারতীয় জাতীয়তাবাদ, হিন্দু জাতীয়তাবাদ ও বাঙালি জাতীয়তাবাদ, এই তিনেরই জন্ম হয়। খানিক পরে পরেই অন্যত্রও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ, হিন্দু জাতীয়তাবাদ ও আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ও প্রসার ঘটে।'

'বঙ্কিম চন্দ্র চ্যাটার্জির বন্দেমাতরম কিন্তু বঙ্গমাতার বন্দনা, ঠিক যেভাবে অবন ঠাকুরের ভারত মাতা ছবিটির নাম প্রথমে ছিল বঙ্গমাতা।' ''ক্রমশ, ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মধ্যে বাকি সব রকম জাতীয়তাবাদী প্রবণতাকে মিশিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে কংগ্রেস। ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা ভারত ও হিন্দুস্তান দুই-ই ব্যবহার করেন, কারণ সব জাতি ধর্ম ভাষা সংস্কৃতি মিলেই এই দেশ।' কিন্তু হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা ''হিন্দুস্তান'' পারতপক্ষে ব্যবহার করেন না। তাঁদের ভাষ্যে উর্দু বা ফারসির কোনও জায়গা নেই। তাই তাঁদের কাছে মাদর-এ- ওয়াতন হিন্দুস্তান আর ভারতমাতা এক নয়। যদিও, 'মাদর- এ- ওয়াতন হিন্দুস্তান' শব্দবন্ধের উপস্থিতিই হিন্দুত্ববাদীদের এই অভিযোগ খণ্ডন করে যে মুসলমানরা ভারত কে মা বলতে চায় না', বলছিলেন মি. ভট্টাচার্য।

আবার দেশকে মাতৃভূমি হিসাবে ভালবাসার কথা যে হাদিসেই আছে, সেটাও বলছেন ইসলমাই ধর্মশাস্ত্র বিশেষজ্ঞ মুহম্মদ কামরুজ্জামান।

তার একটি রাজনৈতিক পরিচয়ও আছে, তিনি সারা বাংলা সংখ্যালঘু যুব ফেডারেশনের প্রধান। কিন্তু তার পড়াশোনা কলকাতার সাবেক আলিয়া মাদ্রাসায়, যা এখন আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়। তিনি বলছিলেন, হাদিসে হুব্বুল ওয়াতনের কথা তো বলাই আছে। পুরো আয়াতটা হল হুববুল আয়াত মিনাল ইমান। ওয়াতন মানে মাতৃভূমি আর হুব্বুল শব্দের অর্থ ভালবাসা। অর্থাৎ মাতৃভূমির প্রতি ভালবাসা, এটা ধর্মের একটা অঙ্গ।' তবে ভারত মাতা কি জয় স্লোগানটি এখন রাজনৈতিকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে বলেও তিনি স্পষ্ট করেছেন।

হিন্দুত্ববাদীরা এই স্লোগানটিকে রাজনৈতিক ভাবে ব্যবহার করে বলেই মুসলমানদের এই কথাতে আপত্তি আছে, এমনটাই ধারণা দিচ্ছিলেন বিশেষজ্ঞরা।

শেষ পর্যন্ত কি মনের মতো স্টুডিও গড়ে তুলতে পেরেছিলেন রবীন্দ্রনাথ?

ছবি আঁকার জন্যে তাঁর একটা কাঠের টেবিল ছিল। ডেস্কের মতো তার সামনেটা ঢালু হয়ে এসেছে। টেবিলের অন্যপ্রান্তে, পিছনের দিকে খোপ-কাটা সেলফে রং তুলি রাখার ব্যবস্থা। তবে তিনি যে খুব গুছিয়ে বসে ছবি আঁকতেন, তা নয়। ভেতরে ভেতরে আর্টিস্টের ছটফটানি সর্বদা তাঁকে তাড়া করে বেড়িয়েছে। তাড়াহুড়োয় পেনসিল ভেঙে যাওয়া, কলমের খোঁচায় কাগজ ফুটো হয়ে যাওয়ার ঘটনা ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। সুশোভন অধিকারী

একটা প্রশ্ন প্রায়ই মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। রবি ঠাকুরের ছবি আঁকার জায়গাটা কেমন ছিল? কবিতা লিখতে কাগজ আর কলম হলেই চলে। সে একখানা খাতা বা বন্ধু, তথা অনুরাগিণীর উপহার দেওয়া ডায়ারিই যথেষ্ট। কিন্তু ছবির বেলায় তো অনেক সরঞ্জাম লাগে। কাগজ-রং-তুলি, কাগজ-বোর্ড, জলের পাত্র, হাতমোছার কাপড়ের টুকরো ইত্যাদি মিলিয়ে— সে হরেক কিসিমের আয়োজন। সেসব তিনি কেমনভাবে সামলাতেন? তিনি কি ঘরের কোণে জানলার পাশে তাঁর ছবি আঁকার স্টুডিও গড়ে নিয়েছিলেন? আরেকটা প্রশ্নও উঠে আসে। প্রায় আড়াই হাজার ছবির সবই কি কোনও নির্দিষ্ট জায়গায় বসে আঁকা? নাকি উত্তরায়ণ প্রাঙ্গণের সব বাড়িগুলোই তাঁর ছবি আঁকার পরিসর হয়ে উঠেছিল? উদয়ন বা শ্যামলীতে বসে ছবি এঁকেছেন, সে আমরা জানি। উদয়ন বাড়িতে অঁকা ছবির সংখ্যা সম্ভবত বেশি। বছর পাঁচেক বাদে ১৯৩৫ নাগাদ 'শ্যামলী' তৈরি হলে সেখানেও ছবি আঁকা হয়েছে, বাদ যায়নি 'কোণার্ক', 'পুনশ্চ', 'উদীচী'। কয়েকটা ছবির পিছনে বাড়ির নামও লিখে রেখেছেন। ছবি আঁকার জন্যে তাঁর একটা কাঠের টেবিল ছিল। ডেস্কের মতো তার সামনেটা ঢালু হয়ে এসেছে। টেবিলের অন্যপ্রান্তে, পিছনের দিকে খোপ-কাটা সেলফে রং তুলি রাখার ব্যবস্থা। তবে তিনি যে খুব গুছিয়ে বসে ছবি আঁকতেন, তা নয়। ভেতরে ভেতরে আর্টিস্টের ছটফটানি সর্বদা তাঁকে তাড়া করে বেড়িয়েছে। তাড়াহুড়োয় পেনসিল ভেঙে যাওয়া, কলমের খোঁচায় কাগজ ফুটো হয়ে যাওয়ার ঘটনা ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। নিজেই বলেছেন সে কথা। বলেছেন, আঁকার সময় এমন জোরে চাপ দেন যে পেনসিলের শিস পটটকরে ভেঙে যায়। কারণ মনটা দৌড়তে থাকে।

মৈত্রেয়ী দেবীর 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' বইতে আছে ছবিঠাকুরের আঁকা নিয়ে একটা ইন্টারেস্টিং গল্প। সে বেশ মজার। সেবারে কবি রয়েছেন মংপুতে। সেই সময় মৈত্রেয়ীর মাসি সুব্রতা তাঁর তেলরঙের সরঞ্জাম নিয়ে এসে হাজির। কবিকে দিয়ে একখানা ছবি আঁকিয়ে নিতে চান। রবি ঠাকুর আবার তেলরং দিয়ে ছবি আঁকতে একেবারেই ভালোবাসেন না। সে বড় সময়সাপেক্ষ, একবার রং লাগিয়ে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়--- শুকোনোর জন্যে। সে ধৈর্য তাঁর একেবারে নেই। তাও অনেক অনুনয়-বিনয়ে তিনি নিমরাজি হলেন। বাকিটা মৈত্রেয়ীর জবানিতে শুনি— ''অনেক করে বুঝিয়ে বলে, কাগজ কেটে, বোর্ড দিয়ে রঙ সাজিয়ে দেওয়া হল, ফস করে একটা মুখের টেনে তারপর ভাবতে লাগলেন। যেন বিষম বিপদে পড়ে গেছেন। ---'মাসী! একি সঙ্কটে ফেললে'। আমরা খাবার ঘরে আড্ডা দিচ্ছি, আলুবাবু (সচ্চিদানন্দ রায়) ছুটে এলেন 'শিগগির চলুন, ছবি নিয়ে হইচই করছেন', —ঘরে ঢুকে দেখি হাতে জামায় রঙ মেখে ছবিখানা নিয়ে বসে আছেন।'' এই হচ্ছে রবি ঠাকুরের ছবি আঁকা। অবনীন্দ্রনাথ বুঝি এই ভেতরের-কেই বলেছেন 'ভলক্যানিক ইরাপশন'। অন্যদিকে অবনঠাকুর ছবি আঁকতেন স্থির শান্ত সমাহিত ভাবে। 'রবিকা'র মতো রং-তুলি নিয়ে কোনওরকম ধ্বস্তাধস্তি ছিল না তাঁর। নন্দলালের আঁকা 'গুরু' শিরোনামের সেই বিখ্যাত ছবিতে দেখি, শিল্পীর একপাশে জলের পাত্রে রাখা প্রস্ফুটিত পদ্মের গুচ্ছ, সেখানে ধ্যানস্থ ঋষির মতো আত্মমগ্ন চিত্রী অবনীন্দ্রনাথ।

এ তো গেল ছবি আঁকা নিয়ে রবি ঠাকুরের ছটফটানির গপ্পো। কিন্তু ছবি আঁকার পছন্দের স্টুডিও কেমন হবে— সে কথা তিনি জানিয়েছেন তাঁর আদরের বউমা প্রতিমাকে। বলছেন যখন তার কিছু আগেই প্যারিসে, জার্মানিতে তাঁর ছবির এগজিবিশন হয়েছে। 'কবি' আর 'প্রোফেট'-এর লেবেল সরিয়ে সবাই তাঁকে চিনছে পাকা আর্টিস্ট হিসেবে। প্রদর্শনীর ডাক এসেছে স্পেন থেকে, ভিয়েনা ও অন্যান্য দেশ থেকে। এমনই একটা মুহূর্তে বার্লিনে বসে তাঁর মনে পড়ছে সেই স্বপ্নের স্টুডিওর কথা— যা নিয়ে একদা প্রতিমার সঙ্গে আলোচনা হয়েছিল। ছবিঠাকুরের স্টুডিও কেমন হবে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়েছেন চিঠিতে, তার কিছু অংশ তুলে দিই— 'থেকে থেকে মনে আসচে তোমার সেই স্টুডিয়োর কথাটা। ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে, শালবনের ছায়ায় খোলা জানলার কাছে। বাইরে একটা তালগাছ— খাড়া দাঁড়িয়ে, তারি পাতাগুলোর কম্পমান ছায়া সঙ্গে নিয়ে রোদ্দুর এসে পড়েচে আমার দেয়ালের উপর, —জামের দালে বসে ঘুঘু ডাকতে সমস্ত দুপুর বেলা; নদীর ধার দিয়ে একটা ছায়া-বীথি চলে গেছে— কুড়চি ফুলে ছেয়ে গেছে গাছ, বাতাবি নেবুর ফুলের গন্ধে বাতাস ঘন হয়ে উঠেচে, জারুল-পলাশ-মাদারে চলেচে প্রতিযোগিতা, সজনে ফুলের ঝুরি দুলচে হাওয়ায়; অশথ গাছের পাতাগুল ঝিলমিল ঝিলমিল করচে— আমার জানলার কাছ পর্যন্ত উঠেচে চামেলি লতা। নদীতে নেবেচে একটি ছোট ঘাট, লাল পাথরে বাঁধানো, তারি এক পাশে একটি চাঁপার গাছ। একটির বেশি ঘর নেই। শোবার দেয়ালের গহ্বরের মধ্যে ঠেলে দেওয়া যায়। ঘরে একটিমাত্র আরাম কেদারা--- মেঝেতে ঘন লাল রঙের জাজিম পাতা, দেয়াল বাসন্তী রঙের, তাতে ঘোর কালো রেখার পাড় আঁকা। ঘরের পূবদিকে একটুখানি বারান্দা, সূর্যোদয়ের আগেই সেইখানে চুপ করে গিয়ে বসব, আর খাবার সময় হলে নীলমণি সেইখানে খাবার এনে দেবে'। এমন রূপকথার স্টুডিও আর কোনও চিত্রকর ভেবেছেন কি না, জানি না। শহর থেকে দূরে নির্জন প্রকৃতির মাঝে এমন বাহুল্যবর্জিত স্বপ্নমাখা চিত্রপরিসর বুঝি ছবিঠাকুরের ভাবনাতেই মানায়। সে কেবল প্রকৃতির অবগাহনে দৃষ্টির মাধুরীতে নয়, আবহসংগীতও চাই। চাই মিষ্টি গলায় ভেসে আসা গান। — 'একজন কেউ থাকবে যার গলা খুব মিষ্টি, যে আপন মনে গান গাইতে ভালবাসে। পাশের কুটিরে তার বাসা— যখন খুশি সে গান করবে, আমার ঘরের থেকে শুনতে পাব'। শুধুই কি তাই? গায়িকার স্বামীকে দিয়ে তিনি সেক্রেটারির কাজটুকুও আদায় করে নেবেন। 'তার স্বামী হবে ভালমানুষ এবং বুদ্ধিমান, আমার চিঠিপত্র লিখে দেয়, অবকাশ কালে সাহিত্য আলোচনা করে, এবং ঠাট্টা করলে ঠাট্টা বুঝতে পারে এবং যথোচিত হাসে'। তাঁর স্টুডিওর বিবরণ এখানেই শেষ নয়— 'নদীর উপরে দুটি সাঁকো থাকবে- নাম দিতে পারব জোড়াসাঁকো— সেই সাঁকোর দুই প্রান্ত বেয়ে, জুই-বেল-রজনীগন্ধা-রক্তকরবী। নদীর মাঝে মাঝে গভীর জল, সেইখানে ভাসচে রাজহাঁস আর ঢালু নদীতটে চরে বেড়াচ্চে আমার পাটল রঙের গাই গোরু, তার বাছুর নিয়ে।' সেই স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্টে স্বল্পরকমের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাও থাকবে। তবে সে হবে নিরামিষ, 'ঘরে তোলা মাখন-দই-ছানা-ক্ষীর, কুকারে যা রাঁধা যেতে পারে তাই যথেষ্ট— রান্নাঘর নেই'। এই হল ছবিঠাকুরের স্টুডিও— সহজ, সংক্ষিপ্ত, সুন্দর। শেষ পর্যন্ত কি এমন একখানা স্টুডিয়ো তিনি গড়ে তুলতে পেরেছিলেন? সে বুঝি কেবল কল্পনায় রয়ে গেল। ময়ূরাক্ষীর ধারে বা পদ্মার তীরে, কোথাও তাকে গড়ে তোলা গেল না!

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

চলতি অর্থবর্ষের শেষে জিইএম-এর ব্যবসা বেড়ে ৪ লক্ষ কোটি টাকা, এক বছরে ব্যবসা দ্বিগুণ

নয়াদিল্লি, ২৯ মার্চ ।। গভর্নমেন্ট ই মার্কেটপ্লেস চলতি আর্থিক বছরে গ্রস মার্চেন্ডাইজ ভ্যালু (জিএমভি) ৪ লক্ষ কোটি টাকা অর্জন করেছে - গত অর্থবছরের তুলনায় দ্বিগুণ। এটি পোর্টালের অনন্য ডিজিটাল ক্ষমতা এবং কার্যকারিতার একটি প্রমাণ যা জনসাধারণের ক্রয় পরিষেবাকে বৃহত্তর দক্ষ, স্বচ্ছ, নির্বিঘ্ন ও সহজতর করেছে।

জিইএম পোর্টালের মাধ্যমে পরিষেবা ক্রয় এই বিস্ময়কর জিএমভির পিছনে একটি মূল শক্তি হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে। এই জিএমভি-র প্রায় ৫০ শতাংশ পরিষেবা সংগ্রহের জন্য সম্ভব হয়েছে, যা গত অর্থবর্ষে জিইএম-এর কেনা পরিষেবার তুলনায় ২০৫ শতাংশের চেয়েও বেশি। বাজারে প্রবেশাধিকার তৈরি করে, জিইএম প্রতিষ্ঠিত এবং নামী পরিষেবা প্রদানকারীদের একচ্ছত্র ব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমীভাবে সফল হয়েছে এবং ছোট দেশীয় উদ্যোক্তাদের যে কোনও সময় যে কোনও জায়গা থেকে সরকারি দরপত্রে অংশ নেওয়ার পথ প্রশস্ত করেছে।

জিইএম-এ পরিষেবার বিশাল ভাণ্ডার রাজ্যগুলিকে উদ্ভাবনী সমাধান সংগ্রহ করতে সক্ষম করেছে যা তাদের সমস্ত প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হচ্ছে।

রাজ্যগুলির ক্রমবর্ধমান চেষ্টার জন্যও জিএমভির অভূতপূর্ব বৃদ্ধি ঘটছে। এই অর্থবর্ষে গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ এবং দিল্লির মতো সর্বোচ্চ ক্রয়কারী রাজ্যগুলির জন্য নির্ধারিত সরকারি ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। বিভিন্ন মন্ত্রক এবং সিপিএসই সহ কেন্দ্রীয় সত্তাগুলির অবদানও জিএমভিকে ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করেছে। এই ৪ লক্ষ কোটি টাকার মাইলফলকের প্রায় ৮৫ অবদান রেখেছে সরকারি সংস্থাগুলি। উল্লেখযোগ্যভাবে, কয়লা মন্ত্রক, বিদ্যুৎ মন্ত্রক এবং পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক এবং তাদের সহায়ক সংস্থাগুলি কেন্দ্রীয় স্তরে সর্বোচ্চ ক্রয়কারী সংস্থা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

জিইএম-এর ১.৫ লক্ষের বেশি সরকারি ক্রেতা এবং ২১ লক্ষ বিক্রেতা এবং পরিষেবা সরবরাহকারীদের বিশাল নেটওয়ার্ক এই অবিশ্বাস্য কীর্তিকে সম্ভব করে তুলেছে। শেষ মাইল ক্রেতা ও বিক্রেতাদের ব্যাপক অনবোর্ডিংয়ের মাধ্যমে জিইএম তৃণমূল পর্যায়ে গুরুত্ব বাড়িয়ে তুলেছে। ৮৯৪২১টি পঞ্চায়েত এবং ৭৬০টিরও বেশি সমবায়কে তার ক্রয়ের বাস্তুতন্ত্রের সাথে একীভূত করে, জিইএম প্রশাসনের একেবারে শেষ স্তরে সরকারি ব্যয়ের ব্যবস্থা নিশ্চিত করার সময় সুস্থায়ী ক্রয়কে সহজতর করেছে।

জিইএম-এর সিইও শ্রী পি কে সিং বলেছেন, "ভোকাল ফর লোকাল", "ওয়ান ডিস্ট্রিক্ট, ওয়ান প্রোডাক্ট", "স্টার্টআপ রানওয়ে", "ওমেনিয়া" ইত্যাদির মতো অন্তর্ভুক্তিমূলক উদ্যোগের মাধ্যমে জিইএম দেশীয় ব্যবসায়ের বৃদ্ধি ও সাফল্যের সমান সাফল্য ধরে রাখছে। ৪ লক্ষ কোটি টাকার জিএমভির মধ্যে প্রায় ৫০ শতাংশ অর্ডার দেওয়া হয়েছে প্রান্তিক বিক্রেতা বিভাগ যেমন কারিগর, তাঁতি, শিল্পী, এমএসই, বিশেষত মহিলা নেতৃত্বাধীন এবং এসসি / এসটি, এসএইচজি, এফপিও এবং স্টার্টআপগুলিকে। ৫.২ লক্ষের বেশি সিএসসি এবং ১.৫ লক্ষের বেশি ইন্ডিয়া পোস্ট অফিসগুলির সাথে জিইএম-এর সহযোগিতা মাইক্রো স্তরে সর্বাধিক প্রচার এবং সক্ষমতা বৃদ্ধিতে একটি অসাধারণ শক্তি তুলে ধরেছে। বিভিন্ন বিক্রেতা এবং পরিষেবা সরবরাহকারীদের জিইএম-তে তাদের ব্যবসা বৃদ্ধিতে সহায়তা করার জন্য প্রতিটি পদক্ষেপে সহায়ক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে, প্ল্যাটফর্মটি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল জুড়ে স্থানীয় অর্থনীতিতে গতি প্রদান করেছে, যার ফলে আরও বেশি করে কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বেশি আয় হয়েছে।'

এই আর্থিক বছরের শুরুতে, জিইএম একটি শীর্ষস্থানীয় প্রযুক্তি সংস্থা, টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেসের সাথে যুক্ত হয়েছে। জিইএম ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতা আরও উন্নত করতে, স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করতে এবং বৃহত্তর অন্তর্ভুক্তিকে উৎসাহ জোগাতে নতুন যুগের প্রযুক্তিগুলিকে অভিযোজিত করে আরও বহুমুখী এবং সুরক্ষিত প্রযুক্তিগত পরিকাঠামো তৈরির দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে। এর উদ্দেশ্য বর্তমান প্ল্যাটফর্মটিকে বজায় রেখে নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করে একটি নতুন আধুনিক সমাধান পুনর্নির্মাণ করা, পুনরায় ডিজাইন এবং তৈরি করা। এর সুগভীর কনফিগারেশন যোগ্যতা গতিশীল চাহিদা সহ বিভিন্ন ক্রেতা সংস্থা এবং বিক্রেতা / পরিষেবা সরবরাহকারীদের অনবোর্ডিংকে সহজতর করবে।

১২০৭০টির ও বেশি পণ্য বিভাগ এবং ৩২০টিরও বেশি পরিষেবা বিভাগ সরবরাহ করে, জিইএম নিরবচ্ছিন্ন পাবলিক প্রকিউরমেন্টের জন্য ওয়ান-স্টপ শপ হয়ে উঠেছে, যার ফলে সারা দেশ জুড়ে বিক্রেতাদের এবং পরিষেবা সরবরাহকারীদের তাদের পণ্য ও পরিষেবা সমূহ তুলে ধরার এবং সবচেয়ে স্বচ্ছ পদ্ধতিতে সরকারি দরপত্রে অংশ নেওয়ার সুযোগ উন্মুক্ত হয়েছে, যা তাদের ব্যবসার স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতিশ্রুতি প্রদান করছে।

পোর্টালটি ২০১৬ সালে জিএমভিতে ৪২২ কোটি টাকা নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল যা ৪ লক্ষ কোটি টাকার ল্যান্ডমার্ক স্পষ্ট করেছে। বিস্ময়কর স্বল্প সময়ের মধ্যে এই সাফল্য একে বিশ্বব্যাপী অন্যতম শীর্ষস্থানীয় পাবলিক প্রকিউরমেন্ট প্ল্যাটফর্মে উন্নীত করার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। দক্ষতা, স্বচ্ছতা এবং অন্তর্ভুক্তি বাড়ানোর জন্য জিইএম প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

বিজেপি নেতাকে মারতে মারতে তুলে নিয়ে গেল পুলিশ

কলকাতা, ২৯ মার্চ (হি.স.) : দক্ষিণ কলকাতার ঢাকুরিয়া থেকে বিজেপি-র কিছু স্থানীয় নেতাকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। এক নেতাকে মারতে মারতে পুলিশ নিয়ে যায়। এই ঘটনার শুক্রবার এলাকায় উত্তেজনা দেখা দেয়।

ঢাকুরিয়া দক্ষিণাপন এর উল্টো দিকে মৌচাক মিষ্টির দোকানের গলি দিয়ে ঢুকে প্রথম বা-দিকের গলির ভিতর প্রথম ৬ টা বাড়ির পর বিজেপি-র দক্ষিণ কলকাতা জেলার অফিস।

এক বিবৃতিতে তরফে জানানো হয়েছে, "দক্ষিণ কলকাতা সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক, অফিস সম্পাদক সহ অনেক নেতাকে পুলিশ বিজেপি কার্যালয়ের পাশ থেকে অনৈতিক ভাবে গ্রেফতার করে লেক থানায় নিয়ে গেছে।

জমায়েত করে তৃণমূল কর্মীরা বিজেপি কার্যকর্তাদের উপর হামলা চালায় এবং পুলিশ মারতে মারতে সাধারণ সম্পাদক স্নেহাশীষকে ধরে নিয়ে যায়।

কেন তাদের গ্রেফতার করা হল, পুলিশের কাছ থেকে সেই যুক্তি জানানো হয়নি। তবে, ঘটনার ভিডিও বিজেপি-র তরফে মিডিয়া হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে দেওয়া হয়েছে। তাতেই দেখা গিয়েছে, কীভাবে দলের এক আঞ্চলিক পদাধিকারীকে প্রকাশ্যে নিগ্রহের শিকার হতে হল।

আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে সিপাহীজলা জেলায় শুক্রবার উচ্চস্তরিয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

লাথি মেরে মোদী-সহ নেতৃবৃন্দকে মমতার খাদে ফেলার ব্যঙ্গচিত্র, তোপ বিজেপি-র

কলকাতা, ২৯ মার্চ (হি.স.): পাহাড়ের ধার থেকে লাথি মেরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী,স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-সহ নেতৃবৃন্দকে খাদে ফেলে দিচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এ রকম একটি ব্যঙ্গচিত্র তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে প্রকাশ করায় শুক্রবার কড়া প্রতিক্রিয়া দিলেন বিজেপি নেতৃবৃন্দ।বিজেপি-র তরফে পশ্চিমবঙ্গে দলের সহ পর্যবেক্ষক অমিত মালব্য এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, "বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখা যাচ্ছে ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে লাথি মারছেন। এটি প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং বিজেপি বাংলার নেতাদের প্রাণহানির এবং হত্যার সরাসরি হুমকি। নির্বাচন কমিশন কি বিষয়টি লিপিবদ্ধ করে খুব দেরি হওয়ার আগে এই অশুভ চক্রান্তটি পরীক্ষা করবে?রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, "যেভাবে পশ্চিমবঙ্গে একটি বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজনৈতিক আখ্যান তৈরি করার চেষ্টা করছে, তা কেবল অবমাননাকর নয়। এটি সমগ্র বাংলা এবং জাতির ভবিষ্যতের জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক বলে মনে হচ্ছে।"রাজ্য বিজেপি-র তরফে এক্স হ্যান্ডলে লেখা হয়েছে, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে বার্তা দিচ্ছেন শেখ শাহজাহান এই তরুণীকে ধর্ষণ করবে এবং এখনও স্বাধীনভাবে হাঁটবে। আপনি, বিজেপির লোকেরা তাকে বাঁচাতে পারবেন না। আমি প্রতিটি মহিলাকে ত্যাগ করতে এবং ভোটের জন্য বাংলাকে সন্দেশখালীতে নামিয়ে দিতে রাজি আছি।"

প্রফুল্লকে ক্লিনচিট দিতেই সরব সঞ্জয় রাউত

মুম্বই, ২৯ মার্চ (হি. স.): প্রফুল্ল প্যাটেলকে ক্লিনচিট দিয়েছে সিবিআই। তারপরেই মনমোহন সিং-এর কাছে বিজেপির ক্ষমা চাওয়া উচিত বলে সুর চড়িয়েছেন শিবসেনার উদ্ধব শিবিরের সঞ্জয় রাউত।

কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, ইউপিএ জমানার তৎকালীন বিমানমন্ত্রী প্রফুল্ল প্যাটেল নির্দোষ। ইউপিএ জামানায় ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স এবং এয়ার ইন্ডিয়ার মধ্যে সংযুক্তিকরণের বিষয়ে যে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল, তার তদন্ত চালাচ্ছিল সিবিআই। দুই সংস্থার সংযুক্তিকরণের পর তৈরি হয়েছিল ন্যাশনাল এভিয়েশন কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড। এই সংস্থার বিরুদ্ধে বিমানের লিজ বিষয়ে বেনিয়মের অভিযোগ উঠেছিল। সিবিআই এই তদন্তের ইতি টেনে জানিয়েছে, যে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছিল তার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

তারপরেই সুর চড়িয়েছেন সঞ্জয় রাউত। তাঁর দাবি, এবার বিজেপির ক্ষমা চাওয়া উচিত। বিজেপি সেসময়ে প্রফুল্ল প্যাটেলের ঘটনার জন্য তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং-এর বিরুদ্ধেও পরোক্ষে আঙুল তুলেছিল বলে সঞ্জয় রাউতের বক্তব্য।

উল্লেখ্য, মাস কয়েক আগেই এনডিএ জোটে শামিল হয়েছিলেন প্রফুল্ল প্যাটেল। বিরোধীদের বক্তব্য, এনডিএ জোটে যোগ দেওয়ার পুরস্কার পেলেন প্রফুল্ল। তাঁকে ক্লিনচিট দিলো সিবিআই।

বারাসতের বিজেপি প্রার্থীর বিরুদ্ধে কমিশনে দলীয় নেতারাই

উত্তর ২৪ পরগনা, ২৯ মার্চ (হি.স.) : বারাসতে বিজেপির প্রার্থীর নাম ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই ক্ষোভ প্রকাশ করছিলেন দলীয় কর্মীদের একাংশ। দলের নির্বাচনী কার্যালয় এবং জেলা পার্টি অফিসে বিজেপি প্রার্থী স্বপন মজুমদারের বিরুদ্ধে পোস্টার পড়তে দেখা গিয়েছিল। এবার দলের নেতা-নেত্রীরাই স্বপনের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ দায়ের করলেন! যা নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়ছে না তৃণমূল। স্বপনবাবুর অবশ্য দাবি, এর নেপথ্যে শাসকদলের 'চক্রান্ত' রয়েছে। তাঁর নাম প্রার্থী হিসাবে ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই তাঁর বিরুদ্ধে দলীয় কর্মীদের একাংশকে সমাজমাধ্যমে ক্ষোভপ্রকাশ করতে দেখা গিয়েছে। একটি ভিডিয়োও প্রকাশ্যে এসেছিল। সেই ভিডিয়োয় এক ব্যক্তিকে বলতে শোনা যায়, "বারাসাত লোকসভা কেন্দ্রের যিনি প্রার্থী হয়েছেন, সেই স্বপন মজুমদার মহাশয় এক জন ড্রাগ মাফিয়া। এ রকম এক জন প্রার্থীর হয়ে কী ভাবে আমরা ভোটপ্রচারে যাব?" বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই ব্যক্তি স্থানীয় বিজেপি নেতা শ্যামল দাস। বারাসত লোকসভা কেন্দ্রের কয়েকটি জায়গায় স্বপনের বিরুদ্ধে পোস্টারও পড়েছে। এ বার স্বপনবাবুর বিরুদ্ধে গত ভোটে কমিশনে জমা দেওয়া হলফনামায় মিথ্যা তথ্য দেওয়ারও অভিযোগ তুললেন দলীয় নেতা-নেত্রীদের একাংশ। এ নিয়ে তাঁরা কমিশনেও নালিশ জানিয়েছেন। অশোকনগরের বিজেপি নেত্রী উৎপলা বিশ্বাস এবং বারাসতের বিজেপি নেতা সুভাষচন্দ্র রায় কমিশনকে এ বিষয়ে চিঠিও দিয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য, হলফনামায় অসমে মাদক পাচার সংক্রান্ত একটি মামলা নিয়ে 'মিথ্যা' তথ্য দিয়েছিলেন স্বপনবাবু। 'মিথ্যা' তথ্য দিয়েছিলেন নিজের শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং সম্পত্তি নিয়েও।

৪ জুন একটি নয়, দুটি সরকার গঠন হবে: জয়রাম ঠাকুর

মান্ডি, ২৯ মার্চ (হি.স.) : ৪ জুন একটি নয়, দুটি সরকার গঠন হবে, শুক্রবার এই মন্তব্য করেন হিমাচলের সিরাজের বিধায়ক জয়রাম ঠাকুর। তিনি এদিন নিজের এলাকা সিরাজের থুনগাগে অনুষ্ঠিত বিজেপির ত্রিদেব সম্মেলনে একথা বলেন।

হিমাচলের সিরাজের বিধায়ক জয়রাম ঠাকুর এদিন ওই সম্মেলনে আরও বলেন, আগামী ৪ জুন হিমাচলের মানুষ একটি নয়, দুটি সরকারের নির্বাচন করতে চলেছে। এটা শুধু লোকসভা নির্বাচন নয়। হিমাচলের ইতিহাসে এই প্রথম সরকার ১৪ মাস ক্ষমতায় থাকার পর জনগণ নতুন সরকারের নির্বাচন করবে। তিনি আরও জানান, মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিং সুখু তাঁর সরকারকে বাঁচাতে যতই চেষ্টা করুন, কিন্তু এই মিথ্যা সরকার টিকবে না কারণ আজ থেকে মাত্র এক মাস আগে এই কংগ্রেস সরকার তাঁর সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়েছে। শুক্রবার তাঁর নিজের এলাকা সিরাজের থুনগাগে অনুষ্ঠিত বিজেপির ত্রিদেব সম্মেলনে এই দাবি করেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং সিরাজের বিধায়ক জয়রাম ঠাকুর। তিনি বলেছেন যে এটি শুধু লোকসভা নয়, হিমাচলের একটি নতুন সরকার নির্বাচনেরও সুযোগ।

জীবনের নতুন ইনিংস শুরু করছি, অমিত শাহের সঙ্গে সাক্ষাতের পর মন্তব্য নভনীত রানার

নয়াদিল্লি, ২৯ মার্চ (হি.স.): দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন অমরাবতী সংসদীয় কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী নভনীত রানা। শুক্রবার দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন নভনীত, সঙ্গে ছিলেন বিজেপি প্রার্থী স্বামী রবি রানাও।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বেশ কিছু সময় কথা হয় তাঁদের।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষ নভনীত রানা বলেছেন, 'আমি জীবনের একটি নতুন ইনিংস শুরু করছি এবং আমি তাঁর (অমিত শাহ) আশীর্বাদ পেতে এখানে এসেছি। আমি অমরাবতীর জনগণের তরফে তাঁকে জানিয়েছি, অমরাবতী অবশ্যই প্রধানমন্ত্রী মোদীর """আব কি বার ৪০০ পার""" স্বপ্নের অংশীদার হবে।'

দার্জিলিংয়ের বিজেপি প্রার্থী রাজু বিস্তা ছুটলেন দিল্লিতে

দার্জিলিং, ২৯ মার্চ (হি.স.) : শিয়রে লোকসভা নির্বাচন। দার্জিলিং কার দখলে থাকবে? তা নিয়ে জল্পনা শুরু। এরই মধ্যেই বিজেপি প্রার্থী রাজু বিস্তা ছুটলেন দিল্লিতে। শুক্রবার সকালে তড়িঘড়ি তিনি দিল্লি যান।

শুক্রবার দিল্লি যাওয়ার আগে রাজু বিস্ত বলেন, 'বিমল গুরুং ও গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা কী করবে তাঁদের ব্যাপার। তবে আমি আজ হয়েছি তা বিমল গুরুংয়ের জন্য। আমি রাজনীতিতে আছি তাঁর জন্য।' স্বাভাবিক ভাবেই, এবারের নির্বাচনেও বিমল গুরুংয়ের সহযোগিতার হাত রাজু বিস্তার কাঁধেই থাকবে, এমনটাই আশা করছেন তিনি।

ভোটের মুখে আচমকাই হাওয়া বদল পাহাড়ে। বিজেপির সঙ্গে দূরত্ব বাড়িয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন হামরো পার্টির প্রধান অজয় এডওয়ার্ড। নির্দল হিসেবে দাঁড়ানোর হুমকি দিয়ে রেখেছেন কার্শিয়াংয়ের বিজেপি বিধায়ক বিষ্ণুপ্রসাদ শর্মা। বিমল গুরুংরাও তাঁদের অবস্থান স্পষ্ট করেননি। দার্জিলিঙে এবার বিজেপির সহযোদ্ধার সংখ্যা কমছে? জল্পনা তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। পাহাড়ে রাজনীতির চিত্রটা অনেকটাই বদলে যায় অজয় এডওয়ার্ড ইন্ডিয়া জোটে অংশগ্রহণ করার পর। সেক্ষেত্রে, কংগ্রেস তাঁকে প্রার্থী না করলেও নির্দল হিসেবে লড়তে পারেন হামরো পার্টি অজয় এডওয়ার্ড। কংগ্রেসের তরফেও প্রার্থী দাঁড় করানো হচ্ছে। স্বভাবতই, বিজেপির সহযোগী দলগুলির জোট অনেকটাই আলগা হয়ে গিয়েছে বলে মনে করছেন অনেকেই।

বীরভূমে বাড়ি থেকে উদ্ধার মা ও ছেলের দেহ, খুন বলে অনুমান পুলিশের

বীরভূম, ২৯ মার্চ (হি.স.): বীরভূম জেলার মল্লারপুরের কানাচি গ্রামে একটি বাড়ি থেকে উদ্ধার হল মা ও শিশুর মৃতদেহ। দু'জনেরই মাথায় আঘাত রয়েছে। পুলিশের অনুমান মা ও ছেলেকে খুন করা হয়েছে। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, বছর ২৫-এর ওই গৃহবধূর নাম সুমি হাঁসদা এবং তার পাঁচ বছরের পুত্র সন্তানের নাম দীপু হাঁসদা। এই ঘটনায় এলাকা জুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

শুক্রবার সকালে মল্লারপুরের আদিবাসী পাড়ায় একটি বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় পাঁচ বছরের ছেলের রক্তাক্ত দেহ। মেঝেয় পড়েছিল শিশুটির মা সুমি হাঁসদা (২৫)। রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজে মারা যান সুমি হাঁসদা।

পুলিশের অনুমান, ধারালো অস্ত্র দিয়ে মা ও সন্তানকে আঘাত করা হয়েছিল। শিশুটি ঘটনাস্থলেই মারা যায়। আর হাসপাতালে মারা যায় শিশুটির মা। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এই ঘটনায় কেউ এখনও গ্রেফতার হয়নি।

জানা গেছে, মল্লারপুরের আদিবাসী পাড়া কানাচি গ্রামে শাশুড়ি ও ৫ বছরের ছেলেকে নিয়ে থাকত সুমি হাঁসদা। স্বামী কর্মসূত্রে থাকেন মুম্বইয়ে। সুমি এলাকার প্রাক্তন সেনাকর্মী আবদুল গফফরের বাড়িতে কাজ করত। স্থানীয়দের মতে, বৃহস্পতিবার তাঁর শাশুড়ি অন্যত্র গিয়েছিলেন। রাতে বাড়িতে ছেলেকে নিয়ে একাই ছিল সুমি। শুক্রবার সকালে গোটা ঘটনা প্রকাশ্যে আসে।

শিলিগুড়িতে স্কুলছাত্রীকে শ্লীলতাহানির ঘটনায় আটক এক

শিলিগুড়ি, ২৯ মার্চ (হি. স.) : স্কুলছাত্রীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে এক অভিযুক্তকে আটক করেছে শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। ধৃতের নাম মোহাম্মদ ইব্রাহিম।

পুলিশ সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছিলেন এক ছাত্রী। এরপর সন্তোষী নগর এলাকায় ছাত্রীর শ্লীলতাহানির চেষ্টা করে স্কুটার আরোহী এক যুবক। ছাত্রীটি ভয় পেয়ে কান্নাকাটি শুরু করে। এরপর ওই যুবক পালিয়ে যায়। ঘটনার পর ছাত্রী পরিবারের কাছে পুরো ঘটনা খুলে বলে। এরপর রাতে ওই যুবকের বিরুদ্ধে শিলিগুড়ি থানার খালপাদা আউট পোস্টে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে পরিবার। অভিযোগ দায়েরের পর পুলিশ অভিযুক্তকে শনাক্ত করে ফকরিতলা এলাকা থেকে আটক করে। পুলিশ পরবর্তী ব্যবস্থা নিতে শুরু করেছে।

হাইলাকান্দিতে পেইড নিউজ ধরতে এক্সপেন্ডিচার অবজারভারের নির্দেশ

হাইলাকান্দি (অসম) ২৯ মার্চ (হি.স.) : লোকসভা নির্বাচন সংক্রান্ত প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে শুক্রবার হাইলাকান্দিতে আসেন করিমগঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রের এক্সপেন্ডিচার অবজারভার প্রদীপ কুমার বিশ্বাস। তিনি জেলা গ্রন্থাগার ভবনে থাকা জনসংযোগ কার্যালয়ে মিডিয়া সেল ও মিডিয়া সার্টিফিকেশন ও মিডিয়া মনিটরিং সেলে এসে কাজকর্ম বিস্তৃত খতিয়ে দেখেন। সঙ্গে ছিলেন জেলা পরিষদের মুখ্য কার্যবাহি আধিকারিক তথা এমসিএমসি সেলের সদস্য রণজিৎ কুমার লস্কর, করিমগঞ্জের অতিরিক্ত আয়ুক্ত উদয় শংকর দত্ত.।

হাইলাকান্দির জেলা তথ্য ও জনসংযোগ আধিকারিক সাজ্জাদুল হক চৌধুরী অবজারভারকে মিডিয়া সার্টিফিকেশন ও মিডিয়া মনিটরিংয়ের কাজকর্ম নিয়ে বিস্তৃত জানান। তিনি জানান প্রতিদিন নিয়ম করে সংবাদপত্র, ইলেকট্রনিক মিডিয়া ও সামাজিক মাধ্যমের কাজকর্ম মনিটর করা হচ্ছে এবং রিপোর্ট পাঠানো হচ্ছে। অবজারভার বিশ্বাস এম সি এমসি এর সদস্য তথা সাংবাদিক শতানন্দ ভট্টাচার্য্য এর সঙ্গেও মিডিয়া মনিটরিং বিশেষ করে পেইড নিউজ নিয়ে আলোচনা করেন। রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য মিশনের জেলা মিডিয়া এক্সপার্ট মনিকা দাসকেও এব্যাপারে সচেষ্ট থাকতে অবজারভার নির্দেশ দেন।

মিডিয়া সেল ও এম সি এম সি এর কাজকর্ম খতিয়ে দেখে অবজারভার বিশ্বাস সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং নির্বাচনী বিধি নিষেধ বলবৎ থাকা পর্যন্ত মিডিয়া মনিটরিং খুব জরুরী বলে তিনি বলেন। এছাড়াও কোনো নির্বাচনী প্রার্থী বা দলের বিজ্ঞাপন ভালো করে খতিয়ে দেখে সার্টিফিকেট দিতে বলেন। এতে অবজারভারকে জানানো হয় যে, গত ১৭ মার্চ প্রশাসনের আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে পেইড নিউজ এবং ফেক নিউজ সম্পর্কে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে সাংবাদিকদেরকে।

সিরিয়ায় ইজরায়েলের বিমান হানায় মৃত ৩৬, আহত বহু

সিরিয়া, ২৯ মার্চ (হি. স.) : ইজরায়েলের বিমান হানায় সিরিয়ায় মৃত অন্তত ৩৬ জন সিরিয়ার সেনা। শুক্রবার সিরিয়ান অবজারভেটরি ফর হিউম্যান রাইটস এর তরফে জানা গেছে, আলেপ্পো প্রদেশে লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লার অধীনে থাকা একটি রকেট ডিপোর কাছে এই হামলা চালানো হয়। এই বিমান হামলায় আহতের সংখ্যাও বহু। ফলে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।

উল্লেখ্য, এর আগে সিরিয়ায় একটি বিমান হামলায় ১৩ জন মারা গিয়েছিলেন। মৃতদের মধ্যে ইরানপন্থী অন্তত ৯ জন সহ এক জন কমান্ডার ছিলেন। প্রসঙ্গত, গত কয়েক বছর ধরেই সিরিয়ায় হামলা চালাচ্ছে ইজরায়েল। কিন্তু এই হামলার দায় কখনই তারা স্বীকার করে না বলে দাবি।

কেজরিওয়ালের গ্রেফতারি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ রাষ্ট্রসঙ্ঘের

নয়াদিল্লি, ২৯ মার্চ (হি. স.): জার্মানি, আমেরিকার পর এবার দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের গ্রেফতারি নিয়ে সরব হলো রাষ্ট্রসঙ্ঘ। পাশাপাশি কংগ্রেসের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বাজেয়াপ্ত করা নিয়েও নিজেদের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে রাষ্ট্রসঙ্ঘ। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "রাজনৈতিক এবং নাগরিক অধিকার" যেন ক্ষুন্ন না হয়। দিল্লিকে সতর্ক করে উদ্ভুত এই পরিস্থিতিকে 'রাজনৈতিক অস্থিরতা' বলেও দাবি করেছে রাষ্ট্রসঙ্ঘ।

রাষ্ট্রপুঞ্জের মহাসচিব অ্যান্তনিও গুতেরেসের মুখপাত্র স্টিফান দুজারিককে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের আগে ভারতে রাজনৈতিক অস্থিরতা নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। তারই জবাবে তিনি মন্তব্য করেন, আমরা আশা করি ভারত সহ যে দেশগুলিতেই নির্বাচন হয় সেখানে রাজনৈতিক এবং নাগরিক অধিকার সুরক্ষিত থাকবে, যাতে মুক্ত এবং ভয়হীন পরিবেশে প্রত্যেকে ভোট দিতে পারেন।

উল্লেখ্য, কেজরিওয়ালের গ্রেফতারি নিয়ে আন্তর্জাতিক মহল থেকে ক্রমেই চাপ বাড়ছে দিল্লির উপরে। এর আগে একই ধরনের মন্তব্য করেছিল জার্মানি ও আমেরিকা। এর প্রতিবাদে মার্কিন

কোন কেন্দ্রে টিকিট তৃণমূলের রচনার স্বামী প্রাক্তন সাংসদ বিজেপি-র সিদ্ধান্তকে

নয়াদিল্লি, ২৯ মার্চ (হি.স.) : হুগলি লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বামী প্রাক্তন সাংসদ সিদ্ধান্ত মহাপাত্র যোগ দিয়েছেন বিজেপিতে। ওড়িয়া সিনেমার জনপ্রিয় এই নায়ক বিজু জনতা দল (বিজেডি)-এর সদস্য ছিলেন। এবার বিজেপি তাঁকে কোন কেন্দ্রে প্রার্থী করে তা জানতে মুখিয়ে আছেন অনেকে।

২০০৯ সালে ওড়িশার ব্রহ্মপুর লোকসভা আসনে বিজেডির টিকিটে জয়লাভ করেছিলেন সিদ্ধান্ত। ২০১৪ সালেও ওই আসন থেকেই জিতেছিলেন তিনি। যদিও ২০১৯ সালে ওই আসনে আর প্রার্থী হননি সিদ্ধান্ত। বৃহস্পতিবার দিল্লিতে বিজেপির দফতরে গিয়ে দলে যোগ দেন ওড়িশার সিনেমার 'মুন্নাভাই'। বিজেডির টিকিটে সাংসদও হয়েছিলেন সিদ্ধান্ত মহাপাত্র। বিজেপি সূত্রে খবর, আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে তাঁকে প্রার্থী করার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। সিদ্ধান্ত ওড়িয়া ছবির সুপারস্টার। ২০০০ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত টানা রাজ্য সরকারের দেওয়া পুরস্কার পেয়েছেন তিনি। বাংলার পাশাপাশি ওড়িয়া ছবিতে অভিনয় করেছেন রচনাও। সে সময়ই সিদ্ধান্তের সঙ্গে রচনার পরিচয়। দু'জনে জুটি বেঁধে বহু ছবিতে অভিনয় করেছিলেন। সাফল্যও পেয়েছিল সে সব ছবি। ক্রমে সিনেমার পাশাপাশি বাস্তবেও জুটি বেঁধেছিলেন রচনা এবং সিদ্ধান্ত। গোপনে বিয়ে করেছিলেন তাঁরা। যদিও বিচ্ছেদ হয়ে যায় তাঁদের। সূত্রের খবর, সিদ্ধান্তের পরিবার রচনাকে মেনে নেয়নি বলেই বিচ্ছেদ।

করিমগঞ্জে অনুষ্ঠিত জেলা কৃষক মোর্চার কার্যনির্বাহী সভা

করিমগঞ্জ (অসম), ২৯ মার্চ (হি.স.) : করিমগঞ্জে জেলা কৃষক মোর্চার উদ্যোগে আজ অনুষ্ঠিত হয়েছে কার্যনির্বাহী সভা। জেলা বিজেপি কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় পৌরোহিত্য করেন কৃষক মোর্চার জেলা সভাপতি অমিতাভ দে।

সভার শুরুতে ভারত মাতা, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, দীনদয়াল উপাধ্যায়েল প্রতিকৃতির সামনে প্রদীপ প্রজ্বলন করেন জেলা কৃষক মোর্চার সভাপতি অমিতাভ দে, জেলা প্রভারি শামিল ভট্টাচার্য্য, করিমগঞ্জ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান দেবব্রত সাহা সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ। এরপর বন্দেমাতরম সংগীতের পর সভার কাজ শুরু হয়। সভায় আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থীকে বিপুল ভোটে জয়ী করতে জোর গতিতে দলের কাজ চালিয়ে যাওয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করে বিভিন্ন বক্তা বক্তব্য রাখেন। বক্তারা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক রূপায়িত কৃষকদের উন্নয়নমূলক প্রকল্প ইত্যাদির বিবরণঘরে ঘরে গিয়ে পৌঁছনোর জন্য দলীয় কর্মকর্তাদের কাছে আবেদন জানান। সভায় বক্তব্য রাখেন কৃষক মোর্চার রাজ্য কমিটির সদস্য রাজশেখর দত্ত, করিমগঞ্জ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান দেবব্রত সাহা,কৃষক মোর্চার জেলা সভাপতি অমিতাভ দে,জেলা বিজেপি সম্পাদক অমিত পাল, শ্যামল ভট্টাচার্য্য, জেলা কৃষক মোর্চার দুই সহ-সভাপতি শান্তনু শেখর দাস ও রাজশেখর দত্ত প্রমুখ।

কাজের সন্ধান

আগরতলায় অনলাইনে সি-টেট দিয়ে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার চাকরি

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। সিবিএসই অর্থাৎ সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন, আগরতলা সহ সারা দেশে প্রায় শতাধিক শহরে বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে 'সেন্ট্রাল - টিচার ইলিজিবিলিটি টেস্ট (সি টেট) - জুলাই, ২০২৪' শীর্ষক পরীক্ষা গ্রহণ করবে। আগামী ২ এপ্রিল, ২০২৪ পর্যন্ত ইন্টারনেট বা অনলাইন প্রক্রিয়ায় আবেদন দাখিল করা যাবে। সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের ওয়েবসাইটে লগ অন করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন দাখিল করতে হবে। কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়, নবোদয় বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকতার চাকরির জন্য এই সি-টেট্ পরীক্ষা নেওয়া হয়। 'সেন্ট্রাল - টিচার ইলিজিবিলিটি টেস্ট (সি-টেট) - জুলাই, ২০২৪' শীর্ষক পরীক্ষা ৭ জুলাইয়ে দুটি পর্যায়ে গ্রহণ করা হবে। প্রথম শিফটে সি - টেট্ পেপার-ওয়ান (প্রথম শ্রেণি থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত স্তরে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে বা নবোদয় স্কুলে শিক্ষকতার জন্য) সকাল সাড়ে ৯টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় শিফটে টি-টেট পেপার-টু (৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত স্তরে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে বা নবোদয় স্কুলে শিক্ষকতার জন্য শিক্ষকতার জন্য) বেলা ২টো থেকে বিকেল সাড়ে ৪টে পর্যন্ত।

দরখাস্ত করতে হবে কেবলমাত্র অনলাইনে। উপযুক্ত ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে দরখাস্ত করবেন। দরখাস্তের সময় ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং পদ্ধতিতে পরীক্ষার নির্ধারিত ফি জমা করতে হবে। প্রয়োজনে কম্পিউটার জেনারেটেড চালানের মাধ্যমেও নির্ধারিত পরীক্ষা ফি জমা করতে পারেন। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং চার্জ এবং অ্যাপ্লিকেশন খরচ অতিরিক্ত হিসেবে প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। অনলাইনে দরখাস্ত করার সময় সম্প্রতি তোলা পাসপোর্ট সাইজের ছবি এবং স্বাক্ষর স্ক্যান করে নির্দিষ্ট মাপ অনুযায়ী জেপিজি ফরম্যাটে আপলোড করে নেবেন। অবশ্যই আগে থেকে বৈধ ই-মেল আইডি এবং মোবাইল ফোন নম্বর প্রস্তুত রাখবেন দরখাস্তে উল্লেখ করার জন্য। একজন প্রার্থী ইচ্ছে করলে এবং উপযুক্ত হলে উভয় পত্রের পরীক্ষা দিতে পারেন। এর জন্য অবশ্যই আগে থেকে দরখাস্তে যেমন উল্লেখ করতে হবে, তেমনি অতিরিক্ত ফিও জমা দিতে হবে।

পরীক্ষা সংক্রান্ত মূল নোটিফিকেশন এবং অন্যান্য সকল তথ্য যেমন শিক্ষাগত যোগ্যতার সমস্ত মাপকাঠি, অনলাইনে দরখাস্ত করার যাবতীয় তথ্য ও নিয়মাবলী পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। প্রয়োজনে ই-মেল আইডি তৈরি করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, কম্পিউটার জেনারেটেড চালান বের করা ইত্যাদি যাবতীয় কৌশল ও গাইডলাইন এমনকি পরীক্ষার সিলেবাস, কোচিং, বিগত বছরে অন্যান্য রাজ্যে আয়োজিত টেট পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সহ আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। অনলাইনে আবেদন প্রক্রিয়া চলবে ২ এপ্রিল পর্যন্ত। পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ারও শেষ তারিখও ২ এপ্রিল, ২০২৪। এডমিড কার্ড ডাউনলোড করার সময়সীমা এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে। তবে পরীক্ষার ঠিক ২ দিন আগে এডমিড কার্ড ডাউনলোড করার সুযোগ থাকবে।

সি-টেট পরীক্ষায় বসার জন্য বয়সের কোনও উর্ধ্বসীমা নেই, তবে সি-টেট পরীক্ষার আবশ্যকীয় যোগ্যতা নিয়ে কিছু প্রার্থীদের মধ্যে জিজ্ঞাসা রয়েছে। অনেকেই এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করছেন। বিশেষ করে তাঁদের জ্ঞাতার্থেই এখানে সি-টেট্-এর আবশ্যকীয় যোগ্যতার বিস্তারিত তুলে ধরা হলো —

সি-টেট্-এর প্রথম ভাগ অর্থাৎ পেপার-ওয়ান (প্রথম শ্রেণি থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত স্তরে শিক্ষকতার জন্য) পরীক্ষার জন্য নিচে লেখা যোগ্যতাগুলির মধ্যে যে-কোনও একটি হলেই আবেদন করতে পারবেন এবং আপনার আবেদনপত্র গ্রাহ্য বলে বিবেচিত হবে।

যেমন ঃ-(১) উচ্চ মাধ্যমিকে অন্ততপক্ষে ৫০ শতাংশ নম্বর নিয়ে পাশ এবং সঙ্গে এলিমেন্টারি এডুকেশনের ওপর ২ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স সম্পূর্ণ করার সার্টিফিকেট থাকতে হবে।

(২) উচ্চ মাধ্যমিকে অন্ততপক্ষে ৪৫ শতাংশ নম্বর নিয়ে পাশ এবং সঙ্গে এন সি টি ই-র ২০০২ সালের নিয়ম অনুযায়ী এলিমেন্টারি এডুকেশনের ওপর ২ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স সম্পূর্ণ করার সার্টিফিকেট থাকতে হবে।

(৩) উচ্চ মাধ্যমিকে অন্ততপক্ষে ৫০ শতাংশ নম্বর নিয়ে পাশ এবং সঙ্গে এলিমেন্টারি এডুকেশনের ওপর ৪ বছরের ব্যাচেলার ডিগ্রি কোর্স (বিএলএড) সম্পূর্ণ করার সার্টিফিকেট থাকতে হবে।

(৪) উচ্চ মাধ্যমিকে অন্ততপক্ষে ৫০ শতাংশ নম্বর নিয়ে পাশ এবং সঙ্গে এডুকেশনের ওপর ২ বছরের (স্পেশ্যাল এডুকেশন) ডিপ্লোমা কোর্স সম্পূর্ণ করার সার্টিফিকেট থাকতে হবে।

(৫) যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট বা স্নাতক পাশ হতে হবে (নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই) এবং সঙ্গে এলিমেন্টারি এডুকেশনের ওপর ২ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স সম্পূর্ণ করার সার্টিফিকেট থাকতে হবে।

উল্লেখ্য নম্বর প্রাপ্তির ক্ষেত্রে এসসি / এসটি প্রার্থীদের জন্য ৫ শতাংশ নম্বর শিথিলযোগ্য।

সি-টেট্-এর দ্বিতীয় ভাগ অর্থাৎ সি-টেট পেপার - টু (৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত স্তরে শিক্ষকতার জন্য) পরীক্ষার জন্য নিচে লেখা যোগ্যতাগুলির মধ্যে যে-কোনও একটি হলেই আবেদন করতে পারবেন এবং আপনার আবেদনপত্র গ্রাহ্য বলে বিবেচিত হবে।

যেমন ঃ- (১) যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট বা স্নাতক পাশ হতে হবে (নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই) এবং সঙ্গে এলিমেন্টারি এডুকেশনের ওপর ২ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স সম্পূর্ণ করার সার্টিফিকেট থাকতে হবে।

(২) ৫০ শতাংশ নম্বর নিয়ে যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট বা স্নাতক পাশ হতে হবে, এবং সঙ্গে ১ বছরের বি. এড. কোর্স সম্পূর্ণ করার সার্টিফিকেট থাকতে হবে।

(৩) ৪৫ শতাংশ নম্বর নিয়ে যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট বা স্নাতক পাশ হতে হবে, এবং সঙ্গে এন সি টি ই-র নিয়ম অনুযায়ী ১ বছরের বি. এড. কোর্স সম্পূর্ণ করার সার্টিফিকেট থাকতে হবে।

(৪) উচ্চ মাধ্যমিকে অন্ততপক্ষে ৫০ শতাংশ নম্বর নিয়ে পাশ এবং সঙ্গে এলিমেন্টারি এডুকেশনের ওপর ৪ বছরের ব্যাচেলার ডিগ্রি (বি এল এড) কোর্স সম্পূর্ণ করার সার্টিফিকেট থাকতে হবে।

(৫) উচ্চ মাধ্যমিকে অন্ততপক্ষে ৫০ শতাংশ নম্বর নিয়ে পাশ এবং সঙ্গে ৪ বছরের বি.এ./বি.এসসি এড অথবা বি.এ.এড./ বি.এসসি. এড. কোর্স সম্পূর্ণ করার সার্টিফিকেট থাকতে হবে।

(৬) ৫০ শতাংশ নম্বর নিয়ে যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট বা স্নাতক পাশ হতেহবে, এবং সঙ্গে এক বছরের (স্পেশ্যাল এডুকেশন) বি. এড. কোর্স সম্পূর্ণ করার সার্টিফিকেট থাকতে হবে। উল্লেখ্য নম্বর প্রাপ্তির ক্ষেত্রে এসসি / এসটি / ওবিসি প্রার্থীদের জন্য ৫ শতাংশ নম্বর শিথিলযোগ্য।

উভয় ক্ষেত্রে বি.এড. বা এলিমেন্টারি এডুকেশনে ডিপ্লোমার ফাইন্যাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদনের যোগ্য। শর্ত হল — পরবর্তী সময়ে সার্টিফিকেট ভেরিফিকেশনের সময় উক্ত চূড়ান্ত পরীক্ষার পাশ সার্টিফিকেট দাখিল করতে হবে। অন্যথায় প্রার্থীপদ বাতিল করা হবে। এছাড়া, সময়ে সময়ে কি পরিবর্তন আনা হয়েছে, এবিষয়ে আরও বিস্তারিত জানার জন্য এঁদের ওয়েবসাইট দেখে নিতে পারেন।

ভারতীয় রেলে ৯,১৪৪ টেকনেশিয়ান পদ অনলাইনে দরখাস্ত ও কম্পিউটারে পরীক্ষা

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। ভারতীয় রেলে অর্থাৎ রেল মন্ত্রকের অধীনে টেকনেশিয়ান পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৯,১৪৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় পেতে পারেন), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৮ এপ্রিল, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা অক্টোবর/ নভেম্বরে, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, বিস্তারিত এঁদের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে হবে। বিস্তারিত খবর হলো — ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড সহ সারা দেশে টেকনেশিয়ান গ্রেড-১ সিগন্যাল এবং টেকনেশিয়ান গ্রেড-৩ এর বিভিন্ন ক্যাটেগরিতে ৯১৪৪ জন নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। মোটকথা, টেকনেশিয়ান পদে ৯,১৪৪ জন নিয়োগ হচ্ছে ইন্ডিয়ান রেলওয়েতে।

ভারতীয় রেলে বিশেষ করে টেকনেশিয়ান পদে চাকরি করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা উপযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকলে এবং ১-৭-২০২৪-এর হিসেবে নির্দিষ্ট বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। বিশেষ ক্ষেত্রে যাঁরা বরাবর ছাড় পেয়ে আসছেন, তাঁরা এক্ষেত্রেও যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে পদ সংরক্ষণ থাকবে দৃষ্টিহীন, কম দৃষ্টি-সংক্রান্ত ও চলতে-ফিরতে না পারা সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীরাও (পিডব্লুডি) যথারীতি আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতিভুক্ত, তফশিলি উপজাতিভুক্ত এবং ওবিসি'র জন্য যেমন সংরক্ষিত পদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত রয়েছে প্রচুর সংখ্যক পদ। এর মধ্যে আবার শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্যও সংরক্ষিত কিছু শূন্যপদ। যেমন মোট শূন্যপদ ৯,১৪৪টি'র মধ্যে এসসি'র জন্য ১২৭৫টি, এসটি'র জন্য ৭২২টি, ওবিসি'র জন্য ২১৮৩টি পদ সংরক্ষিত। এছাড়া, ইডব্লিওএস প্রার্থীদের জন্য ৯৬৮টি পদ সংরক্ষিত। এর পরও বাকি ৩৯৮৫টি পদ অসংরক্ষিত। অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। এর মধ্যে, শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য ৩০৩টি এবং এক্স-সার্ভিসম্যানদের জন্য ৯৩৩টি পদ সংরক্ষিত রয়েছে। শূন্যপদের আরও বিশদ বিভাজন বিশেষ করে আরআরবি অনুযায়ী শূন্যপদের কোটা দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েব সাইটের বিজ্ঞপ্তিতে। টেকনেশিয়ানদের মধ্যে আবার ট্রেডভিত্তিক বিভাজন রয়েছে। ট্রেডভিত্তিক যেমন সিগন্যাল, ব্ল্যাকস্মিথ, ব্রিজ, ডিজেল, ইলেকট্রিক্যাল, ওয়েল্ডার ইত্যাদি সব ক'টি ট্রেডভিত্তিক পদের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন বেতনক্রম, মেডিক্যাল স্ট্যান্ডার্ট, বয়সের সীমারেখা, যোগ্যতা জানার জন্য এঁদের ওয়েবসাইটে দেখে নিতে হবে।

প্রার্থীবাছাই হবে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকার বা পার্সোনাল ইন্টারভিউর মাধ্যমে। পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের নির্দিষ্ট স্থান-কাল ও সময় ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে এসএমএস এবং কললেটারের বুকলেটের মাধ্যমে। অক্টোবরে পরীক্ষা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে হবে ইন্টারভিউর ১ সপ্তাহ আগে, নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকে। আলাদা কোনএ চিঠি পাঠানো হবে না।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে ইন্ডিয়ান রেলওয়ের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ৮ এপ্রিলের মধ্যে। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন। নিজের পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটো স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ১৫-৪০ কেবির মধ্যে, সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। এছাড়া, স্ক্যান করে রাখতে হবে নিজের প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট ও ডকুমেন্টস। প্রয়োজন অনুযায়ী সেগুলোকে আপলোড করতে হবে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা। মোবাইল এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে, অনলাইন মুডে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার লক্ষ্যে এগুতে হবে। অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। এক্ষেত্রে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্টের পর ই-রিসিপ্ট কপিও যত্ন করে রাখবেন। সাক্ষাৎকারের দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড, প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি সাক্ষাৎকারের সম্ভাব্য প্রশ্নোত্তর সহ এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বরে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নং সেন্ট্রালাইজড এমপ্লয়মেন্ট নোটিশ বা সিইএন নং - ০২/ ২০২৪। বলা বাহুল্য, অনলাইনে দরখাস্ত করার পর অবশ্যই দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট ও ব্যাঙ্ক থেকে পাওয়া ক্যাশ রিসিপ্ট বা ই-রিসিপ্ট কপি নিজের কাছে যত্ন করে রেখে দেবেন, পরে কাজে লাগবে।

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **স্পেশালিস্ট অফিসার (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ১৪৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, পিজি পাশ,
বয়স ঃ ২১-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১ এপ্রিল,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ইঞ্জিনিয়ার, ট্রেনি (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ২৭৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, পিজি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ এপ্রিল,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **শিক্ষক, কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় (সি-টেট),**
শূন্যপদ ঃ ৫০০০টি (সম্ভাব্য),
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৫০ শতাংশ নম্বর নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক/ ডিগ্রি পাশ, সঙ্গে ডিএলএড/ বিএড পাশ,
বয়স ঃ বয়সের কোনও উর্ধ্বসীমা নেই,
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ এপ্রিল,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ৭ জুলাইয়ে, কেন্দ্র আগরতলা, আরও বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **প্রফেসর (কটন ইউনিভার্সিটি),**
শূন্যপদ ঃ ১৬৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, পিএইচডি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ এপ্রিল,
বাছাইকৃতদের ইন্টরভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে বিস্তারিত জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **প্রফেসর, রেসিডেন্ট (ইএসআইসি),**
শূন্যপদ ঃ ১০৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমবিবিএস, পিজি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ এপ্রিল,
বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **কনস্টেবল (বহিঃরাজ্য, পুলিশ প্রশাসন),**
শূন্যপদ ঃ ১১,৭৪৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ অন্ততপক্ষে মাধ্যমিক পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ এপ্রিল,
বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এয়ারম্যান, মেডিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট (এয়ার ফোর্স),**
শূন্যপদ ঃ ৫০০টি (সম্ভাব্য),
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা পাশ,
বয়স ঃ সাড়ে ১৭ থেকে ২১ বছর,
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ এপ্রিল,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার তারিখ ও কেন্দ্র সম্পর্কে এঁদের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (ডকইয়ার্ড)**
শূন্যপদ ঃ ৩০১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম শ্রেনি, মাধ্যমিক, আইটিআইপাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ এপ্রিল,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ব্যাঙ্ক অ্যাসিস্ট্যান্ট (বহিঃরাজ্য),**
শূন্যপদ ঃ ৯৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৬ এপ্রিল,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে বিস্তারিত জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **সাব-ইন্সপেক্টর (বহিঃরাজ্য),**
শূন্যপদ ঃ ১,১৩১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/বিকম/বিএসসি, বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই,
বয়স ঃ ২০-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ এপ্রিল,
বাছাইকৃতদেরপরীক্ষা কেন্দ্র কলকাতা সহ ২৬টি কেন্দ্রে, কল লেটারে বিস্তারিত জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **সায়েন্টিস্ট, এসোসিয়েট প্রফেসর (ইসরো),**
শূন্যপদ ঃ ৭১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, পিজি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ এপ্রিল,
বাছাইকৃতদেরপরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **সাব-ইন্সপেক্টর, কনস্টেবল (বিএসএফ),**
শূন্যপদ ঃ ৮২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, ডিপ্লোমা, আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৮ এপ্রিল,
ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র এঁদের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **টেকনেশিয়ান (রেল মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ৯১৪৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় পেতে পারেন),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৮ এপ্রিল,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা অক্টোবর/ নভেম্বরে, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, বিস্তারিত এঁদের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **অ্যাক্ট এপ্রেন্টিস (রেল কোচ ফ্যাক্টরি)**
শূন্যপদ ঃ ৫৫০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআইপাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৯ এপ্রিল,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস, টেকনেশিয়ান (ডিআরডিও)**
শূন্যপদ ঃ ১৫০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা, ডিগ্রিপাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৯ এপ্রিল,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

বহিঃরাজ্যে পুলিশে সাব-ইন্সপেক্টর পদ ত্রিপুরা থেকে অনলাইনে দরখাস্তের সুযোগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। বহিঃরাজ্যে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে পুলিশ প্রশাসনে সাব-ইন্সপেক্টর বা এস.আইপদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। মোটকথা, বহিঃরাজ্যে পুরুষ ও মহিলা সাব-ইন্সপেক্টর পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১,১৩১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি, বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ ২০-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ এপ্রিল, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা কেন্দ্র কলকাতা সহ ২৬টি কেন্দ্রে, কল লেটারে বিস্তারিত জানানো হবে। এককথায়, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশে সাব-ইন্সপেক্টর পদে ১,১৩১ জন তরুন-তরুনী নিয়োগ করবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। প্রার্থিবাছাই করবেন পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ রিক্রুটমেন্ট বোর্ড, লিখিত ও শারীরিক পরীক্ষার মাধ্যমে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন থানা, ফাঁড়িতে নিয়োগ করা হবে। ত্রিপুরার অধিকাংশ প্রার্থীদের মাতৃভাষা বাংলা, তাই তাঁরা বাড়তি সুবিধা পাবেন। প্রশ্নপত্রেও বাংলা মাধ্যমের সুবিধা থাকবে। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া অন্য রাজ্যের তফশিলি প্রভৃতি, সংখ্যালঘু প্রার্থীরা সাধারণ প্রার্থী হিসেবে গণ্য হবেন অর্থাৎ ত্রিপুরার এসসি/ এসটি/ ওবিসি/ জেনারেল যে-কোনও প্রার্থীরাই আবেদন করতে পারবেন। বয়স হতে হবে ০১-০১-২০২৪ তারিখের হিসেবে ২০ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। ত্রিপুরার এসসি/ এসটি/ ওবিসি প্রার্থীরা সাধারণতঃ যেমন বয়সের ছাড় পেয়ে থাকেন, এক্ষেত্রে তারা তা পাবেন না, আবেদন করতে হবে সাধারণ প্রার্থী হিসেবে।

মোট শূন্যপদের সংখ্যা ১,১৩১টি হলেও ক্যাটাগরি-ভেদে তার নির্দিষ্ট বিভাজন রয়েছে। আন-আর্মড ব্রাঞ্চ পুরুষ বিভাগে ৫৬৪টি পদ, আন-আর্মড ব্রাঞ্চ মহিলা বিভাগে ২৪৮টি পদ, আর্মড ব্রাঞ্চ পুরুষ বিভাগে ৩১৯টি পদ। বিভিন্ন ক্যাটাগরি অনুযায়ী শূন্যপদের বিবরণ ও বিন্যাস বোর্ডের ওয়েবসাইটে বিস্তারিত জানানো হয়েছে। যোগ্যতা - কনস্টেবল পদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রয়োজন অন্তত পক্ষে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ। এক্ষেত্রে অতিরিক্ত কোনও যোগ্যতার প্রয়োজন নেই, উচ্চশিক্ষিতরাও আবেদন করতে পারবেন। বাংলা ভাষায় পড়তে, লিখতে এবং কথা বলতে পাড়লে অগ্রাধিকার পাবেন, কেননা লিখিত পরীক্ষা যে হবে এতেও ইংরেজির পাশাপাশি প্রতিটি প্রশ্নের বাংলায় অনুবাদ করা থাকবে। শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষায়ও পাশ হতে হবে। বয়স হতে হবে ১-১-২০২৪ তারিখের হিসেবে এস.আই পদের ক্ষেত্রে ২০ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। পশ্চিমবঙ্গের তফশিলি প্রভৃতি প্রার্থীরা ৫ বছর, ওবিসি প্রার্থীরা ৩ বছর, শারীরিক প্রতিবন্ধীরা ৫ বছর ছাড় পেলেও অন্যান্য রাজ্যের বাসিন্দা হিসেবে এই ছাড় পাবেন না। অর্থাৎ ২০-৩০ বছর বয়সী ত্রিপুরার যে-কোনও (এসসি/ এসটি/ ওবিসি/ জেনারেল/ প্রতিবন্ধী) প্রার্থীরা আবেদন করতে পারেন। মূল মাইনে দেওয়া হবে সরকারি স্থায়ী বেতনক্রম পে ম্যাট্রিক্সের নির্দিষ্ট স্কেল অনুযায়ী।

প্রার্থিবাছাই হবে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। সাব-ইন্সপেক্টর পদের ক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায়ে লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হবে ২০০ নম্বরের, সময় দেড় ঘন্টা। প্রশ্নপত্র ইংরেজির পাশাপাশি বাংলায় অনুবাদ করা থাকবে। পরীক্ষার দিনক্ষণ ও স্থান স্থির হয়নি। নির্ধারিত সময়ে কল লেটারে সমস্ত কিছু জানানো হবে। এসএমএস-এ কল লেটারের কথা জানানো হলে তা ডাউনলোড করে নিলেই সমস্ত তথ্য জেনে নেওয়া যাবে। তবে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে কোনও পরীক্ষা কেন্দ্র থাকবে না। অর্থাৎ ত্রিপুরা সহ যে-কোনও রাজ্যের প্রার্থীদের পরীক্ষা দিতে হবে — কলকাতা নর্থ, কলকাতা সাউথ, সল্টলেক সহ বাঁকুড়া, বর্ধমান, বীরভূম, দার্জিলিং, হাওড়া, হুগলি, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, মালদা, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, পুরুলিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, দক্ষিণ দিনাজপুর, উত্তর দিনাজপুর ইত্যাদি নিজ নিজ পছন্দের কেন্দ্রে গিয়ে। আপনার পছন্দের কেন্দ্রের কথা অনলাইনে আবেদন করার সময় জানিয়ে দিতে হবে। প্রয়োজনে পরীক্ষাকেন্দ্র পরিবর্তনও হতে পারে। লিখিত পরীক্ষায় সফল প্রার্থীদের অন্যান্য শারীরিক পরীক্ষার জন্য ডাকা হবে।

দরখাস্ত পাঠানোর কৌশল ও নিয়মকানুন সহ এই বিজ্ঞপ্তির পুরো বিবরণ পাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

দরখাস্ত করবেন অনলাইন, তথ্যমিত্র কেন্দ্র মারফৎ অথবা অফলাইনে। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানোর সুবিধাই রয়েছে। ফি চালান (যেক্ষেত্রে প্রযোজ্য) অনুযায়ী নির্ধারিত ফি ও ব্যাঙ্কিং কমিশন দেবেন ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে। অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। অনলাইনে আবেদনের শেষ তারিখ ৭ এপ্রিল। প্রথমে ফটো ও সই একত্রে স্ক্যান করে নেবেন, নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী, এরপর নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে লগ অন করে ফটো ও সই আপলোড করে অনলাইন ফর্ম পূরণ করবেন। পূরণ করা দরখাস্ত সাবমিট করলে রেজিস্ট্রেশন নম্বর সহ একটি রসিদ পাবেন। এটির একটি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এগুলো কোথাও পাঠাতে হবে না, তবে নিজের কাছে রেখে দেবেন, পরীক্ষার সময় দেখানোর জন্য নিয়ে যেতে হবে।

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কীপরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।।
* কেন্দ্রীয় শক্তি মন্ত্রকের অধীনে **ট্রেনি অফিসার, ট্রেনি ইঞ্জিনিয়ার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৮০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, পিজি পাশ, গেইট স্কোরে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৬ মার্চ, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে বিস্তারিত জানানো হবে।
* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর,** চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।
* রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **স্পেশালিস্ট অফিসার**পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৪৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, পিজি পাশ, বয়স ঃ ২১-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১ এপ্রিল, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।
* কর্পোরেট সেক্টরে **ইঞ্জিনিয়ার, ট্রেনি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৭৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, পিজি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ এপ্রিল, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।
* সি-টেট পরীক্ষার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় সমূহে **শিক্ষক** পদে নিয়োগের জন্য যোগ্যতা নির্নায়ক পরীক্ষার দরখাস্ত অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫০০০টি (সম্ভাব্য), শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৫০ শতাংশ নম্বর নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক/ ডিগ্রি পাশ, সঙ্গে ডিএলএড/ বিএড পাশ, বয়স ঃ বয়সের কোনও উর্ধ্বসীমা নেই, অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ এপ্রিল, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ৭ জুলাইয়ে, কেন্দ্র আগরতলা, আরও বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।
* কটন ইউনিভার্সিটিতে **প্রফেসর** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৬৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, পিএইচডি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ এপ্রিল, বাছাইকৃতদের ইন্টরভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে বিস্তারিত জানানো হবে।
* ইএসআইসি-তে **প্রফেসর, রেসিডেন্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমবিবিএস, পিজি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ এপ্রিল, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।
* বহিঃরাজ্যে পুলিশ প্রশাসনে **কনস্টেবল** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১১,৭৪৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ অন্ততপক্ষে মাধ্যমিক পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ এপ্রিল, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।
* এয়ার ফোর্সে **এয়ারম্যান, মেডিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫০০টি (সম্ভাব্য), শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা পাশ, বয়স ঃ সাড়ে ১৭ থেকে ২১ বছর, অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ এপ্রিল, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার তারিখ ও কেন্দ্র সম্পর্কে এঁদের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে হবে।
* ডকইয়ার্ডে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩০১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম শ্রেনি, মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ এপ্রিল, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।
* বহিঃরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কে **ব্যাঙ্ক অ্যাসিস্ট্যান্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৯৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৬ এপ্রিল, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে বিস্তারিত জানানো হবে।
* বহিঃরাজ্যে পুলিশ প্রশাসনে **সাব-ইন্সপেক্টর**পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১,১৩১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি, বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ ২০-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ এপ্রিল, বাছাইকৃতদেরপরীক্ষা কেন্দ্র কলকাতা সহ ২৬টি কেন্দ্রে, কল লেটারে বিস্তারিত জানানো হবে।
* ইসরোতে **সায়েন্টিস্ট, এসোসিয়েট প্রফেসর**পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৭১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, পিজি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ এপ্রিল, বাছাইকৃতদের পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।
* বিএসফে-এ **সাব-ইন্সপেক্টর, কনস্টেবল** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৮২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, ডিপ্লোমা, আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৮ এপ্রিল, ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র এঁদের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে হবে।
* রেল মন্ত্রকের অধীনে **টেকনেশিয়ান** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৯১৪৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় পেতে পারেন), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৮ এপ্রিল, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা অক্টোবর/ নভেম্বরে, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, বিস্তারিত এঁদের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে হবে।
* রেল কোচ ফ্যাক্টরিতে **অ্যাক্ট এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫৫০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৯ এপ্রিল, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।
* ডিআরডিও-তে **এপ্রেন্টিস, টেকনেশিয়ান** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৫০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা, ডিগ্রিপাশ, বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৯ এপ্রিল, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

যাত্রীদের সামগ্রী চুরি করার অভিযোগে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর হাতে গ্রেপ্তার ০৪ ব্যক্তি

মালিগাঁও, ২৯ মার্চ, ২০২৪: উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) ২৩ থেকে ২৬ মার্চ, ২০২৪ পর্যন্ত জোনের মধ্যে নিয়মিত তল্লাশি এবং অভিযানের সময়কালে যাত্রীদের জিনিসপত্র চুরির অপরাধে জড়িত ০৪ জন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। বিভিন্ন স্টেশন এবং ট্রেনে এই তল্লাশি অভিযান চালানোর সময়, তারা ট্রেন ও গুয়াহাটি, নিউ বঙাইগাঁও, বারসোই, পাঞ্জিপাড়া ইত্যাদি রেলওয়ে স্টেশন থেকে প্রায় ১.০৩ লক্ষ টাকার চুরিকৃত মূল্যবান জিনিসপত্র সফলভাবে উদ্ধার করে।

পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উদ্ধারকৃত মূল্যবান জিনিসপত্র সহ ধৃত ব্যক্তিদের জিআরপি-এর ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

২৬ মার্চ, ২০২৪ তারিখের সাম্প্রতিক একটি ঘটনায় বারসোই-এর আরপিএফ এবং জিআরপি যৌথভাবে বারসোই রেলওয়ে স্টেশনে তল্লাশি চালায় এবং প্রায় ৩০ হাজার টাকা মূল্যের দুটি চুরির মোবাইল ফোনের সাথে একজন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। একই দিনে, গুয়াহাটির আরপিএফ দল গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশনে তল্লাশি চালিয়ে প্রায় ১০ হাজার টাকার একটি চুরির করা মোবাইল ফোন সহ একজন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে।

২৫ মার্চ, ২০২৪ তারিখে কিশানগঞ্জ-এর আরপিএফ টিম কাটিহারের সিডিপিএস টিমের সাথে যৌথভাবে পাঞ্জিপাড়া রেলওয়ে স্টেশনে একটি তল্লাশি অভিযান চালিয়ে একজন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে এবং প্রায় ৬০ হাজার টাকার মূল্যের একটি চুরি করা মোবাইল ফোন উদ্ধার করে।

২৩ মার্চ, ২০২৪ তারিখে, নিউ বঙাইগাঁও-এর আরপিএফ টিম রঙিয়ার সিডিপিএস টিমের সাথে যৌথভাবে নিউ বঙাইগাঁও রেলওয়ে স্টেশনে একটি তল্লাশি অভিযান চালায় এবং একজনকে গ্রেপ্তার করে ও প্রায় ৩ হাজার টাকা মূল্যের একটি চুরি করা মোবাইল ফোন উদ্ধার করে।

ফেব্রুয়ারি, ২০২৪-এ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আরপিএফ যাত্রীদের জিনিসপত্র চুরির সাথে জড়িত ৩৪ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উদ্ধারকৃত মূল্যবান জিনিসপত্র সহ ধৃত ব্যক্তিদের জিআরপি-এর ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী রেলযাত্রীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার কাজের পাশাপাশি রেল ব্যবহারকারীদের দিকনির্দেশ এবং সাহায্য প্রদানের জন্য সর্বদা প্রস্তুত। ট্রেনে যাত্রা করার সময় কোনও ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হলে রেল যাত্রীরা ১৩৯ (টোল-ফ্রি) নম্বরে কল করতে পারেন।

চাকরি হারিয়ে চুরিকে পেশা তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীর, পুলিশের জালে তরুণী

বেঙ্গালুরু, ২৯ মার্চ (হি. স.): চুরির দায়ে বেঙ্গালুরুতে এক ২৬ বছরের যুবতীকে গ্রেফতার করলো বেঙ্গালুরু পুলিশ। শুক্রবার পুলিশ সূত্রে একথা জানা গেছে। একসময় এক তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থায় চাকরি করতেন তিনি। কোভিড মহামারির সময় তাঁর চাকরি চলে গিয়েছিল। অনেক চেষ্টা করেও আর চাকরি পাননি তিনি। অগত্যা শুরু করেছিলেন চুরি করতে। তা থেকেই ধীরে ধীরে পরিণত হয়েছিলেন পাকা চোরে।

২৬ বছরের ওই যুবতীর নাম জ্যাসি আগরওয়াল। আদতে তিনি নয়ডার বাসিন্দা। চাকরি করতে এসেছিলেন বেঙ্গালুরুতে। কোভিড মহামারির সময় সেই চাকরিটি হারিয়েছিলেন তিনি। এরপর অনেক জায়গায় চাকরির চেষ্টা করেও পাননি নতুন চাকরি। আর তারপর তিনি যে বাড়িতে পেইং গেস্ট হিসেবে থাকতেন, সেই বাড়ি থেকে ল্যাপটপ এবং আরও বেশ কিছু গ্যাজেট চুরি করেছিলেন তিনি। বেঙ্গালুরু থেকে সেগুলি নিয়ে তিনি নয়ডায় গিয়ে কালোবাজারে বিক্রি করে দিয়েছিলেন। সহজেই হাতে এসেছিল বেশ কিছু টাকা। এরপর থেকে তিনি বেঙ্গালুরু শহরের বিভিন্ন জায়গায় পেইং গেস্ট হাউসে গিয়ে চুরি করা শুরু করেন। চাকরি না পেয়ে চুরিবিদ্যাকেই মহাবিদ্যা বানিয়ে নিয়েছিলেন বেশ কয়েক বছর ধরে। অবশেষে এতদিনে ধরা পড়লেন পুলিশের জালে।

সি-ভিজিল অ্যাপে ৭৯ হাজারেরও বেশি বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ; ৯৯ শতাংশ মামলার নিষ্পত্তি

নয়াদিল্লি, ২৯ মার্চ : ভারতের নির্বাচন কমিশনের সিভিজিল অ্যাপটি নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের জন্য জনগণের হাতের একটি কার্যকর হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। ২০২৪ সালের সাধারণ নির্বাচন ঘোষণার পর থেকে আজ পর্যন্ত এই অ্যাপের মাধ্যমে ৭৯ হাজারেরও বেশি অভিযোগ পাওয়া গেছে। ৯৯ শতাংশেরও বেশি অভিযোগের সমাধান করা হয়েছে এবং প্রায় ৮৯ শতাংশ অভিযোগ ১০০ মিনিটের মধ্যে সমাধান করা হয়েছে। গতি এবং স্বচ্ছতাই সিভিজিআইএল অ্যাপের মূল ভিত্তি।

৫৮,৫০০-র বেশি অভিযোগ (মোট অভিযোগের ৭৩ শতাংশ) বেআইনি হোর্ডিং ও ব্যানারের বিরুদ্ধে। অর্থ, উপহার ও মদ বিতরণ সংক্রান্ত ১৪০০-র বেশি অভিযোগ জমা পড়েছে। আগ্নেয়াস্ত্র প্রদর্শন ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের জন্য প্রাপ্ত ৫৩৫টি অভিযোগের মধ্যে ৫২৯টি অভিযোগ ইতোমধ্যে নিষ্পত্তি করা হয়েছে। অনুমোদিত সময়ের বাইরে স্পিকার ব্যবহারসহ নিষিদ্ধ সময়ের বাইরে প্রচারণা সম্পর্কিত ১০০০ অভিযোগ পাওয়া গেছে। সিভিজিল অ্যাপটি নির্বাচনী তদারকি এবং প্রচারে বিশৃঙ্খলা হ্রাস করার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতিকে চিহ্নিত করছে। এখানে উল্লেখ্য যে সাধারণ নির্বাচন ২০২৪ ঘোষণার সময়ে সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার শ্রী রাজীব কুমার নাগরিকদের সতর্ক থাকার এবং আদর্শ আচরণবিধি লঙ্ঘন এবং ভোটারদের যে কোনও ধরণের প্রলোভন বিতরণের বিষয়ে রিপোর্ট করার জন্য অ্যাপটি ব্যবহার করার আহ্বান জানিয়েছিলেন।

সিভিজিল অ্যাপটি ব্যবহারবান্ধব ও পরিচালনায় অত্যন্ত সহজ যার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে জেলা কন্টোল রুম, রিটার্নিং অফিসার ও ফ্লাইং স্কোয়াড টিম। এই অ্যাপ ব্যবহার করে নাগরিকরা রিটার্নিং অফিসারের অফিসে না গিয়েই কয়েক মিনিটের মধ্যে রাজনৈতিক অসদাচরণের ঘটনা তাৎক্ষণিকভাবে জানাতে পারবেন।

সিভিজিল অ্যাপে অভিযোগ পাঠানো মাত্রই অভিযোগকারী একটি ইউনিক আইডি পাবেন যার মাধ্যমে ওই ব্যক্তি নিজের মোবাইলে অভিযোগটি ট্র্যাক করতে পারবেন।

একই সাথে একটি ত্রয়ী ব্যবস্থা সিভিজিলকে সফল করে তুলেছে। ব্যবহারকারীরা সঠিক-সময়ে অডিও, ফটো বা ভিডিও ক্যাপচার করে এবং অভিযোগের সময়-সীমাবদ্ধ প্রতিক্রিয়ার জন্য একটি '১০০-মিনিট' এর কাউন্টডাউন নিশ্চিত করা হয়। ব্যবহারকারী সিভিজিলে তাদের ক্যামেরা চালু করার সাথে সাথে অ্যাপ্লিকেশনটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে জিও-ট্যাগিং বৈশিষ্ট্য সক্ষম হয়ে উঠে।

এর অর্থ হ''ল ফ্লাইং স্কোয়াডগুলি রিপোর্ট করা অভিযোগের সঠিক অবস্থান জানতে পারে এবং নাগরিক কর্তৃক তোলা চিত্রটি আইন আদালতে প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। নাগরিকরা বেনামেও অভিযোগগুলি জানাতে পারেন।

প্রযুক্তি ব্যবহার এবং ভোটার ও রাজনৈতিক দলগুলিকে সুবিধার্থে কমিশন দ্বারা নির্মিত অ্যাপগুলির মধ্যে অ্যাপটি অন্যতম।

এজেন্সির বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ তৃণমূল, স্মারকলিপি জমা দিল প্রতিনিধি দল

নয়াদিল্লি, ২৯ মার্চ (হি.স.): এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর অতি সক্রিয়তার অভিযোগ তুলে এবার নির্বাচনের কমিশনের দ্বারস্থ হল তৃণমূল কংগ্রেস। শুক্রবার দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের দফতরে যায় তৃণমূল কংগ্রেসের একটি প্রতিনিধি দল। এই প্রতিনিধি দলে ছিলেন শশী পাঁজা, ডেরেক ও''''ব্রায়েন, দোলা সেন, সাগরিকা ঘোষ প্রমুখ।

নির্বাচন কমিশনের দফতরের বাইরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী শশী পাঁজা বলেছেন, 'নির্বাচন কমিশনের কাছে একটি স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়েছে, এবং নির্বাচন কমিশন সোমবার আবার আমাদের সময় দেবে। আমরা তাঁদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করব এবং আমাদের উদ্বেগ প্রকাশ করব। নির্বাচনের ঠিক আগে যেভাবে ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনকে গ্রেফতার করা হয়েছে তাতে উদ্বিগ্ন তৃণমূল। এখন নির্বাচনী আচরণবিধি লাগু রয়েছে, নির্বাচন কমিশন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রেখেছে, তারপরেও দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আমরা নির্বাচন কমিশনের কাছে অনুরোধ করছি, ৩২৪ ধারার মাধ্যমে নিজেদের হাতে থাকা সমস্ত ক্ষমতা গ্রহণ করার জন্য।' শশী আরও বলেছেন, 'তাঁদের লক্ষ্য পশ্চিমবঙ্গ... তাঁরা মহুয়া মৈত্র পর্যন্ত পৌঁছেছে এবং তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীদের বিরক্ত করছে... পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমস্ত স্তরকে বিরক্ত করা হচ্ছে, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলি একটি বৈষম্যমূলক পন্থা ব্যবহার করছে।'

বিদেশি টুর্নামেন্টে খেলতে চলেছে কলকাতার ফুটবল ক্লাব

কলকাতা, ২৯ মার্চ (হি.স.) : ময়দানের তিন প্রধান- মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, মহামেডান স্পোর্টিং ছাড়াও বিদেশি টুর্নামেন্টে নামতে চলেছে কলকাতার ফুটবল ক্লাব সার্দান সমিতি। নেপালে শুরু হয়েছে বিরাট গোল্ড কাপ। সেই প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে কলকাতার সুপরিচিত ক্লাব সার্দান সমিতি। কলকাতা ফুটবল লিগে ভালো ফুটবল উপহার দেওয়া সার্দান সমিতি এবার দেশের প্রতিনিধিত্ব করবে নেপালের গোল্ড কাপে। চার্চ বয়েস ইউনাইটেড, মাচিন্দ্রা ক্লাব, এপিএফ ফুটবল ক্লাব, ত্রিভুবন আর্মি এফসি, নেপাল পুলিশ ক্লাব, এনআরটি ফুটবল ক্লাব, আরটিসি ফুটবল ক্লাব, সিকিম ড্রাগন্স, সাংগ্রিলা মোরাং এফএ-র মতো দলের সঙ্গে গোল্ড কাপ খেলবে সার্দান সমিতি। টুর্নামেন্ট ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে।

বিতর্কে ইন্ধন তথাগতর, বাঙালির বেহাল অবস্থা নিয়ে সমর্থন সঞ্জীব সান্যালকে

কলকাতা, ২৯ মার্চ (হি.স.): প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা সঞ্জীব সান্যালের দাবি, বর্তমানে কলকাতার দুর্দশার মূলে আছেন সাধারণ মানুষই। তাঁরাই সিগারেট ফুঁকে, মদ খেয়ে নিজেদের আঁতেল ভাবেন। কিন্তু কাজের ক্ষেত্রে আদতে বাঙালিরা দৈন্যে ডুবে।

একটি পডকাস্ট চ্যানেলে তিনি বলেছেন, "কোথাও বসে ধূমপান করা, মদের গ্লাসে চুমুক দেওয়াটা যদি আপনার আকাঙ্ক্ষা হয় এবং নিজে কোনও কিছু না করে বাকি দুনিয়ার বিষয়ে জ্ঞান দেওয়াই আপনার কাজ হয়, তাহলে কিছু করার নেই। যদি সেটাই সমাজের লক্ষ্যমাত্রা হয়, মৃণাল সেনের সিনেমা যদি আপনার সমাজের আকাঙ্ক্ষায় পরিণত হয়, তাহলে তখন সেটা নিয়ে অভিযোগ করবেন না।"

কলকাতায় সঞ্জীব সান্যালের বেড়ে ওঠা। পড়াশোনা করেছেন সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে। পরবর্তী সময়ে দিল্লিতে গিয়ে বাকি লেখাপড়া। লোকসভা নির্বাচন সামনেই। ঠিক এর আগে বাঙালি সমাজকে নিয়ে মোদীর এই বাঙালি উপদেষ্টার এহেন মন্তব্য প্রকাশ পেতেই বিতর্ক তৈরি হয়েছে বাঙালিদের একটা বড় অংশে।

শুক্রবার প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায় এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, "সঞ্জীব সান্যালের এই মৃণাল সেন মার্কা নাকউঁচু ধারণার নিন্দা করা ১০০ু সঠিক।

পশ্চিমবঙ্গের বেকার বাঙালী যুবকদেরা এরকমই। এটা অধুনা, অর্ধ শতাব্দীর বাম বা আধা-বাম (তৃণমূল) মতবাদের ফল। চাকরির উপযুক্তরা চলে গেছেন।"

এ ছাড়াও তথাগতবাবু অপর এক্স হ্যান্ডলে শান্তনু সোমের বিশ্লেষণকে 'অনবদ্য' চিহ্নিত করে লিখেছেন, "হোয়াটসঅ্যাপ থেকে পাওয়া। মমতা ব্যানার্জিকে আমার দুটো কারনে দুর্দান্ত লাগে। এক: বাঙালি বুদ্ধিজীবী যে কি বস্তু সেটা উনি একেবারে আচ্ছা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। বুদ্ধবাবুর জামানায় এরা বেশ কেতা ফেতা মেরে, 'আমরা একটু ওপরের দিকের লোক, কলচর আমাদের বুকপকেটে লেপ্টে থাকে, ও তোরা বুঝবি না', এরকম ভাব করে ঘুরে বেড়াত। মমতা এদের মঞ্চে তুলে 'ক্যা ক্যা ছি ছি' করিয়ে একেবারে বুঝিয়ে দিয়েছেন এগুলো পয়সায় কেনা দু টাকার ক্লাউন ছাড়া কিচ্ছু না।

দুই: বাঙালি নিজেকে বরাবরই একটু কলচর্ড, একটু হাটকে ভাবে। বাঙালি কথায় কথায় নোবেল প্রাইজের কথা তোলে, ব্যবসার কথা উঠলে 'ওই আগরওয়াল বা শেঠির পয়সা থাকতে পারে, আমাদের মতন কলচর কি ওদের আছে' - বলে ট্যারা চোখে তাকাতে জানে। মমতা এই বাক সর্বস্ব, অলস, কামচোর জাতটাকে পাঁচশ টাকার ভাতা দিয়ে, সৌরভকে স্পেনে নিয়ে গিয়ে 'ইস্পাত সিল্পো' খোলার গপ্প দিইয়ে, আর সেই গল্পকে কুড়ি টাকার চুল্লু দিয়ে গলাধঃকরণ করিয়ে, বিপ্লবী, পশ্চাৎপক্ক বাঙালির ফাঁকা কালেকটিভ এলীটগিরির বেলুনটিতে আচ্ছা করে পিন মেরে দিয়েছেন।

আমার কেন জানিনা মনে হয়, মমতা হয়ত কালীঘাটের বাড়িটিতে কোনসময় একা একা বসে এইসব ভেবে হয়ত খুব করে দুলে দুলে হাসেন! প্রত্যেক জাতেরই একটা আয়না দরকার হয়। মমতা এখন বাঙালির সেই আয়নাটি।"

প্রসঙ্গত, 'অবস্থা ফেরাতে' সঞ্জীববাবুর পরামর্শ, "প্রত্যাশাপূরণ না করতে পারলেও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলিকে ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনছেন মানুষ।" তার কারণ ব্যাখ্যা করে তিনি বলেছেন, "ঠিকমতো কাজ করতে না পারলেও কেন তাদের বারবার ফিরিয়ে আনছেন বাংলার মানুষ? আপনারা অন্য কাউকে বেছে নিয়ে পরীক্ষা করছেন না কেন? কেন একটি দলকেই বাববার ভোটে জেতাচ্ছেন?"

প্রকৃতপক্ষে 'নির্বাচনী জালিয়াতি' এবং 'শিল্পের পর্যায়ে বুথদখল' রয়েছে বলেই যুক্তি দিয়েছেন সঞ্জীববাবু।

প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্যের দাবি, বাঙালির এমন অবস্থার নেপথ্যে রয়েছে সঠিক লক্ষ্যমাত্রার দৈন্য। তিনি বলেন, "দিনের শেষে মানুষজন সেই নেতাকেই পান, যে নেতা পাওয়ার যোগ্য তাঁরা। আপনি যদি লালুপ্রসাদ যাদবকে নির্বাচিত করেন, তাহলে কোনও ফলের আশা করবেন না।"

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এই মন্তব্যের কড়া সমালোচনা করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ জহর সরকার এবং তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ।

যাত্রীর অসুস্থতা, ইন্দোরে ফিরে এল পাটনা থেকে আহমেদাবাদগামী ইন্ডিগো বিমান

নয়াদিল্লি, ২৯ মার্চ (হি.স.): যাত্রীর অসুস্থতার কারণে আহমেদাবাদ যাওয়ার পরিবর্তে মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে নামল ইন্ডিগোর একটি বিমান। যাত্রীর সুস্থতাকে প্রাধান্য দিয়ে ক্যাপ্টেন বিমানটি ইন্দোরে ঘুরিয়ে দেন। অবতরণের পর যাত্রীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয় এবং অন্য হাসপাতাল রেফার করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

ইন্ডিগো জানিয়েছে, শুক্রবার ইন্ডিগো বিমান ৬ই-১৭৮, পাটনা থেকে আহমেদাবাদের উদ্দেশ্যে উড়েছিল। কিন্তু, মেডিকেল ইমার্জেন্সির কারণে ইন্দোরে ঘুরিয়ে দেওয়া হয় বিমানটি। ক্রু সদস্যরা অসুস্থ যাত্রীকে সহায়তা করেন। তাঁর সুস্থতাকে প্রাধান্য দিয়ে ক্যাপ্টেন ফ্লাইটটি ইন্দোরের দিকে ঘুরিয়ে দেন। পৌঁছানোর পর যাত্রীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়।

দুর্গাপুরের অন্ডালে দম্পতির অস্বাভাবিক মৃতদেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য

দুর্গাপুর, ২৯ মার্চ (হি.স.) : দুর্গাপুরের অন্ডালে বন্ধ ঘরে দম্পতির অস্বাভাবিক মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। শুক্রবার ঘটনাটি ঘটেছে অন্ডালের শ্যামসুন্দরপুর কোলিয়ারী এলাকায়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃতদের নাম নিলকণ্ঠ বাউরী (৪৭), তার স্ত্রী লিলি বাউরি(৩৮)

জানা গিয়েছে, নিলকণ্ঠ বাউরী পেশায় চালক। শ্যামসুন্দরপুর কোলিয়ারীর ভুয়া পাড়ায় তাঁদের বাড়ি। তাঁদের এক ছেলে ও এক মেয়ে।

মেয়ের বিবাহ হয়েছে। ছেলে রোহিত বাউরি বাবা মায়ের সঙ্গে থাকলেও রাতে প্রায়শই পাশেই মামার বাড়িতে রাতে ঘুমাতে যায়। রোহিত বাউরি জানান,"আমি পাশেই মামার বাড়িতে রাতে ঘুমাতে গিয়েছিলাম। শুক্রবার সকালে এসে অনেক ডাকাডাকির পরেও দরজা খুলছে না দেখে আমি প্রতিবেশিদের ডাকি।

সবাই এসে দরজা খুলতেই দেখি বাবা ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে এবং মা খাটের মধ্যে পড়ে রয়েছে। বাসিন্দারাই খবর দেয় পুলিশে। খবর পেয়ে পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে অন্ডাল থানার পুলিশ।

দেবেন্দ্র ফড়নবিশের সঙ্গে সাক্ষাৎ শিবরাজ পাটিলের পুত্রবধূ অর্চনাব

মুম্বই, ২৯ মার্চ (হি.স.) : শিবরাজ পাটিলের পুত্রবধূ অর্চনার বিজেপিতে যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। শুক্রবার শিবরাজ পাটিলের পুত্রবধূ অর্চনা পাটিল চাকুরকার মহারাষ্ট্রের উপ মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। তাতেই তাঁর বিজেপিতে যোগদানের সম্ভাবনা প্রবল হয়েছে বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা। মুম্বইতে তিনি ফড়নবিশের সঙ্গে এদিন সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। সেই সঙ্গে ফুলের তোড়াও ফড়নবিশকে উপহার হিসেবে দেন।

খড়িবাড়িতে দুর্ঘটনার কবলে পাথরবোঝাই লরি

খড়িবাড়ি, ২৯ মার্চ (হি.স.) : শিলিগুড়ির খড়িবাড়ির ডুমুরিয়া এলাকায় সাতসকালে খড়িবাড়িতে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল পাথরবোঝাই একটি লরি। শুক্রবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পাথরবোঝাই লরিটি বাগডোগড়া থেকে খড়িবাড়ি হয়ে বিহার যাওয়ার পথে খড়িবাড়ি-ঘোষপুকুর রাজ্য

কেজরিওয়াল কো আশীর্বাদ, নতুন অভিযানের সূচনা করলেন সুনিতা

নয়াদিল্লি, ২৯ মার্চ (হি.স.): আবগারি দুর্নীতি মামলায় ধৃত দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়ালের স্ত্রী সুনিতা কেজরিওয়াল এবার হোয়াটসঅ্যাপ অভিযান "কেজরিওয়াল কো আশীর্বাদ"-এর সূচনা করেছেন। শুক্রবার দুপুরে এক ভিডিও বার্তায় দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের স্ত্রী সুনিতা কেজরিওয়াল জনসাধারণের জন্য একটি হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর চালু করেছেন। কেজরিওয়ালের স্ত্রী সুনিতা কেজরিওয়াল বলেছেন, '...আমরা আজ থেকে একটি অভিযান শুরু করছি - কেজরিওয়াল কো আশীর্বাদ। আপনারা এই নম্বরে কেজরিওয়ালকে নিজেদের আশীর্বাদ ও প্রার্থনা পাঠাতে পারেন।'

সোনমার্গে তুষারধস, শ্রীনগর-লেহ হাইওয়েতে থমকে গেল বহু গাড়ি

শ্রীনগর, ২৯ মার্চ (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের সোনমার্গে তুষারধস নামল পাহাড়ে, শুক্রবার শ্রীনগর-লেহ হাইওয়ের ওপর গান্ডেরবাল জেলার সোনমার্গে তুষারধস নামে। এরফলে আটকে পড়েছে বহু গাড়ি, দুশ্চিন্তার মধ্যে রয়েছেন বহু পর্যটকরাহাং এলাকার কাছে পাহাড় থেকে তুষার নেমে আসে, ফলে বেশ কিছু যানবাহন তুষারের নিচে চাপা পড়ে। পুলিশ, স্টেট ডিজাস্টার রেসপন্স ফোর্স (এসডিআরএফ), স্থানীয় বাসিন্দা এবং অন্যান্য সংস্থাগুলি তাৎক্ষণিক উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করে।

চেতলায় ছাতু প্রস্তুতকারী সংস্থার অফিসে আয়কর হানায় উদ্ধার পঁচাত্তর লক্ষ টাকা

কলকাতা, ২৯ মার্চ (হি.স.) : কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় আয়কর দফতরের হানায় উদ্ধার বিপুল পরিমাণ টাকা। এক ছাতু প্রস্তুতকারী সংস্থার মালিকের অফিস থেকে উদ্ধার প্রায় পঁচাত্তর লক্ষ টাকা।

গোয়েন্দা সূত্রে খবর, ছাতু প্রস্তুতকারী এক নামি সংস্থার অফিস রয়েছে চেতলায়। সেখানে গত ৪৮ ঘণ্টা ধরে আয়কর দফতর তল্লাশি চালায়। প্রায় ৭৫ লক্ষ টাকারও বেশি উদ্ধার হয়েছে। টাকা গোনা এখনও চলছে। গোয়েন্দাদের অনুমান সেই টাকার পরিমাণ আরও বাড়তে পারে।

জানতে পারা গিয়েছে, এত টাকা কোথা থেকে এল, টাকার উৎস কী তার কোনও উত্তর দিতে পারেনি সংস্থার মালিক। এমনকী কোনও নথিও জমা দিতে পারেনি। পাশাপাশি আগামী সপ্তাহে সংস্থার মালিককে আয়কর দফতরের অফিসে ডেকে পাঠানো হয়েছে। উদ্ধার হওয়া টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। একই সঙ্গে নির্মাণ সংস্থার অফিসেও তল্লাশি চালানো হয়েছে।

বিজেপি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ইডি-কে ব্যবহার করছে : অতিশী

নয়াদিল্লি, ২৯ মার্চ (হি.স.): আবগারি দুর্নীতি মামলায় ধৃত দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল বর্তমানে ইডি হেফাজতে রয়েছেন। এই গ্রেফতারি 'বেআইনি' বলে দাবি করছে আম আদমি পার্টি (আপ)। শুক্রবার দিল্লির মন্ত্রী তথা আপ নেত্রী অতিশী মারলেনা ইডির বিরুদ্ধে মারাত্মক অভিযোগ করলেন। তাঁর দাবি, কেজরিওয়ালের মোবাইল ফোন থেকে লোকসভা ভোটে আপের কৌশল সম্পর্কে বিশদে জানতে চাইছে ইডি।

বিহারে লোকসভায় আসন সমঝোতা বিরোধী জোটের

পাটনা, ২৯ মার্চ (হি. স.): লোকসভা ভোটের মুখে বিহারে বড় চমক আইএনডিআই জোটের। লোকসভা ভোটে আসন ভাগাভাগি নিয়ে অবশেষে সমঝোতায় পৌঁছালো বিহারের বিরোধী জোট। বিহার প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অখিলেশ প্রসাদ সিং বলেছেন, আসন ভাগাভাগি নিয়ে একটি আনুষ্ঠানিক সমঝোতায় পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে।

ইতিমধ্যে একটি তালিকা প্রকাশ্যে এসেছে, যা দেখে চমকে গিয়েছেন অনেকে। আরজেডি, কংগ্রেস ও বাম নেতারা যৌথ সাংবাদিক বৈঠক করে আসন ভাগাভাগির কথা ঘোষণা করেছে। জানা গিয়েছে, বিহারের পূর্ণিয়া ও হাজিপুর-সহ মোট ২৬টি আসনে প্রার্থী দেবে আরজেডি। অন্যদিকে কিষাণগঞ্জ, পাটনা সাহিব-সহ ৯টি আসনে কংগ্রেসের প্রার্থী লড়বে। এছাড়া বামেরা লড়বে ৫টি আসনে।

শুক্রবার আগরতলায় ফোয়ার্ড ব্লকের উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

এদিন নির্বাচনী প্রচারে অংশ গ্রহন করেছেন তিনি। এদিন শত শত যুবক এই বাইক রেলিতে অংশ গ্রহন করেছেন। বাইক রেলি শেষে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।জনসভায় রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডা: মানিক সাহা বলেন, বিজেপি সরকার যা বলে তাই করে দেখিয়েছে। রাজ্যের মানুষকে দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলি পূরণ করেছে এই সরকার। তিনি বিরোধীদের প্রসঙ্গ টেনে বলেন, শুধুমাত্র কথা নয়, কাজের মাধ্যমেই এই সরকার ক্ষমতায় থাকবে বলে আশা ব্যক্ত করেছেন তিনি।

আহত দুই

● প্রথম পাতার পর

এবং মনোরঞ্জন পালের পরিবার দীর্ঘ বছর ধরে পাশাপাশি বসবাস করছেন। কিন্তু বুধবার রাতে বাড়ির সীমানা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। দীর্ঘক্ষন দুই পক্ষের মধ্যে বাক বিতন্ডার পর সংঘর্ষ বাঁধে। আচমকাই উত্তেজিত হয়ে অভিযুক্ত অমৃত পাল ধারালো অস্ত্র দিয়ে শংকর পাল, তার স্ত্রী অনিমা পালকে আক্রমন করে বলে অভিযোগ। সঙ্গে সঙ্গে শংকর পাল এবং তার স্ত্রী অনিমা পাল গুরুতরভাবে আহত হন।

পরে তাদের প্রথমে কাঞ্চনপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় কিন্তু আঘাত গুরুতর হওয়ায় তড়িঘড়ি ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে তাদের রেফার করা হয়। জানা গেছে আহত শংকর পাল স্থানীয় বিজেপি নেতা এবং দশ নম্বর বুথের সভাপতি এবং তার স্ত্রী অনিমা পাল কাঞ্চনপুর মহিলা মোর্চার সাধারণ সম্পাদিকা।

ঘটনার খবর পেয়েই বিজেপির উত্তর জেলা কমিটির সদস্য অরুণ চন্দ্র নাথ ও কাঞ্চনপুর মন্ডলের সাধারণ সম্পাদক তাপসেন্দু নাথ আহতদের দেখতে যান। আহতদের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাদের উন্নত চিকিৎসার জন্য জেলা হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন।

উক্ত ঘটনায় মুল অভিযুক্ত অমৃত পাল নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে। যদিও এই সংঘর্ষের ঘটনায় অভিযুক্তরাও কাঞ্চনপুর থানায় দুটি মামলা দায়ের করেন। কাঞ্চনপুর থানার ওসি জানান ১৫ নং এবং ১৬ নং দুইটি মামলা দায়ের হয়েছে ৪৪৭/৩২৫/৩৫৪/৩৪ আই পি সি ধারায়। পুলিশ এই ঘটনায় যুক্ত অমৃত পাল নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে। কিন্তু তাকে বৃহস্পতিবার কাঞ্চনপুর ফৌজদারি আদালতে তোলা হলে বিচারক জামিন দিয়ে দেন। কিন্তু মহিলার উপর জঘন্যতম আক্রমন সংঘটিত করে যেখানে আক্রান্তরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সেখানে কি ভাবে অভিযুক্ত জামিন পেয়েছে তাতে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তক্রমে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে।

বিপ্লব দেব

● প্রথম পাতার পর

জনজাতিদের বোকা বানিয়ে রেখেছিল। কিন্তু প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এবং বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডাঃ মানিক সাহা জনজাতিদের উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

তাঁর কটাক্ষ, ত্রিপুরার ৪ বারের মুখ্যমন্ত্রী তথা পলিটব্যুরো সদস্য মানিক সরকার কমিউনিস্ট করে এসেছেন। যাঁরা সারা জীবন ধরে কাস্তি হাতুড়িতে ভোট দিয়েছেন, তাঁরা কিভাবে এখন হাত চিহ্নে ভোট দেবেন। তাদের এর চেয়ে দুর্দিন আর কি হতে পারে।

এদিন তিনি বলেন, আমার বিশ্বাস মানিক সরকার হাত চিহ্নে ভোট দিতে যাবেন না। যদি হাত চিহ্নে ভোট দিতে যান তাহলে ত্রিপুরাবাসীর কাছে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে তাঁকে। তাঁর কথায়, কংগ্রেসরা রাজনীতির স্বার্থসিদ্ধির জন্য এনএলএফটি বানিয়েছে আর কমিউনিস্টরা রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য এটিটিঅফ বানিয়েছে।

তাঁর দাবি, ত্রিপুরাতে কংগ্রেস ও সিপিমের কারণের বহু মানুষ খুন হয়েছে। জোট আমলে বহু সিপিমের কর্মী খুন হয়েছে তেমনি সিপিমের আমলে বহু কংগ্রেস কর্মী খুন হয়েছে। আজ ত্রিপুরায় সেই কংগ্রেসও সিপিএমের মিতালি হয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

দিল্লির মানুষ খুশি, যে ব্যক্তি তাঁদের মিথ্যা বলেছিল সে অবশেষে জেলে : মনোজ তিওয়ারি

নয়াদিল্লি, ২৯ মার্চ (হি.স.) : দিল্লির মানুষ খুশি, যে ব্যক্তি তাঁদের মিথ্যা বলেছিল সে অবশেষে জেলে, শুক্রবার এই মন্তব্য করেন বিজেপির সাংসদ মনোজ তিওয়ারি। শুক্রবার তিনি দিল্লিতে সাংবাদিকদের উদ্দেশে বলেন, 'কেজরিওয়াল মুখ্যমন্ত্রী পদে থাকাকালীন অবস্থায় দিল্লিতে বয়স্করা পেনশন পাচ্ছিলেন না, দরিদ্ররা রেশন কার্ড পাননি, সরকারি হাসপাতালে জাল ওষুধ বিক্রি হয়েছে। দিল্লিবাসীর মনে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। সেজন্য অরবিন্দ কেজরিওয়ালের গ্রেফতারের পর দিল্লিতে কত লোকই বা রাস্তায় নেমেছিলেন? তিনি আরও বলেন যে, দিল্লির মানুষ খুশি, যে ব্যক্তি তাঁদের মিথ্যা বলেছিল সে অবশেষে জেলে।

আমি নির্বাচনে দাঁড়ানোর সুযোগ পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত : বিজেডি প্রার্থী প্রদীপ মাঁঝি

ভুবনেশ্বর, ২৯ মার্চ (হি.স.) : আমি নির্বাচনে দাঁড়ানোর সুযোগ পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত এবং উত্তেজিত, এই মন্তব্য করেন বিজেডি প্রার্থী প্রদীপ মাঁঝি। তিনি ভুবনেশ্বরের বিজেডি নবরঙ্গপুরে লোকসভা প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা প্রসঙ্গে তিনি শুক্রবার সাংবাদিকদের উদ্দেশে বলেছেন, আমাকে এই সুযোগ দেওয়া হয়েছে, আমি তা নিয়ে অত্যন্ত উত্তেজিত এবং আনন্দিত। জনগণ আমার প্রতি যে বিশ্বাস দেখিয়েছে আমি তার মর্যাদা রাখবো। তিনি আরও বলেন, আজ, ওড়িশায়, নবীন পট্টনায়েক মানে রূপান্তর। তিনি প্রতিটি ক্ষেত্র, বর্ণ, ধর্ম এবং শ্রেণীর জন্য কাজ করেছেন। ওড়িশার রাস্তাগুলি ভারতের সেরা রাস্তা হয়ে উঠেছে; শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। বিজেডি আশাবাদী যে নির্বাচনে আমরা ভালো ফল করবোই।

চিতাবাঘের দেহ উদ্ধার

আলিপুরদুয়ার, ২৯ মার্চ (হি. স.) : আলিপুরদুয়ারের ডুয়ার্সের মাদারিহাটের জয়শ্রী চা বাগানে উদ্ধার হল চিতাবাঘের মৃতদেহ। শুক্রবার বন দফতরের মাদারিহাট রেঞ্জের বনকর্মীরা একটি মৃত চিতাবাঘের দেহ উদ্ধার করে। বন দফতর সূত্রে খবর, মাদারিহাট থানার জয়শ্রী চা বাগান থেকে একটি মৃত চিতাবাঘের দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। তবে চিতাবাঘটির মৃত্যু দুই তিনদিন আগে ঘটেছে বলে অনুমান বন দফতরের। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসার পর মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে বলে বনদফতর জানিয়েছে।প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগে শিলিগুড়িতে চা বাগানে একটি চিতাবাঘের দেহ উদ্ধার হয়। শিলিগুড়ির ১৮ নম্বর লাইনে একটি চিতাবাঘের দেহ উদ্ধার হয়েছিল। তার মাথায় আঘাতের চিহ্ন ছিল। চিতাবাঘটিকে পিটিয়ে মারা হয়েছিল। দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

বৃদ্ধা মা

● প্রথম পাতার পর

পরে সাংবাদিকরা বৃহস্পতিবার রাতে বিশ্রামগঞ্জ থানায় খবর নিয়ে জানতে পারে সমস্ত আইনি প্রক্রিয়ার শেষে মহিলাকে উদয়পুর বাগমা ফাঁড়ি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয়। তবে এদিন চরিলাম পরিমল চৌমুনী এলাকায় বৃদ্ধা মহিলার মুখ থেকে নিজের পুত্র এবং পুত্রবধূর অমানবিক নির্যাতনের কথা শুনতে পেরে স্থানীয়রা অভিযুক্ত পুত্র এবং পুত্রবধূর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছে।

বিজেপিতে

● প্রথম পাতার পর

বিরোধী শিবিরে ভাঙ্গন অব্যাহত রয়েছে। প্রতিদিনই বিরোধী শিবির ছেড়ে শাসক দলের পতাকা তলে সামিল হচ্ছেন মানুষজন। মোহনপুরের রাঙ্গামুড়ায় ১০২ জন ভোটার যোগ দিলেন বিজেপিতে। মন্ত্রী রতন লাল নাথ নবাগতদের বরণ করে নিলেন এই দিন।

আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজ্যের সমস্ত অংশে বিজেপি দলে যোগদান কর্মসূচি অব্যাহত রয়েছে। এরই মধ্যে সাম্প্রতিক কালে মোহনপুর বিধানসভা এলাকাতে বেশ কয়েকটি যোগদান সভা সংগঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার এই যোগদান সভাতে উপস্থিত থেকে মন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী মানুষের স্বার্থে যেভাবে কাজ করছেন তা স্বাধীন ভারতের ইতিহাসের কখনোই হয়নি।

পাশাপাশি গোটা রাজ্যে মানুষের কল্যাণে সরকার একের পর এক জনমুখী সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত করেছে। এই উন্নয়নের গতিকে জারি রাখতে আগামী লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি মনোনীত প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেবকে বিপুল ভোটে জয়ী করানোর আহ্বান করলেন মন্ত্রী রতন লাল নাথ।

প্রার্থী রাজেন্দ্র

● প্রথম পাতার পর

করে তা ধরা পড়ে গেছে। জাতি-উপজাতি সহ সকল অংশের জনগণের কাছে তাদের আসল চেহারা প্রকাশ্যে আসতে শুরু করেছে।

তার দাবি, তারা ভোট আসলেই জনগণের উন্নয়নের লুট করা অঢেল টাকা খরচ করবে, মিথ্যা প্রচার- প্রতিশ্রুতির সঙ্গে সন্ত্রাস করে ভোটারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জয়লাভ করার চেষ্টা করবে। কেন্দ্রে ইন্ডিয়া মঞ্চ ক্ষমতায় আসবে আর তার জন্য ত্রিপুরার দুটি আসনেই ইন্ডিয়ার প্রার্থী জয়ী হবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেছেন।

জামাতা

● প্রথম পাতার পর

তাকে আটক করে তেলিয়ামুড়া থানায় খবর পাঠিয়েছেন।

খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে সুখরঞ্জন কে তার সাথে থাকা আরেক ব্যক্তিকে আটক করে থানায় নিয়ে গিয়েছে।

আটক

● প্রথম পাতার পর

পর সমরেন্দ্রনগর ভারত বাংলা সীমান্তবর্তী কাঁটা তার পেরিয়ে তিন বাংলাদেশি অবৈধভাবে প্রবেশ করার সময়, সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জওয়ানরা তাদের ধরে ফেলে।

পাশাপাশি পাচারকার্যে যুক্ত এক ভারতীয় নাগরিককেও ধরে ফেলে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জওয়ানরা এরপর ৪৩ নং সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর জওয়ানরা আটক তিন বাংলাদেশি সহ পাচারকার্যে যুক্ত এক ভারতীয় নাগরিককেও রাজনগর পিআর বাড়ি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয়। তিন বাংলাদেশি অবৈধভাবে ভারতে অনুপ্রবেশের কারনে পুলিশ তাদেরকে গ্রেফতার করে বিনা পাসপোর্ট এক্টের মামলার ধারা নিয়ে আজ দুপুর দুইটায় বিলোনিয়া আদালতে সোপর্দ করে তিন বাংলাদেশি সহ পাচার বানিজ্য কাজে যুক্ত এক ভারতীয় যুবককে পুলিশ তিন দিনের রিমান্ডের আবেদন করে আদালতের কাছে। আদালত দুই দিনের পুলিশ রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন।

কেন্দ্রীয় অবজারভার

● প্রথম পাতার পর

যাবতীয় প্রস্তুতি শেষ পর্যায়ে রয়েছে। সবকিছু ঠিকঠাক ভাবেই হচ্ছে। নিরাপত্তাও যথেষ্ট আটোসাঁটো রয়েছে।

যাত্রীদের সামগ্রী চুরি করার অভিযোগে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর হাতে গ্রেপ্তার চার

গুয়াহাটি, ২৯ মার্চ (হি.স.) : উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) ২৩ থেকে ২৬ মার্চ পর্যন্ত জোনের মধ্যে নিয়মিত তল্লাশি এবং অভিযানের সময়কালে যাত্রীদের জিনিসপত্র চুরির অপরাধে জড়িত ০৪ জন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। বিভিন্ন স্টেশন এবং ট্রেনে এই তল্লাশি অভিযান চালানোর সময়, তারা ট্রেন ও গুয়াহাটি, নিউ বঙাইগাঁও, বারসোই, পাঞ্জিপাড়া ইত্যাদি রেলওয়ে স্টেশন থেকে প্রায় ১.০৩ লক্ষ টাকার চুরিকৃত মূল্যবান জিনিসপত্র সফলভাবে উদ্ধার করে। পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উদ্ধারকৃত মূল্যবান জিনিসপত্র সহ ধৃত ব্যক্তিদের জিআরপি-এর ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের হাতে তুলে দেওয়া হয়।২৬ মার্চ তারিখের সাম্প্রতিক একটি ঘটনায় বারসোই-এর আরপিএফ এবং জিআরপি যৌথভাবে বারসোই রেলওয়ে স্টেশনে তল্লাশি চালায় এবং প্রায় ৩০ হাজার টাকা মূল্যের দুটি চুরির মোবাইল ফোনের সাথে একজন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। একই দিনে, গুয়াহাটির আরপিএফ দল গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশনে তল্লাশি চালিয়ে প্রায় ১০ হাজার টাকার একটি চুরির করা মোবাইল ফোন সহ একজন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে।২৫ মার্চ তারিখে কিশানগঞ্জ-এর আরপিএফ টিম কাটিহারের সিডিপিএস টিমের সাথে যৌথভাবে পাঞ্জিপাড়া রেলওয়ে স্টেশনে একটি তল্লাশি অভিযান চালিয়ে একজন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে এবং প্রায় ৬০ হাজার টাকার মূল্যের একটি চুরি করা মোবাইল ফোন উদ্ধার করে।২৩ মার্চ তারিখে, নিউ বঙাইগাঁও-এর আরপিএফ টিম রঙিয়ার সিডিপিএস টিমের সাথে যৌথভাবে নিউ বঙাইগাঁও রেলওয়ে স্টেশনে একটি তল্লাশি অভিযান চালায় এবং একজনকে গ্রেপ্তার করে ও প্রায় ৩ হাজার টাকা মূল্যের একটি চুরি করা মোবাইল ফোন উদ্ধার করে।

ফেব্রুয়ারি, ২০২৪-এ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আরপিএফ যাত্রীদের জিনিসপত্র চুরির সাথে জড়িত ৩৪ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উদ্ধারকৃত মূল্যবান জিনিসপত্র সহ ধৃত ব্যক্তিদের জিআরপি-এর ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন : হাইলাকান্দিতে নির্বাচনী ব্যয় সংক্রান্ত পর্যবেক্ষকের সভা

হাইলাকান্দি (অসম), ২৯ মার্চ (হি.স.) : করিমগঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রের অধীন হাইলাকান্দি জেলার দুইটি বিধানসভা কেন্দ্রে অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ন ভাবে নির্বাচন নিশ্চিত করতে শুক্রবার হাইলাকান্দির ডিস্ট্রিক্ট কমিশনার, জেলা প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিক সহ নির্বাচনের বিভিন্ন সেলের অফিসার ইনচার্জদের সাথে বৈঠক করলেন ব্যয় সংক্রান্ত পর্যবেক্ষক প্রদীপ কুমার বিশ্বাস।

বৈঠকে ব্যয় সংক্রান্ত পর্যবেক্ষক প্রদীপ কুমার বিশ্বাস প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর শেডো রেজিস্ট্রার, নির্বাচনের স্টেটিক সার্ভিলেন্স টিম (অবিচ্ছিন্ন নজরদারি) ও স্থির নজরদারি দলকে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করার জন্য ক্যাশ টাকা ও অবৈধ মদ পাচারের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখার আহবান জানান। জেলার বিভিন্ন স্থানে কড়া নজরদারি চালাতে বলেন তিনি। তিনি নির্ধারিত নজরদারি দলগুলিকে অচল না থেকে বরং এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বার বার স্থান পরিবর্তন করে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। যাতে নগদ অর্থ চালান ও অবৈধ মদ পাচার প্রতিরোধ করা যায়।

পর্যবেক্ষক প্রদীপ কুমার এদিন বিভিন্ন বিভাগের আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়ে বলেন, নগদ অর্থ কিংবা মদ পাচারের ঘটনা সহ অবৈধ কার্যকলাপ ধরা পড়লে সাথে সাথেই যেন থানায় এফ আই আর করা হয় এবং বিষয়টি জেলা নির্বাচন আধিকারিক সহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয়। তাছাড়া অবৈধ অ্যালকোহল পাচার প্রতিরোধ করতে আবগারি বিভাগের কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেন। ব্যয় পর্যবেক্ষক এদিন সভায় উপস্থিত জেলা প্রশাসনের ফাইনান্স এন্ড একাউন্টস অফিসারের নেতৃত্বাধীন এক্সপেনডিচার সেলের কর্মকর্তাদেরকে নির্বাচন সম্পর্কিত ব্যয়ের সঠিক হিসাব দেখাশোনার পাশাপাশি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের ব্যয়ের শেডো রেজিস্টার বজায় রাখতে বিভিন্ন টিপস দেন। তিনি শেডো রেজিস্ট্রার বজায় রাখতে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রত্যেক প্রার্থীর নির্বাচনী ব্যাংক একাউন্ট সহ প্রচারাভিযানে ব্যাবহৃত গাড়ি ভাড়ার চার্জ ইলেক্ট্রনিক এবং প্রিন্ট মিডিয়ায় বিজ্ঞাপন ইত্যাদির খরচ জেলা নির্বাচন বিভাগের অনুমোদিত রেইট চার্ট অনুযায়ী শেডো রেজিস্ট্রারে তোলা সহ গুরুত্ব সহকারে অনুসরণ করার নির্দেশ দেন। বলেন, প্রতিটি ক্ষেত্রে রেইট চার্ট বজায় রাখতে হবে। বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে অবশ্যই (মিডিয়া সার্টিফিকেশন এন্ড মিডিয়া মনিটরিং) এম সিএম সি, মিডিয়া সেলের সার্টিফিকেট নিতে হবে। তাছাড়া এসএসটি ও এমএসটি টিমের অভিযানের সময় তাদের জন্য পানীয় জল সহ বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা বিবেচনা করতে জেলা প্রশাসনকে পরামর্শ দেন তিনি। এছাড়া নগদ অর্থ পরিবহনের সময় প্রপার ডকুমেন্টস খতিয়ে দেখতে এসএস টিমকে পরামর্শ দেন। তবে সাধারণ মানুষ যাতে কোন ধরনের হয়রানির সম্মুখীন না হয় সে বিষয়টিও গুরুত্ব সহকারে দেখতে বলেন তিনি।

এদিন ব্যয় সংক্রান্ত পর্যবেক্ষক প্রদীপ কুমার বিশ্বাস হাইলাকান্দি পৌঁছালে তাঁকে স্বাগত জানান ডিস্ট্রিক্ট কমিশনার নিসর্গ হিবরে গৌতম। হাইলাকান্দি পৌঁছেই পর্যবেক্ষক ডিস্ট্রিক্ট কমিশনারের কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে জেলা প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিক, নির্বাচনের বিভিন্ন সেলের অফিসার ইনচার্জদের সাথে এক বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকের শুরুতে হাইলাকান্দি জেলায় লোকসভা নির্বাচনের বিভিন্ন প্রস্তুতি সম্পর্কে তথ্য তুলে ধরেন ডিস্ট্রিক্ট কমিশনার নিসর্গ হিবরে গৌতম, সহ জেলা পরিষদের চিফ এগজিকিউটিভ অফিসার আর কে লস্কর, এডিশ্যনাল ডিস্ট্রিক্ট কমিশনার এল খাংতে।এদিনের বৈঠকে অন্যদের মধ্যে এডিসি ত্রিদীব রায়, ফাইনান্স এন্ড একাউন্টস অফিসার ইনামুল হক, জেলা তথ্য ও জনসংযোগ আধিকারিক সাজ্জাদুল হক লস্কর, এডিসি অমিত পারবোসা, জেলার তিন সার্কল অফিসার যথাক্রমে কিলুনতুলি জেমি, ভাস্করজ্যোতি তালুকদার, মৃগাক্ষী দাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে জেলা পরিষদের চিফ এগজিকিউটিভ অফিসার আর কে লস্কর, জেলায় বিগত দিনে অবাধ সুষ্ঠু শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের ইতিহাস তুলে ধরে ব্যায়ের ক্ষেত্রেও স্বচ্ছতার বিষয়টিও উপস্থাপন করেন। তিনি পর্যবেক্ষক প্রদীপ কুমার বিশ্বাসকে জানান, হাইলাকান্দি জেলায় এস এস টি টিম প্রতিদিন স্থান পরিবর্তন করে কাজ করে যাচ্ছে। রুট বদল করা হয়। এসএসটিটিম যেহেতু ২৪ শ্র৭ পর্যায়ক্রমে কাজ করছে, তাই সরকারি ভবনের আশ পাশেই তাদেরকে বসানো হয়। স্থানীয় থানা, সার্কল অফিসারদের সাথে আলোচনা করেই এসএসটিটিম ও ফ্লাইং স্কোয়াডদের জায়গা নির্ধারণ করা হয়।

"কাউকে হেনস্তা করার উদ্দেশ্য তাঁর ছিল না", কমিশনকে জবাব দিলীপের

কলকাতা, ২৯ মার্চ (হি.স.) : নির্বাচন কমিশনের শোকজের জবাব দিলেন দিলীপ ঘোষ। তাঁর দাবি, সেদিন তিনি যা বলেছিলেন তার অপব্যাখ্যা করা হচ্ছে। গোটা বক্তব্য না দেখিয়ে, কেবল একটি অংশ তুলে এনে বিভ্রান্তি ছড়ানো হয়েছে। কাউকে হেনস্তা করার উদ্দেশ্য তাঁর ছিল না।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কুরুচিকর মন্তব্য করার অভিযোগের ঘটনায় নির্বাচন কমিশনের শোকজের জবাব দিলেন দিলীপ ঘোষ। শুক্রবার নির্বাচন কমিশনকে দেওয়া তাঁর জবাবে দিলীপবাবু দাবি করেছেন, কাউকে ব্যক্তিগত হেনস্থা করার উদ্দেশ্যে তিনি ওই মন্তব্য করেননি।

বর্ধমান-দুর্গাপুরের বিজেপি প্রার্থীর জবাব নির্বাচন কমিশনের কলকাতা অফিস থেকে দিল্লির সদর কার্যালয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। দিলীপের জবাবে নির্বাচন কমিশন সন্তুষ্ট হয় না কি তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হবে, তা দিল্লির মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের অফিস থেকেই ঠিক করা হবে।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে কুমন্তব্য করার জন্য নির্বাচন কমিশন নোটিস দিয়েছিল দিলীপ ঘোষকে। বর্ধমান-দুর্গাপুর আসনের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ বলেছিলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গোয়ায় গিয়ে বলছেন, আমি তোমাদের মেয়ে। আবার ত্রিপুরায় গিয়েও বলছেন আমি তোমাদের মেয়ে। আগে নিজের বাপ তো ঠিক করুন।ঘটনা হল, দিলীপ ঘোষ কমিশনের শোকজের জবাব দিলেও বাইরে এখনও দাবি করার চেষ্টা করছেন তিনি কোনও ভুল কাজ করেননি। তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধি দল তাঁর বিরুদ্ধে কমিশনের কাছে অভিযোগ জানানোয় তা নিয়েও কটাক্ষ করেছেন তিনি। এও বলছেন, "কী এমন বলেছি যে দশ জনকে নিয়ে কমিশনের কাছে যেতে হল"? সেই সঙ্গে তাঁর এও বক্তব্য, তাঁর তুলনায় অনেক বেশি কুমন্তব্য করছেন তৃণমূল নেতারা। অনেকের মতে, দিলীপ ঘোষ আসলে দেখাতে চাইছেন, কমিশন তাঁকে নোটিস পাঠালেও তিনি ভীত নন। তাঁর মেজাজ, অবস্থান আগের মতই থাকবে। আচরণে কোনও বদল হবে না।

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্তর্বর্তীকালীন প্রেসিডেন্ট শ্রীমৎ স্বামী গৌতমানন্দজি মহারাজ

কলকাতা, ২৯ মার্চ (হি.স.): শ্রীমৎ স্বামী স্মরণানন্দজির প্রয়াণের তিনদিনের মধ্যে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্তর্বর্তীকালীন প্রেসিডেন্টের নাম ঘোষণা করল প্রতিষ্ঠান। আপাতত প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব সামলাবেন শ্রীমৎ স্বামী গৌতমানন্দজি মহারাজ। তিনি এই মুহূর্তে মিশনের ট্রাস্টিদের মধ্যে বর্ষীয়ান এবং অন্যতম ভাইস প্রেসিডেন্ট। মিশনের নিয়ম অনুযায়ী, পরবর্তীতে গৌতমানন্দজি মহারাজের উপরই অর্পিত হতে চলেছে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সামগ্রিক দায়িত্ব।২৬ মার্চ, মঙ্গলবার রাতে স্বামী স্মরণানন্দজি মহারাজের প্রয়াণের খবর শুনেই তিনি চেন্নাই থেকে কলকাতায় চলে এসেছিলেন। আপাতত বেলুড় মঠে রয়েছেন। এখন নতুন দায়িত্ব পাওয়ায় আপাতত এখানেই থাকবেন গৌতমানন্দজি মহারাজ।আদতে তামিলনাড়ুর বাসিন্দা গৌতমানন্দজি মহারাজ। তাঁর বেড়ে ওঠা অবশ্য কর্ণাটকে। পরবর্তীতে দিল্লির রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দিয়ে শুরু সন্ন্যাস জীবন। স্বামী যতীশ্বরানন্দজি মহারাজের শিষ্য হিসেবে মিশনের জীবন শুরু। পরে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনে কাজ করেছেন। অরুণাচল প্রদেশ, বেলুড় বিদ্যামন্দির, মাদ্রাজ মঠে দীর্ঘ কর্মজীবন তাঁর।ভক্তদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় গৌতমানন্দজি মহারাজ। শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দের অধ্যাত্ম চেতনা অনুরাগীদের মধ্যে অনায়াসে ছড়িয়ে দেন মনোমুগ্ধকর ভাষণে। দীর্ঘকাল মিশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট পদ সামলেছেন। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বহু ভক্তের দীক্ষাগুরু গৌতমানন্দজি মহারাজ। বর্তমানে চেন্নাইয়ের রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের দায়িত্ব ন্যস্ত তাঁর উপর। বয়স প্রায় ৯০ ছুঁইছুঁই।

ভগবানগোলায় তৃণমূল প্রার্থী করল 'ভূমিপুত্র' রেয়াৎকে

কলকাতা, ২৯ মার্চ, (হি.স.): ভগবানগোলাতে রেয়াত হোসেন সরকারকে উপনির্বাচনের প্রার্থী করল তৃণমূল। এই কেন্দ্র জেতার জন্য 'ভূমিপুত্র' উপরেই ভরসা রাখল শাসক দল। শুক্রবার এই ঘোষণা করা হয় দলের তরফে মুর্শিদাবাদ জেলার এই বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক ছিলেন ইদ্রিস আলি। তাঁর মৃত্যুর পর এই কেন্দ্রের উপ নির্বাচন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। নির্বাচন কমিশন আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের সঙ্গেই এই কেন্দ্রে উপ নির্বাচন সংগঠিত করার দিনক্ষণ ঘোষণা করে।জেলা তৃণমূল সূত্রে খবর, বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকেই ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। বর্তমানে ভগবানগোলা-১ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি। ২০২৩ এর ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে জেলা পরিষদ আসনে জয়ী হন। বর্তমানে জেলা পরিষদের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ। রেয়াত হোসেন সরকারের পারিবারিক কৃষি জমি ও ব্যবসা রয়েছে।

প্রচারে বিশ্বকাপ নয় কমিশনে মান্যতা পেল অধীরের অভিযোগ

কলকাতা, ২৯ মার্চ (হি.স.) : বিশ্বকাপের ছবি ব্যবহার করে আর ভোটের প্রচার করা যাবে না, এ কথা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। শুক্রবার কমিশন সূত্রে এ খবর জানা গিয়েছে।লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে বিশ্বকাপের ছবি ব্যবহার করেন বহরমপুরে তৃণমূলের তারকা প্রার্থী ইউসুফ পাঠান। নির্বাচন কমিশনের কাছে তাঁর বিরুদ্ধে নালিশ জানিয়েছিল কংগ্রেস। এর পরই গর্জে উঠেছিলেন তৃণমূল প্রার্থীও। তাঁরও বক্তব্য ছিল, বিশ্বকাপের সঙ্গে তাঁর ছবি রয়েছে কারণ তিনি বিশ্বকাপ জিতেছেন। বলেছিলেন, তিনি পরিশ্রম করা এটা অর্জন করেছেন। সেই ঘটনায় কড়া পদক্ষেপ নিল কমিশন।অধীর-গড় বহরমপুরে এবার ঘাসফুল ফোটাতে তৃণমূল কংগ্রেস বাজি ধরেছে বিশ্বকাপজয়ী প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার ইউসুফ পাঠানের উপর। সম্প্রতি ইউসুফের নির্বাচনী প্রচারের একটি ফ্লেক্স ঘিরে তুমুল বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। সেখানে ২০১১ সালের বিশ্বকাপ জয়ের বিভিন্ন মুহূর্ত তুলে ধরা হয়েছিল। বিশ্বকাপ হাতে ইউসুফের ছবি, সচিন তেন্ডুলকরের সঙ্গে ইউসুফের ছবি-সহ আরও বিভিন্ন মুহূর্ত তুলে ধরা হয়েছিল।এই ফ্লেক্স ঘিরেই তীব্র আপত্তি জানিয়েছিল মুর্শিদাবাদ জেলা কংগ্রেস নেতৃত্ব। অভিযোগ জানানো হয়েছিল নির্বাচন কমিশনের দুয়ারে। বলা হয়েছিল, ব্যক্তিগত স্বার্থ পূরণের উদ্দেশে বিশ্বকাপের ছবি ব্যবহার করছেন ইউসুফ।সঙ্গে এও অভিযোগ করা হয়েছিল, ভারতরত্ন সচিন তেন্ডুলকরের ছবি ব্যবহার করে সাধারণ ভোটারদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। সেই অভিযোগ পেতেই সঙ্গে সঙ্গে পদক্ষেপও করেছিল কমিশন। জেলাশাসকের থেকে রিপোর্ট তলব করা হয়েছিল।আর কমিশনের থেকে জানিয়ে দেওয়া হল, কোনওভাবেই বিশ্বকাপের ওই ধরনের ছবি আর ব্যবহার করা যাবে না নির্বাচনী প্রচারে।

াঙ্গন

সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি টি-২০ ক্লাব লীগ টুর্নামেন্ট শুরু ২ এপ্রিল থেকে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ১৪ দলের খেলা। পোশাকি নাম ক্লাব লীগ টি টোয়েন্টি বলা যেতে পারে। তবে আসলে রাজ্য ক্রিকেট জগতে অন্যতম সংগঠক সমীরণ চক্রবর্তীর স্মৃতিতে এই টি-টোয়েন্টি ক্লাব লীগ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট এবার শুরু হচ্ছে ২ এপ্রিল থেকে। আয়োজক ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন। ইতোমধ্যে এই লীগ কাম নকআউট টুর্নামেন্টের সূচি ঘোষণা করা হয়েছে। প্রথমেই অংশগ্রহণকারী ১৪ টি ক্লাব দলকে দুটি গ্রুপে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে। গ্রুপে এ-তে যারা খেলবে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস, কসমোপলিটন, চলমান সংঘ, ওল্ড প্লে সেন্টার (ওপিসি), মৌচাক, সংহতি এবং শতদল সংঘ। গ্রুপ বি-তে যারা খেলবে স্ফুলিঙ্গ, জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব (জেসিসি), ব্লাড মাউথ, বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাব (বিসিসি), পোলস্টার, হার্ভে এবং ইউনাইটেড বিএসটি। টি-টোয়েন্টি খেলা। লীগ পর্যায়ের প্রতিযোগিতা শুরু হবে ২ এপ্রিল থেকে চলবে ১২ এপ্রিল পর্যন্ত। দুটি গ্রুপ থেকে চারটি করে আটটি দলের মধ্যে কোয়াটার ফাইনালের ম্যাচ হবে ১৫ এপ্রিল, নকআউট পদ্ধতিতে। অতঃপর সেমিফাইনাল এবং ফাইনাল ম্যাচ রাখা হয়েছে যথাক্রমে ১৭ ও ২১ এপ্রিল। যদিও কোয়ার্টার ফাইনাল, সেমিফাইনাল এবং ফাইনালের ক্ষেত্রে পরবর্তী দিনটিকে রাখা হয়েছে রিজার্ভ ডে হিসাবে। লীগ পর্যায়ের খেলায় কোনও দিন কমপক্ষে দুটি ম্যাচ এবং সর্বাধিক ছয়টি ম্যাচেরও সংস্থান রাখা হয়েছে। খেলা হবে তিনটি মাঠেই টিআইটি গ্রাউন্ড, পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ড এবং এমবিবি স্টেডিয়াম। প্রথম দিন ২রা এপ্রিল সকাল সাড়ে আটটায় কসমোপলিটন খেলবে মৌচাকের বিরুদ্ধে। একই সময়ে পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে সংহতি খেলবে চলমান সংঘের বিরুদ্ধে এবং এমবিবি স্টেডিয়ামে ইউনাইটেড বিএসটি খেলবে পোলস্টারের বিরুদ্ধে। বেলা একটায় টি আই টি গ্রাউন্ডে দ্বিতীয় ম্যাচে ব্লাড মাউথ খেলবে বিসিসি-র বিরুদ্ধে। একই সময়ে পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে স্ফুলিঙ্গ খেলবে জেসিসি-র বিরুদ্ধে।

তেজশ্বীর অলরাউন্ড পারফরম্যান্স রান রেটে রানার্স ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস

ইউ: ফ্রেন্ডস-৩৩৩/৫ শতদল সঙ্ঘ-৭১

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সুপার ডিভিশন ক্রিকেটে রানার্স আপ খেতাব দখল করলো ইউনাটেড ফ্রেন্ডস। রান রেটে ব্লাডমাউথ এবং স্ফুলিঙ্গ ক্লাবকে পেছনে ফেলে। ১০ ম্যাচ খেলে ৩ দলের পয়েন্ট ২৪। পরে রান রেটে ইউনাটেড ফ্রেন্ডস (১.১৩৩) পেছনে ফেলে দেয় ব্লাডমাউথ (০.৪৪৯) এবং স্ফুলিঙ্গ ক্লাবকে (-০.০৭৫)। এদিকে আসরে ৮ পয়েন্ট নিয়ে অবনমন হলো শতদল সঙ্ঘের। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত বিপুল মজুমদার স্মৃতি লুপার ডিভিশন লিগ ক্রিকেটে।

প্রসঙ্গত: আসরে ২৮ পয়েন্ট নিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ইউনাটেড ফ্রেন্ডস। শুক্রবার টি আই টি মাঠে শতদল সঙ্ঘকে কার্যত বিধ্বস্ত করে ইউনাটেড ফ্রেন্ডস। সব বিভাগেই শতদলকে বিধ্বস্ত করে এদিন বড় ব্যবধানে জয় ছিনিয়ে রানার্স হওয়া নিশ্চিত করে নেন রজত দে-রা। সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেম ইউনাটেড ফ্রেন্ডস নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে বিশাল ৩৩৩ রান করে। দলের পক্ষে তেজশ্বী জশোয়াল ৮৯ বল খেলে ১২ টি বাউন্ডারি ও ৪ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৯৬, দলনায়ক রজত দে ৬৩ বল খেলে ৮ টি বাউন্ডারি ও ৩ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৭০, অভিজিৎ সরকার ২৮ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারি ও ৪ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৩ (অপ:) এবং বিশাল ঘোষ ৭১ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪২ রান করেন।দল অতিরিক্ত খাতে পায় ৩২ রান। শতদল সঙ্ঘের দীপ্তনু চক্রবর্তী ৫৪ রানে ২ টি উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে তেজশ্বী জশোয়ালের আগুন ঝরানো বোলিংয়ের সামনে মাত্র ৭১ রানে গুটিয়ে যায় শতদল সঙ্ঘ। দলের হয়ে একা কিছুটা লড়াই করেন আনন্দ ভৌমিক। আনন্দ ৪৪ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪০ রান করেন। ইউনাটেড ফ্রেন্ডসের পক্ষে তেজশ্বী জশোয়াল ৯ রানে ৫ টি এবং প্রিন্স রাণা ৩৪ রানে ৪ টি উইকেট দখল করেন।

২য় ম্যাচেই জয়ে ফিরলো ভগিনী নিবেদিতা ব্যাটিং ব্যর্থতায় ভুগছে নিউ প্লে সেন্টার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দ্বিতীয় ম্যাচেই জয়ে ফিরেছে ভগিনী নিবেদিতা মহিলা সমিতি ক্রিকেট দল। তাও নয় উইকেটের বড় ব্যবধানে নিউ প্লে সেন্টারকে হারিয়ে। সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণ মূলক ৫০ ওভারের ক্রিকেট টুর্নামেন্টের লিগ পর্যায়ের খেলা। বুধবার টুর্নামেন্টের প্রথম দিনে ভগিনী নিবেদিতার দল নিজেদের প্রথম ম্যাচে এডি নগর প্লে সেন্টারের কাছে ৫ উইকেটে হেরে প্রাথমিক একটা ধাক্কা খেলেও দ্বিতীয় ম্যাচেই ঘুরে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছে ভগিনী নিবেদিতা মহিলা সমিতি ক্রিকেট দল। বামুটিয়ার তালতলা স্কুল মাঠে খেলা। সকালে ম্যাচ শুরুতে নিউ প্লে সেন্টার প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেলেও তা তেমন কাজে লাগাতে পারিনি। ৩০.৫ ওভার খেলে ৫৯ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিলে নিবেদিতা মহিলা সমিতি দল ২৯ বল খেলে এক উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। ভগিনী নিবেদিতা দলের সুপ্রিয়া দাসের ৩০ রান, পূজা দাসের ১৬ রান উল্লেখযোগ্য। বোলিংয়ে অস্মিতা দাস চার রানে পাঁচটি উইকেট তুলে নেয়। তাছাড়া, পূজা দাসও পেয়েছে দুই রানে তিনটি উইকেট। সুপ্রিয়া পেয়েছে একটি উইকেট। তবে ব্যাটে বলে দুর্দান্ত অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সৌজন্যে পূজা দাস পেয়েছে প্লেয়ার অফ দা ম্যাচের খেতাব।

নেপালে আন্তর্জাতিক মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্সে স্বর্নপদক প্রাপ্তির রেকর্ড ত্রিপুরা দলের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। শুধু সোনা আর সোনা। স্বর্ণপদকের জোয়ার। এযাবৎ কালের মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক স্বর্ণপদক প্রাপ্তির রেকর্ড গড়েছে ত্রিপুরা দল। নেপালে আয়োজিত ইন্ডো-নেপাল আন্তর্জাতিক মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে। ত্রিপুরা দলের অ্যাথলেটরা এই প্রতিযোগিতায় অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। ৭৩ টি স্বর্ণপদক সহ মোট ৮৬টি পদক জয়ের অন্যতম রেকর্ড করেছেন ত্রিপুরা দলের খেলোয়াররা। এর মধ্যে রৌপ্য পদক রয়েছে নয়টি। ভারতীয় কনটিনজেন্টে যে সকল খেলোয়াড়রা ছিলেন তাদের মধ্যে সাফল্যের বিচারে ত্রিপুরা দল আবার চ্যাম্পিয়ন শিরোপাও পেয়েছে। যে ক্ষেত্রে প্রথম রানার্স আপ হয়েছে পাঞ্জাব দল এবং হরিয়ানা পেয়েছে দ্বিতীয় রানার্স আপের স্বীকৃতি। উল্লেখ্য প্রথম দিনের প্রতিযোগিতায় ত্রিপুরার অ্যাথলেটরা ৩৪ টি স্বর্ণপদকসহ ৪৩ টি পদক পেয়েছিলেন। দ্বিতীয় দিনও পেয়েছে মোট আরো ৪৩ টি পদক। সব মিলে মোট ৮৬ টি পদকসহ চ্যাম্পিয়ন ট্রফি বিজয়ের সাফল্য নিয়ে রাজ্য দল এক প্রকার নেপাল জয় করে ফিরছেন। ত্রিপুরা মাস্টার্স অ্যাটলেটিক্স অ্যাসোসিয়েশন এর পক্ষ থেকে খেলোয়ারদের প্রতি অভিনন্দন জানাচ্ছে।

অনূর্ধ ১৩ রাজ্য ক্রিকেটে দুটি সেমিফাইনাল আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত অনুর্ধ ১৩ রাজ্য ভিত্তিক ক্রিকেট টুর্নামেন্টের দুটি সেমিফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে আগামীকাল শনিবার। এদিন নরসিংগড় পঞ্চায়েত মাঠে ডু অর ডাই ম্যাচে নামবে সদর বি ও বিশালগড়। যে দল পরাজিত হবে নিশ্চিতভাবে আসর থেকে বিদায় নেবে। জয়ী দল অংশ নেবে শিরোপা দখলের লড়াইয়ে। ঠিক একইভাবে এদিন নেপকো মাঠে মুখোমুখি হবে সদর এ ও উদয়পুর। টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালে মূলত ফাইনাল খেলার টার্গেট নিয়েই আগামীকাল ময়দানে নামবে চারটি দল। লক্ষ্য অবশ্যই একটা মূল পর্বে খেলার যোগ্যতা অর্জন করা। দুই ম্যাচে জয়ী দল আগামী পহেলা মে শিরোপা দখলের লক্ষ্যে ময়দানে নামবে।

জয় দিয়ে লীগ অভিযান শেষ করে তৃতীয় স্থান পেলো ব্লাডমাউথ ক্লাব

জে সি সি-২৩০/৯ ব্লাডমাউথ-২৩৩/৮

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দ্বিতীয় স্থান দখলের স্বপ্ন অধরা রইলো ব্লাডমাউথ ক্লাবের। রান রেটে পিছিয়ে তৃতীয় স্থান নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হলো সৌরভ দাসের দলকে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত বিপুল মজুমদার স্মৃতি সুপার ডিভিশন লিগ ক্রিকেটে। পুলিস ট্রেণিং আকাদেমি মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে দীপক ভাটনাগরের দল ব্লাডমাউথ ২ উইকেটে পরাজিত করে বিশ্বজিৎ পালের দল জে সি সি-কে। প্রথমে ব্যাট নিয়ে জে সি সি-র গড়া ২৩০ রানের জবাবে ব্লাডমাউথ ৮ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের নির্ভরযোগ্য অলরাউন্ডার মণিশঙ্কর মুড়াসিং এর সার্ভিস যদি আসরে দল পেতো তাহলে ফলাফল আরও ভালো হতো এমনই মনে করছেন ক্রিকেটপ্রেমীরা। প্রসঙ্গত: আই পি এলে রাজস্থান রয়েলসের শিবিরে রয়েছেন মণিশঙ্কর। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে জে সি ইস নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ২৩০ রান করে। দলের পক্ষে শুভম ঘোষ ১২১ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৭৯, রিমন সাহা ৭৫ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৫০, অভিনব ভাট ৬১ বল খেলে ৯ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৭ এবং পারভেজ সুলতান ৭ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৩ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৯ রান। ব্লাডমাউথের পক্ষে দলনায়ক সৌরভ দাস ৩৫ রানে ৩টি এবং সানি সিং ৩৬ রানে ২ টি উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে ৪৩.৪ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে রবি কার্তিকেয়া ৮০ বল খেলে ১২ টি বাউন্ডারি ও ৩ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৯৮, বিক্রম কুমার দাস ৬৬ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৬২, নিরুপম সেন চৌধুরি ৪৯ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৫ এবং জয়দীপ ভট্টাচার্য ১০ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১০ রান করেন। জে সি সি-র পক্ষে ইন্দ্রজিৎ দেবনাথ ৪৬ রানে ৩টি, পারভেজ সুলতান ৩০ রানে এবং অভিনব ভাট ৩৪ রানে ২ টি উইকেট দখল করেন।

সিনিয়র মহিলাদের এক দিবসীয় ক্রিকেটে জয় দিয়ে শুরু জুটমিল কোচিং সেন্টারের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয় দিয়ে শুরু জুটমিল কোচিং সেন্টারের। টিসিএ আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণ মূলক সীমিত ৫০ ওভারের ক্রিকেট টুর্নামেন্টে।

এমবিবি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত খেলায় জুটমিল কোচিং সেন্টার জয়ী হয়েছে। হারিয়েছে ব্লাড মাউথ ক্রিকেট দলকে। সকাল ৯ টায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে জুটমিল কোচিং সেন্টার প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত ৫০ ওভার শেষ হওয়ার ৩ বল বাকি থাকতে সব কটি উইকেট হারিয়ে ২১১ রান সংগ্রহ করে। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে ব্লাড মাউথ ৪২ ওভার খেলে ১৬৬ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। বিজয়ী দলের পক্ষে ইন্দ্র রানী জমাতিয়া দুর্দান্ত ৭৬ রান সংগ্রহ করলেও সতীর্থ নিকিতা সরকার ২৯ রানে চারটি উইকেট দখল করে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব পায়। ইন্দ্র রানী ছিয়াত্তর রান পেয়েছিল ৭৯ বল খেলে ১১ টি বাউন্ডারি হাঁকিয়ে। এছাড়া ব্লাডমাউথের দেবাদ্রিতা দেবের ৪২ রান এবং জুটমিল কোচিং সেন্টারের মমিতা দেব-এর ৩৭ রান উল্লেখযোগ্য। বোলিংয়ে ব্লাডমাউথের অন্তরা দাস এবং জুটমিলের রুম্পা সিং তিনটি করে উইকেট পেয়েছে।

সিনিয়র মহিলা ক্রিকেটে মৌচাক জয়ে শুরু চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টারের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয় দিয়ে দারুণ সূচনা চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টারের। ডে ম্যাচ। সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণ মূলক ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। উদ্যোক্তা ত্রিপুরার ক্রিকেট এসোসিয়েশন। আমন্ত্রণমূলক টি-টোয়েন্টি আসরের মতোই চামপামুড়া কোচিং সেন্টার ৫ উইকেটের ব্যবধানে লাল মৌচাক কোচিং সেন্টারকে পরাজিত করেছে। মূলতঃ এই জয় দিয়েই চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টারেরও লিগ সূচনা। মেলাঘরে শহীদ কাজল স্মৃতি ময়দানে সকাল ন-টায় ম্যাচ শুরুতে মৌচাক কোচিং সেন্টার প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে নির্ধারিত ৪৪ ওভারে নয় উইকেট হারিয়ে ৯৪ রান সংগ্রহ করে। অনিবার্য কারণে ম্যাচে ওভার সংখ্যা কমিয়ে ৪৪ করা হয়েছে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টার ৪১.৪ ওভার খেলে ৮ উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। মৌচাক ক্লাবের বিজলী দাস সর্বাধিক ২৫ রান পেলেও চাম্পামুড়ার মোনালি শর্মা (২৫) ও গিয়া মন্ডল (২৩) এর ব্যাটিং দলকে জয় এনে দেয়। বোলিংয়ে গিয়া মন্ডল ১৪ রানে ৪টি উইকেট তুলে নিয়ে দারুন পারফরম্যান্স দেখায়। ব্যাটে বলে দুর্দান্ত খেলে গিয়া মন্ডল প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাবও পেয়েছে। এছাড়া চাম্পামুড়ার পূজা দাস তিনটি এবং মৌচাকের অনিমা মুরাসিং দুটি উইকেট পেয়েছিল।

লাল বাহাদুরের প্রিয়াঙ্কা নোয়াতিয়া সর্বাধিক ৪৯ রান পেলেও তরুণ সংঘের অস্মিতা দেবনাথ ৪৬ রান সংগ্রহ করে দলের স্কোর এগিয়ে রাখে। লাল বাহাদুরের অন্তরানী নোয়াতিয়া ২৭ রান পেয়েছিল। তরুণ সংঘের ঝুমকি দেবনাথ ১৫ রানে দুটি উইকেট তুলে নিয়ে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব পায়। এছাড়া পৌলমী পাল এবং লাল বাহাদুরের রিফু দেববর্মাও দুটি করে উইকেট পেয়েছে।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

গুড ফ্রাইডেতে মরিয়মনগর চার্চে রাজ্যপাল

আগরতলা, ২৯ মার্চ।। রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু আজ গুড ফ্রাইডে উপলক্ষে মরিয়মনগর চার্চ পরিদর্শন করেন। আজ দুপুরে রাজ্যপাল মরিয়মনগর চার্চে এসে পৌঁছালে তাঁকে স্বাগত জানান চার্চের ফাদার। রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু গুড ফ্রাইডে উপলক্ষে খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, মানুষের কল্যাণে প্রভু যীশুর জীবনই হচ্ছে অন্যতম বাণী। গুড ফ্রাইডেতে যীশু খ্রিষ্টের ক্রুশবিদ্ধের দিনকে স্মরণ করা হয় এবং ইস্টারে যীশু খ্রিষ্টের পুনরুত্থানকে স্মরণ করে পালন করা হয়। এই দুটো দিনই মানব সভ্যতার ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ দিন। রাজ্যপাল বলেন, মানব জাতির উদ্দেশ্যে যীশু খ্রিষ্টের বার্তা ছিল অসহায়কে দয়া কর ও শত্রুকে ক্ষমা কর। যীশু তাঁর জীবনের মাধ্যমে বার্তাগুলি দিয়ে গিয়েছিলেন। রাজ্যপালের মরিয়মনগর চার্চ পরিদর্শনের সময় রাজ্যপালের সচিব ইউ কে চাকমা উপস্থিত ছিলেন।

সড়ক দুর্ঘটনায় এক মহিলা সহ দুজনের মৃত্যু

হাফলং (অসম), ২৯ মার্চ (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় এক মহিলা সহ দুজনের মৃত্যু হয়েছে। শোকাবহ এই সড়ক দুর্ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে শিলচর-সৌরাষ্ট্র ইস্ট-ওয়েস্ট করিডরের ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে বৃহস্পতিবার রাত প্রায় ১১টা নাগাদ।২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে বিদ্যমান লাংটিং পেট্রোল পাম্পের কাছে এই ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি সংগঠিত হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এএস ০১ আরসি ৩৭১২ নম্বরের একটি লরির সঙ্গে এএস ০২ সিসি ৯৭১৭ নম্বরছর টাটা মোবাইল গাড়ির ধাক্কা লাগে। এতে টাটা মোবাইল গাড়িটি উল্টে যায় এবং এতে গাড়ির চালক বিজয় দাস এবং টাটা মোবাইলেল এক মহিলা যাত্রী লিমিতা ফংলোর ঘটনাস্থলেই মৃত্যু ঘটে।পুলিশ জানিয়েছে, দুটি গাড়িই তাদের লেন দিয়ে চলছিল। কিন্তু লাংটিং পেট্রোল পাম্পের সামনে টাটা মোবাইল গাড়িটি ডিভাইডার পার হয়ে লরিতে ধাক্কা মেরে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে।

বাড়ি বাড়ি ভোট প্রচারে বিজেপি মনোনীত প্রার্থী দীপক মজুমদার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ মার্চ।। ৭ রামনগরের উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিজেপি মনোনীত প্রার্থী দীপক মজুমদার রামনগর এলাকায় বাড়ি বাড়ি ভোট প্রচার জোর কদমে চালিয়েছেন। কারণ ইন্ডি জোটের প্রার্থী তথা রতন দাসের বিরুদ্ধে তাঁকে লড়াই করতে হবে।নিজের পাশাপাশি রামনগরবাসির উদ্দেশ্যে পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেবকেও বিপুল ভোটে জয়ী করার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

এদিন ভোট প্রচারে বের হয়ে সাংবাদিকের মুখোমুখি হয়ে দীপক মজুমদার জানিয়েছেন, রামনগর এলাকাবাসীর বিপুল শুভেচ্ছা নিশ্চয়ই নির্বাচনের এই প্রতিদ্বন্দ্বিতাতে আমাকে অনেক শক্তি যোগাবে। তাঁর বিশ্বাস রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে জয়ী হয়ে আবারো বিধানসভায় পদ্মফুল পাঠাবেন

এলাকার গণদেবতাগণ। এদিন তিনি আরও বলেন, বামফ্রন্ট সরকার দীর্ঘদিন ধরেই রামনগর এলাকাকে বঞ্চিত করে রেখেছিল। পরবর্তীতে বিজেপি সরকার আসার পর অনেক উন্নয়নমুখী কাজ প্রয়াত সুরজিৎ দত্ত করেছেন। তারপরও যে কাজগুলি বাকি আছে সেগুলি করার চেষ্টা করবেন তিনি।

উত্তর জেলায় মোট ভোটার ৩ লক্ষ ৩১ হাজার ৩০৩ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৯ মার্চ।। লোকসভা নির্বাচন নিয়ে সার্বিক তথ্য জানাতে সাংবাদিক সম্মেলন করলেন উত্তর জেলার জেলাশাসক তথা সমাহর্তা দেবপ্রিয় বর্ধন। উত্তর জেলা শাসকের কনফারেন্স হলে এক সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় শুক্রবার।উত্তর জেলা শাসক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা পুলিশ সুপার ভানু পদ চক্রবর্তীর, অতিরিক্ত জেলা শাসকরা এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্যান্য সরকারি কর্মচারীরা।এই সাংবাদিক সম্মেলনে জানানো হয় উত্তর জেলায় মোট ভোটের রয়েছেন ৩ লক্ষ ৩১ হাজার ৩০৩ জন, যার মধ্যে পুরুষ ভোটার এক লক্ষ ৬৬ হাজার ৯৯ জন এবং মহিলা ভোটার ১ লক্ষ ৬৫ হাজার দুই জন।প্রতিবন্ধী অর্থাৎ দিব্যঙ্গ ভোটার রয়েছেন ২৪৯৬ জন এবং ৮৫ বছরের উপর যারা ইচ্ছা করলে বাড়ি থেকে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন এমন রয়েছে ১৯২২ জন। মোট পুলিশ স্টেশন রয়েছে ৩৭২ টি এবং নির্বাচনী কাজে যুক্ত রয়েছে ৭৯৯ জন। সব মিলিয়ে ৩৭২ টি পোলিং স্টেশন রয়েছে এবং ১০ শতাংশ রিজার্ভ রয়েছে।১৭ টি পলিং স্টেশন শুধুমাত্র মহিলাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে ১৪ টি পোলিং স্টেশন আদর্শ পোলিং স্টেশন হিসেবে বিবেচনা করে রাখা হয়েছে এবং সাতটি পোলিং স্টেশন প্রতিবন্ধীরা নিয়ন্ত্রণ করবে। যুবকদের দ্বারা সাতটি পুলিশ স্টেশন সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।উত্তর জেলাতে ব্রু ভোটার রয়েছে ১০২৪৮ জন। উত্তর জেলার প্রত্যন্ত এলাকাগুলোতে যাতে মানুষ নির্দ্বিধায় এবং কোন ধরনের ভয়-ভীতি ছাড়া ভোট প্রদান করতে পারে তার জন্য ত্রিপুরা পুলিশ এবং আধা সামরিক বাহিনী মোতায়েন করা রয়েছে।কোন ধরনের দূরভিন্ধিমূলক খবর আসলে যাতে কর্মকর্তাদের সঠিক সময়ে জানিয়ে দেওয়া হয় তার প্রতি পুলিশ সুপার ভানু পদ চক্রবর্তী আহ্বান জানিয়েছেন। সাংবাদিকরা তাদের কাউন্টিং এর দিন যেসব অসুবিধার সম্মুখীন হয় তা নিয়ে জেলা শাসকের সাথে কথা বললে জেলা শাসক জানান কাউন্টিং হলে মিডিয়ার সার্বিক সুবিধা ব্যবস্থা তিনি করবেন নির্বাচন কমিশনের আদেশ অনুসারে।

৭-রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে বিজেপি মনোনীত প্রার্থী দীপক মজুমদার এর সমর্থনে আজ রামনগর দলীয় কার্যালয়ের বৈঠকের পৌরোহিত্য করেন পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

গাঁজা পাচার করতে গিয়ে আটক ২ যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ মার্চ।। ফের রেলপথকে ব্যবহার করে গাঁজা পাচারের চেষ্টা চালায় পাচারকারীরা। বহিঃরাজ্যে গাঁজা পাচার করতে গিয়ে আটক করা হয়েছে বিহারের দুই যুবককে। গোপন খবরের ভিত্তিতে তাদের আটক করেছে পুলিশ।বৃহস্পতিবার গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আরপিএফ ও জিআরপি আগরতলা রেল স্টেশনে ওত পেতে বসে। তখনই সন্দেহ হলে পুলিশ তাদের আটক করে তল্লাশি চালায়। তল্লাশি চালানোর সময় তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে গাঁজা। ধৃতদের নাম হল বাবলু কুমার ও সুধাংশু কুমার। উভয়ের বাড়ি বিহারে। জি আর পি থানার পুলিশ জানিয়েছে তারা ট্রেনে করে এই গাঁজা গুলি পাচার করার উদ্দেশ্যে ছিল।

মৃত মৎস্যজীবিদের পরিবারের পাশে দাঁড়ালেন কেন্দ্রীয়মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ২৯ মার্চ।। ডুম্বুর জলাশয়ে মাছ ধরতে গিয়ে ঘূর্ণিঝড়ের কবলে পড়ে গন্ডাছড়া মনোরঞ্জন দাস পাড়ার চার মৎস্যজীবীর মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটে। শুক্রবার মৃত পরিবারের খোঁজখবর নিতে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তথা সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক গন্ডাছড়য় ছুটে যান। এদিন তিনি একে একে সঞ্জিত নন্দী, জ্যোতিষ মল্লিক, প্রদীপ দাস, হরিদাস এই চার মৃত পরিবারের বাড়িতে গিয়ে পরিবারের লোকজনদের সাথে কথা বলেন এবং তাদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। প্রতিমন্ত্রীকে কাছে পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিবারের লোকজনেরা। সেখানে প্রতিমা ভৌমিকের সাথে ছিলেন আরেক সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা, বিজেপি ধলাই জেলা কমিটির সভাপতি পতিরাম ত্রিপুরা, সহ-সভাপতি বিকাশ চাকমা, কৃষাণ মোর্চা রাজ্য কমিটির সদস্য গোপাল সরকার, রাইমাভ্যালী মন্ডল সভাপতি সমীর রঞ্জন ত্রিপুরা, মন্ডলের সাধারণ সম্পাদক আদিত্য সরকার প্রমুখরা।

কংগ্রেসের পর আয়করের নোটিশ সিপিআই-কে

নয়াদিল্লি, ২৯ মার্চ (হি. স.) : লোকসভা নির্বাচনের আবহে কংগ্রেসের পর এবার আয়কর দফতর নোটিশ পাঠাল ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিআই)-কে। জানা গেছে, গত কয়েক বছরে ট্যাক্স রিটার্ন দাখিল করার সময় পুরানো প্যান কার্ড ব্যবহার করার জন্য ১১ কোটি টাকা বকেয়া মেটানোর জন্য সিপিআইকে আয়করের নোটিশ পাঠানো হয়েছে।সূত্রের খবর, পুরনো প্যান কার্ড ব্যবহার করায় অসঙ্গতির জন্য জরিমানা এবং সুদ বাবদ আইটি বিভাগকে বকেয়া টাকা দিতে বলা হয়েছে।উল্লেখ্য, এর আগে কংগ্রেস জানিয়েছিল যে, তাদেরও নোটিশ পাঠিয়েছে আয়কর বিভাগ। তাদের আগের বছরগুলির জন্য দাখিল করা ট্যাক্স রিটার্নে অসঙ্গতির জন্য ১৮০০ কোটি টাকারও বেশি বকেয়া দিতে বলা হয়েছে। বিরোধীদের অভিযোগ, ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার ও তাদের বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে লোকসভা নির্বাচনের ময়দানে বিরোধীদের পঙ্গু করার চেষ্টা হচ্ছে।

যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রচারে গিয়ে ক্ষোভের মুখে সায়নী ঘোষ

সোনারপুর, ২৯ মার্চ (হি.স.) : ভোটের প্রচারে গিয়ে বড়সড় ধাক্কা খেল তৃণমূল। যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী সায়নী ঘোষের সামনেই রাস্তা, পানীয় জল, ড্রেনেজ ব্যবস্থা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিলেন স্থানীয়রা। যদিও বিষয়টা সামলে নিয়ে সমস্ত কাজ করে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন তৃণমূল প্রার্থী। এলাকায় পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই, রাস্তাঘাট ভালো নেই, নিকাশি ব্যবস্থা নেই, ড্রেনজ সিস্টেম ঠিক নেই, পৌরসভাকে বারে বারে জানিয়েও কোন কাজ হয়নি, এখন ভোট চাইতে এসেছেন? ভোটের সময় কোনও দলকে ভোট দেবো না। কার্যত সায়নী ঘোষের প্রচারের সময় তার মুখের সামনে দাঁড়িয়ে রাজপুর সোনারপুর পৌরসভার ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের মহিলারা এমনই কটুক্তি করে বসলেন। মহিলাদের ওই প্রতিবাদ শুনে প্রথমত চুপ করে থাকার পর, সায়নী ঘোষ জানালেন জল প্রকল্পের কাজ শেষ হয়ে গেছে। রাস্তা করা হচ্ছে, জলের ব্যবস্থাও করা হবে। ড্রেন পরিষ্কার করে দেওয়া হবে। সায়নী ঘোষের মুখের সামনে এলাকার সাধারণ মানুষরা যেভাবে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন, তাতে করে তৃণমূল প্রার্থীকে কিছুটা অস্বস্তিতে পড়তে হয়েছে। এরফল ভোট বাক্সেও পড়তে পারে বলেই অনুমান অনেকের।এদিকে সায়নী ঘোষকে ক্ষোভ উগরে দেওয়া নিয়ে তৃণমূলকে একহাত নেন বিজেপি প্রার্থী অনির্বাণ গাঙ্গুলি। তিনি বলেন, " গত পাঁচ বছরে এই এলাকার সাংসদ একবারের জন্যও এলাকায় আসেন নি। মানুষের জন্য কোন কাজও করেননি। তাই মানুষ যা বলেছেন তা যথার্থ। কাজ করলে মানুষের ক্ষোভ থাকতো না। ভোট পাখি হয়ে আসবেন, ভোট নেবেন আর চলে যাবেন এটা হয়না। মানুষ প্রতিবাদ করতে শিখে গেছে।"

৮ এপ্রিল উদ্ধব শিবিরের প্রার্থীকে তলব ইডির

নয়াদিল্লি, ২৯ মার্চ (হি. স.): উদ্ধব শিবিরের শিবসেনা প্রার্থী অমল কীর্তিকারকে তলব করল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি। তাঁকে আর্থিক দুর্নীতি মামলায় ৮ এপ্রিল তলব করা হয়েছে।অমল কীর্তিকারকে মুম্বই উত্তর-পশ্চিমের প্রার্থী হিসেবে টিকিট দিয়েছিল শিবসেনার উদ্ধব শিবির। এর আগেও তাঁকে তলব করা হয়েছিল ২৭ মার্চ। যদিও তিনি হাজিরা দেননি। আর্থিক দুর্নীতি মামলায় ফের তাঁকে ৮ এপ্রিল তলব করা হয়েছে। অমলের বাবা গজানন কীর্তিকার মুম্বই উত্তর-পশ্চিমের সাংসদ। ওই আসনেই ভোট লড়ার জন্য তাঁর ছেলের নাম ঘোষণা করেছে শিবসেনার উদ্ধব শিবির।উল্লেখ্য, করোনার সময় বৃহন্মুম্বই কর্পোরেশন এলাকায় গৃহহীন পরিযায়ী শ্রমিকদের খিচুড়ি বিতরণে অনিয়মের অভিযোগের উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। শিবসেনার উদ্ধব শিবিরের নেতা সঞ্জয় রাউত বলেন, প্রার্থীর নাম ঘোষণার পর কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার এই তলব আদতে ভয় দেখানোর চেষ্টা।

"আধি আবাদি পুরা হক", মহিলা সংরক্ষণ নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রতিশ্রুতি রাহুলের

নয়াদিল্লি, ২৯ মার্চ (হি. স.): ক্ষমতায় এলে সরকারি চাকরিতে মহিলাদের জন্য ৫০ শতাংশ সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি দিলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। শুক্রবার এক্স হ্যান্ডেলে হিন্দিতে লেখা এক বার্তায় কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি এই প্রতিশ্রুতি দেন।তিনি বলেন, দেশের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারে নারীশক্তি। কেন আজ পর্যন্ত সরকারি চাকরিতে প্রতি ১০ জনের মধ্যে একজন মহিলা চাকরি করেন। ভারতের জনসংখ্যার অর্ধেক মহিলা। তাহলে প্রশাসনিক কাজে তাঁদের অংশীদারিত্ব এত কম কেন, প্রশ্ন তুলেছেন রাহুল। তিনি বলেন, কংগ্রেস চায়, "আধি আবাদি পুরা হক।"

উল্লেখ্য, আধি আবাদি পুরা হকের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারি চাকরিতে ৫০ শতাংশ মহিলা সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি। এছাড়া শক্তি কা সম্মান নামে আরও একটি গ্যারান্টি দিয়েছে কংগ্রেস। এতে আশাকর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, মিড-ডে মিল কর্মীদের মাসিক বেতন দ্বিগুণ করা হবে। অধিকার মৈত্রী গ্যারান্টিতে প্রতিটি পঞ্চায়েতে একজন করে অধিকার মৈত্রী নিয়োগ করা হবে। যিনি গ্রামীণ মহিলাদের আইনি অধিকার এবং তা ব্যবহারে সহায়তা করবেন।

সাবিত্রী বাই ফুলে হস্টেলের গ্যারান্টিতে কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে দেশে কর্মরতা মহিলাদের হস্টেলের সংখ্যা দ্বিগুণ করবে। এর মধ্যে প্রতি জেলায় অন্তত একটি হস্টেল গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে কংগ্রেস।

স্ত্রীকে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ

চম্পারন, ২৯ মার্চ (হি. স.): বিহারের চম্পারন জেলায় ৩ সন্তান সহ স্ত্রীকে খুনের অভিযোগ উঠেলো ইদু আনসারি নামে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। শুক্রবার পাহাড়পুর এলাকার একটি বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে ৩ সন্তান সহ এক মহিলার মৃতদেহ। ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্ত ইদু আনসারি ঘটনার পর থেকে পলাতক। রেশমা ইদুর দ্বিতীয় স্ত্রী। প্রথম পক্ষের স্ত্রীর দুই ছেলে ছিল। কিন্তু দুই ছেলেই মারা যায়। এরপর রেশমাকে বিয়ে করে ইদু। রেশমার ৫ কন্যা সন্তান হয়। পুত্র সন্তান না হওয়ায় ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল ইদুর মনে। সেই মানসিক অশান্তি থেকেই এমন নৃশংস ঘটনা বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান।অভিযুক্ত ইদুর বিরুদ্ধে তাঁর আরও এক মেয়েকে খুনের অভিযোগ রয়েছে।

ইন্ডিজোটের প্রার্থীদের সমর্থনে মিছিল রাজপথে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ মার্চ।। নির্বাচণের দিনক্ষন যতই এগিয়ে আসছে ততই বিভিন্ন দল শাসক এবং বিরোধী দল নির্বাচনী প্রচার ত্যজি করছে। শুক্রবার এডভাইজার চৌমুহনী এলাকা থেকে ইন্ডি জোটের পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনের প্রার্থী আশিস কুমার সাহা এবং ৭রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী রতন দাসের সমর্থনে এক মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। এদিন মিছিলটি বাম ও কংগ্রেস দল উভয়ের সমর্থনে এই মিছিলটি অনুষ্ঠিত হয়। সাংবাদিক দের মুখোমুখি হয়ে সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, ইন্ডিয়া ব্লকের প্রার্থীদের সমর্থনে এই মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। আগামী লোকসভা ও ৭ রামনগরের উপ নির্বাচনে ইন্ডি জোটের প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করার আহ্বান করেন তিনি।

জাতীয় সড়কে সেতু থেকে ছড়ায় বাইকার গুরুতর আহত এক

বাজারিছড়া (অসম), ২৯ মার্চ (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত বাজারিছড়া থানাধীন সলগই বাজারে ভয়াবহ এক সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন বাইক আরোহী। ঘটনা আজ শুক্রবার বিকাল তিনটা নাগাদ সংঘটিত হয়েছে।

জানা গেছে, এএস ১০ ই ৯৩২৩ নম্বরের এমটি ওয়ান ফাইভ মডেলের একটি মোটর সাইকেল নিয়ে এক যুবক দুরন্ত গতিতে পাথারকান্দি থেকে লোয়াইরপোয়া অভিমুখে যাবার পথে ঘটনাটি ঘটে।চালক সমেত বাইকটি আট নং জাতীয় সড়কের সলগই বাজার এলাকায় হাতাইছড়া সেতুর উত্তর প্রান্তে গিয়ে প্রায় ত্রিশ ফুট নীচে ছড়ায় গিয়ে পড়ে।স্থানীয় জনগণ ও ভিডিপি কর্মীরা এগিয়ে গিয়ে দ্রুত বাইক চালককে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য মাকুন্দা হাসপাতালে পাঠান।

ঘটনার খবর পেয়ে বাজারিছড়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছে দুর্ঘটনাগ্রস্থ বাইকটি উদ্ধার করে নিজেদের জিম্মায় নেয়।প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, আহত যুবকটির বাড়ি পাথারকান্দিল তিনখাল এলাকায়। আহতের নাম জানা যায়নি।

জঙ্গল থেকে জনজাতি গৃহবধূর মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৯ মার্চ।। গভীর জঙ্গল থেকে এক জনজাতি গৃহবধূর মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে।গতকাল রাতে তেলিয়ামুড়া থানাধীন জারুইলংবাড়ি ওই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছাড়িয়েছে। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছে। কিভাবে ওই মহিলার মৃত্যু হয়েছে তা এখনো জানা যায়নি।

আপাতত অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করে পুলিশ।

জনৈক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, বুধবারে হোলি খেলাকে কেন্দ্র করে স্বামী সূর্যরাম রিয়াং এবং স্ত্রী শান্তি রিয়াং (৩৫) দুইজনে মিলে মদ্যপান করেছিলেন। পরবর্তীতে গভীর রাতে আচমকা স্ত্রী শান্তি রিয়াং ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। পরের দিন সকালে স্বামী সূর্যরাম রিয়াং অনেক খোঁজাখুঁজির পর ও তাঁর কোনো হদিশ পাননি। গতকাল রাতে জঙ্গলে মৃতদেহ দেখতে পেয়েছেন। সাথে সাথে পুলিশকে খবর পাঠিয়েছেন স্বামী। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

ইন্ডি জোটের প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়ী করার আহ্বান ফরওয়ার্ড ব্লকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ মার্চ।। লোকসভা নির্বাচনে ইন্ডি জোটের প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়ী করার আহ্বান ফরওয়ার্ড ব্লকের। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন ফরওয়ার্ড ব্লকের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব রঘুনাথ সরকার।

এদিনেই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বাধারঘাট বিধানসভা কেন্দ্রের বিজিত প্রার্থী পার্থ রঞ্জন সরকার। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে বিজেপির বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা করেছেন ফরওয়ার্ড ব্লক নেতৃত্বরা।

বিজিত প্রার্থী পার্থ রঞ্জন সরকার তীব্র কটাক্ষ করে বলেন, লোকসভা নির্বাচনে লড়াই করার জন্য রাজ্যে বিজেপি প্রার্থী খুঁজে পাচ্ছেন না।এজন্যই মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে বহিষ্কৃত বিপ্লব কুমার দেবকে পশ্চিম ত্রিপুরা আসনে এবং রাজ্যের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ না থাকা কৃতি সিংকে পূর্ব ত্রিপুরা আসনে প্রার্থী করেছে।এদিন তিনি আশা ব্যক্ত করেন, লোকসভা নির্বাচনে ইন্ডিয়া জোটের প্রার্থীরাই বিজয়ী হবে।

শুক্রবার ধলাই জেলার জেলাশাসক সুরক্ষা বাহিনীকে নিয়ে ধলাইয়ের প্রত্যন্ত এলাকায় টহলদারি করেন।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।